শেখ আবদুল জব্বার

জেরুসালেম

বা

বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস

মৌলাভী শেখ আবদুল জব্বার

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

জেরুসালেম

বা

বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস

মৌলাভী শেখ আবদুল জব্বার

ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

জেরুসালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস : মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার ॥ ইফাবা প্রকাশনা : ১৫৬১ ॥ ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.৩৫০৯ ॥ দ্বিতীয় (ইফাবা প্রথম) মুদ্রণ : মে ১৯৮৮ ; জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৫ ; রমযান ১৪০৮ ॥ প্রকাশক : মুহাম্মদ লুতফুল হক, প্রকাশনা পরিচালক, ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মুকাররম, ঢাকা ॥ প্রচ্ছদ শিল্পী : সরদার জয়নুল আবেদীন ॥ মুদ্রক : মোস্তাফা শহীদুল হক, মোস্তাফা প্রিন্টার্স, ১৩, কারকুন বাড়ী লেন, ঢাকা ॥ বাঁধাইকার : লাভলী বুক বাইণ্ডার্স, ইস্পাহানী বিল্ডিং, বাংলা বাজার, ঢাকা।

মূল্য : ষোল টাকা

JERUSALEM BA BAITUL MUKADDASER ITIHAS : The History of Jerusalem or the Holy Baitul Muqaddas written by MV. Sheikh Abdul Jabbar in Bengali and published by Mohammad Lutful Haque. Publication Director, Islamic Foundation Bangladesh. Dhaka. May 1987

Price : Tk. 16·00

U. S. Dollar : 1·00

উৎসর্গ

আমার প্রতিপালিকা পরম শ্রদ্ধেয়া বিমাতার হস্তে
পুণ্য দেশের পুণ্য কাহিনী
'বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' সমর্পণ করিলাম।

আমাদের কথা

বাঙালী মুসলিম সাহিত্য সাধনার ইতিহাসে মরহুম মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার এক বিশিষ্ট নাম। তাঁর গ্রন্থাবলী এ শতাব্দীর শুরুতে মুসলিম নব জাগরণে যথেষ্ট শক্তিশালী ভূমিকা নিয়েছিল। ওঁর 'জেরুসালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' গ্রন্থখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বাংলা ১৩১৩ সনে। ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ থেকে এর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠানের প্রথম সংস্করণরূপে। মুসলমানদের প্রথম কিবলা বায়তুল মুকাদ্দাস-এর সাথে বাঙালী মুসলিম তথা সারা বিশ্বের মুসলমানদের অন্তরের গভীর সম্পর্ক এবং এর ইতিহাস স্বাভাবিকভাবেই সাগ্রহ কৌতূহলের দাবি রাখে। আশা করি—এ গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থটির পুনঃ প্রকাশকে পাঠক মহল সানন্দ চিত্তে গ্রহণ করবেন।

উল্লেখ্য, কিছু প্রাচীন শব্দ ও বানান এ গ্রন্থে সংস্কার করে পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে, যাতে আজকের পাঠকের স্বাচ্ছন্দ্য নিশ্চিত করা যায়। আল্লাহ্ হাফিজ।

মুখবন্ধ

মদীয় 'মক্কা-শরীফ ও মদীনা-শরীফের ইতিহাস'-এর শ্রদ্ধেয় পাঠকগণের হস্তে আজ 'বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' সমর্পণ করিতে পারিয়া আমার সাধনা সার্থক জ্ঞান করিতেছি। ইহা উত্তম হইয়াছে, কি মন্দ হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই; সুধী পাঠকবৃন্দ ও শিক্ষিত সমাজই তাহার বিচার করিবেন।

দিল্লী নিবাসী মৌলানা মহাত্মা আবদুল হক্ সাহেবের সঙ্কলিত গ্রন্থ সাহায্যে এই ক্ষুদ্র ইতিহাসখানি লিখিত ও প্রচারিত হইল। তিনি ইহা তৎ-প্রণীত সুপ্রসিদ্ধ তফসিরে হক্কানীতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। পরে তৎকর্তৃক ইহা গ্রন্থাকারে প্রচারিত হইয়াছে।

অনেকদিন পূর্বে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলভী আলাউদ্দিন আহ্‌মদ সাহেব বায়তুল মুকাদ্দাসের বিবরণ "ইস্‌লাম প্রচারকে" প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আমার অভিলষিত কার্য সৌকর্যার্থ পূর্বাহ্নেই পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিয়াছিলেন বলিতে হইবে। তাঁহার প্রকাশিত বিবরণ হইতে আমি যথেষ্ট সহায়তা লাভ করিয়াছি। তজ্জন্য তিনি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র, সন্দেহ নাই।

ইহা অনুবাদ গ্রন্থ। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য অক্ষুণ্ণ রাখা এবং তাহা পাঠকের পক্ষে রুচিকর করা মাদৃশ ক্ষুদ্র লেখকের কর্ম নহে। এজন্য গ্রন্থের স্থানে স্থানে অনুবাদকের অক্ষমতাই পরিদৃষ্ট হইবে, অসম্ভব নয়। আশা করি, সহৃদয় পাঠকবৃন্দ নিজগুণে আমার অক্ষমতাজনিত ত্রুটি মার্জনা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না।

আমার অভিন্ন হৃদয় অকৃত্রিম বন্ধু মৌলভী আবদুল করিম সাহেব ইহার পাণ্ডুলিপি দেখিয়া দিয়া আমাকে উপকৃত ও কৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

অতীত যুগের বিলুপ্ত গৌরব-কাহিনী পাঠে যদি একটি প্রাণীরও সুপ্ত হৃদয়-তন্ত্রী বাজিয়া উঠে, তবেই আমার সমস্ত শ্রম সফল হইল মনে করিব।

২৫শে ভাদ্র, ১৩১৭ সন
গফরগাঁও, ময়মনসিংহ

বিনয়াবনত—
শেখ আবদুল জব্বার

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

সার্দ্ধ দুই বৎসর যাবৎ 'বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' প্রকাশার্থ জাতীয় সমাজে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা অকথনীয়। ঢাকার নওয়াব বাহাদুরের নিকট সাহায্য প্রার্থনায় বিফল মনোরথ হইয়া মুর্শিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের সমীপে উপনীত হইলে, হথায়ও কিছু হইবে না বলিয়া তদীয় দেওয়ান খান বাহাদুর মৌলভী ফজ্‌লে রব্বি সাহেব আমাকে বিদায় করেন।

অতঃপর কাসিম বাজারের বিদ্যুৎসাহী বদান্যবর, দুঃস্থ সাহিত্য সেবী-দের আশ্রয়দাতা, স্বদেশ বৎসল—অনারেবল মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র চন্দ্র নন্দী বাহাদুর আমাকে ৩২৯ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। মহারাজের এই অর্থেই গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে।

ইতিপূর্বে দিনাজপুরের সর্বগুণাধার, সুধী শ্রেষ্ঠ-অনারেবল মহারাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত গিরিজানাথ রায়বাহাদুর এই গ্রন্থ ছাপাইতে ৩৫ টাকা দান করিয়াছিলেন, কিন্তু দিনাজপুর হইতে ফিরিবার কালে আমি বগুড়ায় দুরন্ত ম্যালেরিয়াক্রান্ত হওয়ায় সেই টাকা ব্যয় হইয়াও অনেক টাকা ঋণ হইয়াছিল এবং এই গ্রন্থ মুদ্রণার্থে মুর্শিদাবাদ লালগোলার দয়ার সাগর, দীনবন্ধু রাজা শ্রীল শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নারায়ণ রায় বাহাদুর ৫০ টাকা মনি অর্ডার যোগে প্রদান করিয়াছেন। দুর্ভাগ্যবশত মুর্শিদাবাদ হইতে প্রত্যাগত হইয়াই উৎকট ডাইরিয়া ও ডিস্পেপসিয়া রোগের কবলে পতিত হওয়ায়, চিকিৎসায় এই টাকাও ব্যয় হইয়াছে, অথচ এখনও আরোগ্য লাভ করিতে পারি নাই।

গরীবের সাহায্যকারী, আশ্রয়দাতা উপরোক্ত মহাত্মাগণের নিকট সসম্মানে আমার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া আজ 'বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' প্রকাশ করিলাম।

দীনাতিদীন—
শেখ আবদুল জব্বার

ভূমিকা

(ইসলাম-প্রচারক মুন্‌সী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব কর্তৃক লিখিত)

প্রসিদ্ধ লেখক মৌলভী শেখ আবদুল জব্বার সাহেব 'মক্কা-শরীফের ইতিহাস' ও 'মদীনা-শরীফের ইতিহাস' লিখিয়া বেশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। উক্ত পুস্তক দুইখানি দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। এখন গ্রন্থকার সাহেব পবিত্র 'বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' লিখিয়া প্রকাশ করিতে চাহিলেন। প্রত্যেক মুসলমানেরই 'বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস' জানা নিতান্ত আবশ্যক; কেননা, বায়তুল মুকাদ্দাসের অন্তর্গত কেনান দেশে হযরত মুহাম্মদ (স.) ব্যতীত প্রায় প্রত্যেক নবীই পয়গাম্বরী পাইয়া 'দ্বীন ইসলাম' প্রচার করেন। এই কেনান দেশেই তৌরিৎ, জবুর ও ইঞ্জিল কিতাব অবতীর্ণ হয়। এখন পাঠকগণ বিবেচনা করিয়া দেখুন যে, পবিত্র কেনান দেশের ও বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস জ্ঞাত হওয়া মুসলমানদের পক্ষে কতদূর আবশ্যক।

কেনান দেশ আশিয়া খণ্ডের পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইহার উত্তরসীমা লিবানন পর্বত, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর, দক্ষিণ ভাগে আরবীয় মরুভূমি এবং পূর্বসীমা যর্দান নদীর বহির্ভাগে ফুরাত নদী অবধি বিস্তৃত। এই দেশের দৈর্ঘ্য পরিমাণ প্রায় ৮০ ক্রোশ, প্রস্থে প্রায় ৪০ ক্রোশ ও স্থলদেশ প্রায় ৪০০০ বর্গ ক্রোশ হইবে। দাউদ রাজার অধিকার কালে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫০,০০০০০ পঞ্চাশ লক্ষ ছিল। অধুনা ইহাতে ২০,০০০০০ কুড়ি লক্ষের কম লোক বাস করে। তৌরিৎ কিতাবে এই দেশের আটটি নাম পাওয়া যায়: ১ম পেলেস্টীয়, ২য় কেনান ভূমি, ৩য় প্রতিজ্ঞাত ভূমি, ৪র্থ ইব্রীয় ভূমি, ৫ম ইসরাইলের দেশ, ৬ষ্ঠ য়িহুদাদেশ, ৭ম সদা প্রভুর দেশ এবং ৮ম পবিত্র দেশ।

কেনান দেশ পর্বতময় ও ইহার মধ্যে মধ্যে অসংখ্য উপত্যকা আছে। এই দেশে দুইটি পর্বতশ্রেণী যর্দান নদীর উভয় তীর দিয়া উত্তরে লিবানন গিরি হইতে আরম্ভ হইয়া দক্ষিণে হোরেব পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উভয় শ্রেণী হইতে শাখা স্বরূপ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত, প্রান্তর ও উপত্যকা পরস্পর বিভিন্ন হইয়া আছে।

উত্তর ভাগের গিরিসমূহের শৃঙ্গ বৃক্ষ-লতাদিতে পরিপূর্ণ। উপত্যকা সকল উর্বরা এবং তথায় বহু প্রকার ফলবান বৃক্ষের উদ্যান দৃষ্ট হয়। দক্ষিণ ভাগের পর্বত সকল মরু ও তৃণ-শূন্য এবং তথাকার উপত্যকা সকল মরু ও প্রস্তরময়, সুতরাং তৃণাদির চিহ্নমাত্র নাই। মধ্যভাগে একটি গভীর উপত্যকা। ইহার মধ্য দিয়া যর্দান নদী উত্তর দক্ষিণে প্রবাহিত হইয়া বৃহৎ লবণাক্ত হ্রদে পতিত হইয়াছে।

কেনান দেশে নিম্নলিখিত পর্বতগুলি প্রধান ঃ আসিস্ গিরি, কর্মিল পর্বত, জৈতুন গিরি ও হর্মন গিরি।

নিম্নলিখিত নদীগুলি প্রধান ঃ

যর্দান নদী, কিশন, ফরিৎ, যব্বোক ও অর্ণন।

নিম্নলিখিত তিনটি হ্রদ কেনান দেশে দেখিতে পাওয়া যায় ঃ

মেরুম জলাশয়, গালীলীয় হ্রদ ও গিনে শরৎ হ্রদ।

কেনান দেশের জলবায়ু ও উৎপন্ন দ্রব্য ঃ

কেনান দেশ গ্রীষ্মকালে উষ্ণ বটে, কিন্তু ভারতবর্ষের ন্যায় উষ্ণ নহে। শীতকালে সময়ে সময়ে তুষার পতিত হইয়া থাকে। যর্দান নদীর তলভূমি ও ভূমধ্যসাগরের নিকটস্থ প্রান্তর সকল এই দেশের অন্যান্য স্থান অপেক্ষা অতিশয় উষ্ণ। অত্রত্য অধিবাসীরা গ্রীষ্মকালে গৃহের প্রশস্ত ছাদের উপর শয়ন করে।

পর্বত শৃঙ্গ ব্যতীত কুত্রাপি বরফ জমে না। কিন্তু অন্যান্য শীত প্রধান দেশে যেমন সমস্ত জল জমিয়া কঠিন বরফ হয় ও মনুষ্যেরা তাহার উপর দিয়া চলিয়া বেড়াইতে পারে, কেনান দেশে তেমন হয় না। এখানে শীতকালের রাত্রিতে পর্বতের শৃঙ্গদেশে যে কিঞ্চিতমাত্র বরফ জমে, তাহা সূর্যোদয়ে গলিয়া যায়। কেনান দেশে দুইটি মাত্র ঋতু আছে ঃ শীত ও গ্রীষ্ম; কেবল শীতকালে বৃষ্টি হয় বলিয়া তাহার আর এক নাম বর্ষাকাল। গ্রীষ্মকাল ও বর্ষকাল উভয়ই ছয় ছয় মাস থাকে। কার্তিক মাসে বর্ষা আরম্ভ হইয়া চৈত্র মাস পর্যন্ত থাকে।

উদ্ভিদ—গেনীম, যব, জিতবৃক্ষ, দ্রাক্ষা, ডুম্বুর, চাউল, তামাক, তুলা, তুঁত অনেক পরিমাণে জন্ম। ইহা ব্যতীত গম, খর্জুরও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পশু—বৃষ, মেষ, ছাগ, উষ্ট্র ও গর্দভ এদেশের প্রধান পশু। সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক ও শৃগালও এখানে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

কেনান দেশ দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত—বনি ইস্রাইল জাতি কেনান দেশ জয় করিয়া উহাকে দ্বাদশ ভাগে বিভক্ত করিয়া লয়েন। ১ম রূবেন—রূবেন বংশকে যে অঞ্চল দান করা হয়, তাহার নাম রূবেন্। ইহা যর্দানের পূর্ব পারস্থ অর্ণন ও যব্বোক নদীর মধ্যবর্তী দেশ। অরোয়ের ও যহস্ প্রধান নগর।

২য় গাদ প্রদেশ--ইহা সিহন রাজার রাজ্যের উত্তরাংশ ও গ্লীয়দ নামে বিখ্যাত। ইহার প্রধান নগর রামৎ গ্লীয়দ ও মহনয়িম।

৩য় মনঃশি—ইহা যর্দান নদীর পূর্ব ও গাদ অঞ্চলের উত্তর সীমায় স্থিত এবং হর্মন পর্বত পর্যন্ত বিস্তৃত। প্রধান নগর যাবেশ গ্লীয়দ।

৪র্থ য়িহূদা—ইহা মরু সাগরের পশ্চিমে স্থিত কেনান দেশের দক্ষিণ ভাগ। প্রধান নগর হিব্রোন।

৫ম শিমিয়ন—ইহা য়িহূদার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রধান নগর বেরসেবা।

৬ষ্ঠ দান—ইহা জেরুসালেমের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। প্রধান নগর যাকো।

৭ম ইফ্রাইম্—ইহা মনঃশীর দক্ষিণে স্থিত। প্রধান নগর সিকিম্, শীলো ও বৈথেল।

৮ম দ্বিতীয় মনঃশি—যর্দান নদীর পশ্চিম ভাগে। প্রধান নগর বৈথ্সান।

৯ম ইষাখর—ইহা মনঃশি ও সবূলন অংশের মধ্যবর্তী। প্রধান নগর সুনেম।

১০ম সবূলন—ইহার পূর্ব ভাগে যর্দান ও ত্রিব্রিয়া সাগর এবং পশ্চিমে আসের বংশের অধিকৃত প্রদেশ। প্রধান নগর কেধস্নত্তালি।

১১শ আশের—ইহা ভূমধ্যসাগরের উত্তর উপকূলে স্থাপিত। প্রধান নগর অক্কো।

১২শ বিন্যামিন—যর্দান নদীর পশ্চিম পার্শ্বে য়িহূদা ও ইফ্রায়িম্ বংশের মধ্যগত। প্রধান নগর জেরুসালেম্ বা 'বায়তুল মুকাদ্দাস্'। ইহা—সিয়োন, আক্রা, মোরিয়া ও বিজেথা। এই চারটি গিরিতে সংস্থাপিত। এই নগর বহুকালাবধি যিবুশ নামে প্রসিদ্ধ ও যিবোশিয় জাতির প্রধান নগর ছিল, পরে হযরত দাউদ ইহা জয় করিয়া রাজধানী করেন।

হযরত দাউদের পুত্র হযরত সুলায়মান আল্লাহ্-তা'আলা কর্তৃক একটি মস্জিদ্ নির্মাণ করিতে আদিষ্ট হন। তোরিৎ কিতাবে লেখা আছে, হযরত সুলায়মান বা বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রথমে মস্জিদ্ নির্মাণ করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে বহু মতভেদ আছে।

আল্লাহ্ তা'আলা দাউদকে বলিয়াছিলেন, আমি তোমার পুত্রকে তোমার সিংহাসনে স্থাপিত করিব, সে আমার নামের উদ্দেশে একগৃহ নির্মাণ করিবে। সোলেমান রাজা হইয়া হিরম রাজার সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য করিতে আরম্ভ করেন। সোলেমান মসজিদ্ নির্মাণ করিতে প্রথমত ত্রিশ সহস্র লোক নিযুক্ত করেন এবং সত্তর সহস্র ভারবাহক ও পর্বতে আশি সহস্র প্রস্তর-ছেদক নিযুক্ত করেন। যে মস্জিদ্ তিনি নির্মাণ করেন, তাহার দৈর্ঘ্য ৬০ হস্ত, প্রস্থ ২০ ও উচ্চতায় ৩০ হস্ত। সেই প্রাসাদের অগ্রভাগে এক বারান্দাও নির্মিত হইয়াছিল।

খৃস্টপূর্ব ৫৮৮ বৎসর পূর্বে নবুখদ নিৎসর রাজা এই নগরস্থ সুলায়মানের নির্মিত মন্দির দগ্ধ ও নগরের প্রাচীর বিনষ্ট করেন। ঈসা কর্তৃক দ্বিতীয়বার এক মন্দির নির্মিত হয় এবং হেরোদ রাজা জীর্ণ সংস্কার পূর্বক তাহা সুশোভিত করেন।

৭০ খৃস্টাব্দে টাইটস্ রাজার অধীন রোমীয় সৈন্য দ্বারা ইহা সমূলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ৬১৪ খৃস্টাব্দে পারসিকেরা এই নগর আক্রমণ ও হস্তগত করেন। তৎপরে মুসলমানেরা খলীফা উমরের সময়ে উহা দখল করেন। মুসলমানেরা খৃস্টানদের উপরে বড় দৌরাত্ম্য করিতেন বলিয়া ইউরোপীয় লোকেরা তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া এই নগরটি রক্ষা করেন। অবশেষে মুসলমানেরা তাহা পুনর্বার হস্তগত করেন। রোমকেরা মন্দিরটি সমূলে ধ্বংস করিয়া সমভূমিতে পরিণত করে। যে স্থানে মন্দির ছিল, সে স্থানে এক্ষণে খলীফা উমরের মস্জিদ্ নির্মিত হইয়াছে।

ভূমধ্যসাগর হইতে জেরুসালেম ১৬ ক্রোধ দূরবর্তী ও সমুদ্র গর্ভ হইতে প্রায় ২৫০০ দু হাজার পাঁচ শত ফিট উচ্চ। জেরুসালেম নগর প্রাচীর ও দুর্গবেষ্টিত ছিল। ইহার তিন দিকে তিনটি বৃহৎ প্রবেশ-দ্বার ছিল। দক্ষিণ ভাগের সিয়োন পর্বত অতি দুরারোহ। এক্ষণে সিয়োন গিরিভাগে প্রাচীর নাই। ইহা আধুনিক নগর হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে জেরুসালেম নগরের লোকসংখ্যা ১৫০০০ হাজার হইবে। রাজপথসমূহ অপ্রশস্ত ও প্রস্তরময়। লোকালয় সকল আর্দ্র ও দুর্গন্ধময় জঞ্জালপূর্ণ।

জেরুসালেম বা বায়তুল মুকাদ্দাস সম্বন্ধে ভূমিকায় এতদধিক লেখা বাহুল্য মাত্র। মূল পুস্তক পাঠ করিলে পাঠকগণ সমস্ত বিষয় অবগত হইতে পারিবেন।

মক্কা-শরীফের ও মদীনা-শরীফের ইতিহাস পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ যেমন অনেক বিষয় জানিতে ও শিখিতে পারিয়াছেন, তদ্রূপ বায়তুল মুকাদ্দাসের ইতিহাস পাঠ করিয়াও তৎসংক্রান্ত অনেক জ্ঞাতব্য নিগূঢ় আবশ্যকীয় বিষয় জানিতে ও শিখিতে পারিবেন, সন্দেহ নাই। আশা করি, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে এই গ্রন্থ সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইতে বঞ্চিত হইবে না।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়

পরিশিষ্ট

প্রথম অধ্যায়

আভাষ

বায়তুল মুকাদ্দাস মসজিদে আক্সা এবং বায়তুল কুদস্ নামেও অভিহিত হয়। হযরত সুলায়মান (আ.) ইহার নির্মাতা ও প্রতিষ্ঠাতা। খৃস্টান সম্প্রদায় বায়তুল মুকাদ্দাসকে হায়কাল (Temple) নামে অভিহিত করে। বায়তুল মুকাদ্দাস জেরুসালেম[১] নগরে অবস্থিত।

খৃস্টান, য়াহূদী ও মুসলমানদের নিকট জেরুসালেম নগরী একটি পবিত্র স্থান হিসাবে পরিগণিত। এই নগরের বিরাট বিস্তৃত বক্ষ সহস্র সহস্র নবী (আ.)-এর অনন্ত লীলাক্ষেত্র। এই নগর করায়ত্ত করিবার উদ্দেশ্যে খৃস্টান জাতি ক্রুসেড্ (Crusade) নামে মহাপ্রলয়াভিনয়ের সৃষ্টি করিয়া কত লক্ষ লক্ষ মানবের জীবন-প্রদীপ চিরতরে নির্বাপিত করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা করা অসম্ভব। কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীন আপনার অজেয় বাহুবিক্রমে এই নগর অধিকার ও রক্ষা করিয়াছিলেন।

জেরুসালেম প্যালেস্টাইন (Palestine) প্রদেশের অন্তর্গত। এই জেরুসালেম য়াহূদীয়া, আরদে মুকাদ্দাস (হোলি ল্যাণ্ড—Holy land) কান-আন, সিরিয়া (শাম) নামেও অভিহিত হইত। জুগরে আফ্রা তদীয় ফরহাদ নামক ভূগোলে[২] লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "প্রাচীনতম সিরিয়া দেশই কান-আন[৩] নামে বিখ্যাত। এই কান-আনে[৪] হযরত ইয়াকুব (আ.)

---

১. জেরুসালেম, 'শলীম' নামেও খ্যাত।

২. ৪৪২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৩. বৈনিক ব্যক্তির নাম। কান-আন এ স্থানে সর্বপ্রথম বাসস্থান নির্মাণ করেন বলিয়া তাঁহারই নামে নগরের নাম হইয়াছিল। কান-আনের পিতার নাম হাম, হামের পিতা হযরত নূহ (আ.)।

৪. কান-আন একটি গলির নাম বলিয়াও উল্লিখিত আছে। তাহার বিবরণ এইরূপ: "সিজিল ও নাবলুস নামে দুইটি জনপদ পূর্ণ পল্লীর মধ্যস্থলে এই কান-আন গলি অবস্থিত।"

বাস করিতেন। তৎপুত্র ইউসুফ (আ.) বৈমাত্রেয় ভাইদের ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়িয়া গভীর কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। আল্লাহর রহমতে তথা হইতে উদ্ধার পাইয়া তিনি জনৈক বণিকের নিকট বিক্রীত হন; অতঃপর মিসরে নীত হইলে পুনরায় তথায় মিসর-রাজের প্রধান অমাত্য আজিজ মেসেরের নিকট বিক্রীত হইয়া কাব্যপ্রসিদ্ধ জোলেখা সুন্দরীর হাতে পতিত হন।"

সিরিয়া দেশকে প্যালেস্টাইন (ফালাস্তিন)-ও বলা হইত। সিরিয়ার পশ্চিমাংশ স্থিত ভূ-মধ্যসাগরের পশ্চিমোপকূলের আস্কোলন, ইস্কারুণ, ঞ্যাফা (জাফা) এবং গাজা প্রভৃতি নগর সম্বলিত ভূখণ্ডকে প্যালেস্টাইন বলা হয়।[১] প্রাচীনকালে এই প্রদেশে কুশ নামে এক জাতি বাস করিত। ইহাদের সহিত বনী ইসরাইলদের প্রায়শঃই সংঘর্ষ লাগিয়াই থাকিত।

প্যালেস্টাইনের পূর্বসীমা, ইহরান সাগর ও মরু হ্রদ (বাহ্‌রুল মাইত [২]) দক্ষিণে আরবদেশের উত্তর সীমা; পশ্চিমে ভূ-মধ্যসাগরের পূর্ব-তট [৩] এবং উত্তর সীমা সিরিয়া প্রদেশ। এই প্রদেশের উত্তর দক্ষিণে দৈর্ঘ্য সিরিয়া হইতে আমালেকা সম্প্রদায়ের বাসভূমি পর্যন্ত ৫০ ক্রোশ; প্রস্থ বা বিস্তার পূর্ব পশ্চিমে ৪০ ক্রোশ।[৪]

---

১. ইহাকে আমাদের বঙ্গদেশের জিলার পরিমাণ ধরিলেও হয়।

২. ইহাকে বাহ্‌রে লূত (আ.)-ও বলা হয়। ইহা একটি প্রকাণ্ডায়তন হ্রদ। ইহার দৈর্ঘ্য ৫০ মাইল এবং প্রস্থ ১০ মাইল বিস্তৃত। হযরত লূতের অবাধ্য হইয়া এই বিশাল হ্রদের তীরস্থ পাঁচটি গ্রাম বিধ্বস্ত হয়।

৩. এই সাগরতীরে তরাবলুস, আসরা, জাফা, সাম্বলা, আস্কোলন, আক্কা, সূর, বিরোত, রাজ, কেয়া, কয়েসা ও রীয়া নামক বিখ্যাত বন্দর কয়টি অবস্থিত।

৪. হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মানের সময় ইহার আয়তন আরও বৃদ্ধি পায়। পুরাকালে প্যালেস্টাইন বাবলা ও নাইনভির রাজন্যবর্গের শাসনাধীন ছিল। নাইনভিগণের রাজত্বকালে হযরত ইব্রাহীম (আ.) তদীয় জন্মস্থান বাবল পরিত্যাগ করিয়া এই প্যালে-স্টাইনে (ফালাস্তিনে) আসিয়া বাসস্থান স্থাপন করেন।
এই সময় সম্ভবত নাইনভিগণের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, হয়ত আধিপত্য বিস্তার হইতেছিল মাত্র। কিন্তু 'তৌরিত' পাঠে জানা যায়, তখন এই দেশ স্বাধীন ছিল।

প্যালেস্টাইনের উত্তরাংশ হইতে দুইটি পর্বতশ্রেণী ক্রমশ দক্ষিণও পশ্চিমাভিমুখে বহুদূর অগ্রসর হইয়া পুনরায় মিলিত হইয়াছে। এই সম্মিলিত পর্বতশ্রেণী লাবনান নামে অভিহিত। পশ্চিমের গিরিশৃঙ্গ আবার কিছুদূর অগ্রগামী হইয়া সুর নগরের দুই ক্রোশ সম্মুখ-উত্তরে ভূ-মধ্যসাগরের উপকূলে শেষ হইয়াছে। অপর শ্রেণীও আবার দ্বি-খণ্ডিত হইয়া দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে।[১] এই গিরিশ্রেণী জলিল (গ্যালিলা) সাগরের তটে উপনীত হইয়া লাবান নাম ধারণপূর্বক এরুন (জর্ডান) সাগরের সন্নিকটে জল-আদ[২] পর্বতের সহিত মিলিয়াছে। এই পর্বত আরও কিয়দ্দূর অগ্রবর্তী হইয়া আরবীয় পর্বত মাদায়েন অঞ্চলকে পশ্চাতে ফেলিয়া শাইর গিরি[৩] শৃঙ্গলিঙ্গন করিয়া লোহিত সাগরের (বাহিরে কোলজুম) উপকূল পর্যন্ত গিয়া শেষ হইয়াছে।

এইরূপে পশ্চিমাংশের পর্বতমালাও দক্ষিণ দিকে বহুদূর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া সলিল সাগরের সন্নিকটে কুহে বতুরকে পশ্চাদ্বর্তী করিয়া কারমাল[৪] নামে অভিহিত হইয়াছে। অতঃপর ইহা সোজা দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়া এফরাইম[৫] নাম ধারণপূর্বক উন্নত শিরে দণ্ডায়মান হইয়াছে। এই পর্বত-শাখায় মুরিয়া গিরি অবস্থিত। এই মুরিয়ার[৬] উপরই হযরত

১. ইহার পূর্বাংশের শাখার নাম হরমুন।

এই বিশালায়তনগিরি কোন কোন স্থলে ৯০০০ সহস্র ফিট হইতে ১১০০০ একাদশ সহস্র ফিট উচ্চ। ইহার সুউচ্চ শৃঙ্গসমূহ সর্বদাই তুষারাবৃত থাকে।

২. এই জল-আদ পর্বত-গহবর হইতে বলসান নামে এক প্রকার তৈল বহির্গত হইত এবং দেশ বিদেশে রপ্তানী হইত।

৩. শাইরের একটি শৃঙ্গের নাম কোহেনুর। এই স্থানে হযরত হারুন (আ.) ইন্তেকাল করেন।

৪. কারমাল অর্থ—নন্দন-কানন। তরুলতা গুল্মাদিতে এই স্থানের দৃশ্য অতি মনোরম ও চিত্ত বিমোহন। বিবিধ ফল-পুষ্পে পরিবেষ্টিত ও পরিশোভিত বলিয়াই এই রমণীয় স্থানের নাম হইয়াছে 'কারমাল'।

৫. এফরাইম ব্যতীত ইহাকে ঈহুদীয়াও বলা হয়।

৬. ভূমধ্যসাগরের উপরিস্থিত পর্বতশৃঙ্গের উপর হযরত ইলয়াস (আ.) বা'আল নামক দেবতার উপাসকগণের সহিত সংগ্রাম করিয়াছিলেন। এই শৃঙ্গ শতুর গিরির মধ্যস্থিত সাগরোপকূল হইতে এ্যারুন (জর্ডান) সাগর পর্যন্ত স্থানকে ওয়াদিয়ে ইজারাইল (উপত্যকা বিশেষ) বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। দীর্ঘতায় ইহা ১৪ ক্রোশ; প্রস্থে ৬ ক্রোশ।

সুলায়মান (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাস (মসজিদে আকসা) বা হায়কাল (গির্জা) ও জন-নগর নির্মাণ করেন।[১] এই বিরাট নগর মুরিয়া, সায়হুন, আকরা, বজিতাহা নামক পর্বত চতুষ্টয়ের উপর সংস্থাপিত। এই স্থানের আদিম অধিবাসীর নাম ছিল ওগমুরী। তাহার নামানুসারেই এই নগরের নাম মুরিয়া হইয়াছে।[২]

বিশ্ববিখ্যাত জেরুসালেম ভূমধ্যসাগরের ৩২ মাইল পূর্বদিকে এবং সাগরপৃষ্ঠ হইতে ২,৫৩৮ ফিট উচ্চে প্রতিষ্ঠিত। নগরের পূর্ব দিকে ১৮ মাইল ব্যবধানে জরদান হ্রদ[৩] (এ্যারুন) অবস্থিত। জেরুসালেম হইতে হাবরুন নগর ২০। ১২ মাইল দক্ষিণে; সামেরিয়া নগর ৩৬ মাইল উত্তরে। জেরুসালেম দামাশকাস হইতে ১২০ মাইল পূর্ব-উত্তর কোণে এবং বাগদাদ শহর হইতে ৪৫০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। হযরত ইয়াকুব (আ.)-এর বাসস্থান নাবলান নগর জেরুসালেম হইতে ৩৩ মাইল উত্তরে বিরাজিত। বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণার্থে কাষ্ঠাদি জাফা বন্দর হইতে সরবরাহ করা হইয়াছিল। এই জাফা বন্দর জেরুসালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ৬২ মাইল দূরে অবস্থিত। হযরত ঈসা (আ.)-র মিসর পরিত্যাগের পরবর্তী বাসস্থান নাসারা নগরী[৪] ইহার ৭০ মাইল উত্তরে এবং তাঁহার

---

১. মুরিয়ার অনতিদূরে অপর একটি পর্বতের আংশিক নাম জুরজিল। বনী ইসরাইল সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া সামেরীয় সম্প্রদায় এই জুরজিলের উপর আর একটি হায়কাল প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।

২. মুরিয়া সায়হুন নামেও অভিহিত হইতে দেখা যায়। এক সময় সায়হুন নামক জনৈক সম্রাট ইহার অধিকারী ছিলেন বলিয়া ইহা সায়হুন নামেও বিশ্রুত হইয়াছিল।

৩. ভারতের গঙ্গাজল যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের নিকট অতি পবিত্র; খৃস্টান জাতির সমীপেও এই জরদান হ্রদের পানি তেমনি সম্মান আদরের সামগ্রী। তীর্থে আসিয়া খৃস্টানগণ সাগ্রহে এই পানি লইয়া থাকেন।

৪. এই নগরের নামানুযায়ী হযরত ঈসার শিষ্যমণ্ডলী 'নাসারা' নামে অভিহিত হইয়াছে।

জন্মস্থান বায়তুল হাম দক্ষিণে (আনুমানিক) ৪ মাইল দূরে অবস্থিত। প্রসিদ্ধ মিসর প্রদেশ জেরুসালেমের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে প্রায় ২৬০ মাইল এবং খাতামাননাবী হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জন্মভূমি ইতিহাস প্রসিদ্ধ মদীনা নগরী প্রায় ৬০০ শত মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। হযরত ইবরাহীম (আ.) এবং ইয়াকুব (আ.) প্রমুখ প্রেরিত পুরুষের মাযার শরীফ মকফিলা জেরুসালেম হইতে ২০ মাইল দূরবর্তী। পরবর্তীকালে ইহা খলিল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া এক সুন্দর নগরে পরিণত হয়।

প্যালেস্টাইন প্রদেশ মহামান্য তুরস্ক সুলতানের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। এদেশের অধিবাসী প্রধানত মুসলমান, য়াহুদী, খৃস্টান এবং আরমানী, কিন্তু মুসলমানের সংখ্যাই অত্যধিক। আবহমান কাল হইতে ইহাদের নিকট আরবী ভাষাই মাতৃভাষারূপে প্রচলিত। এই প্রদেশ শাসনার্থে তুরস্কের মহামান্য সুলতান কর্তৃক একজন পাশা (গভর্নর) নিযুক্ত হইতেন।[১]

জেরুসালেমের অনতিদূরে পূর্বদিকে জয়তুন নামে একটি গিরি আছে। উহার নিভৃত গুহায় হযরত ঈসা নৈশ উপাসনা করিতেন এবং এখান হইতেই তাঁহাকে য়াহুদীগণ আবদ্ধ করত প্লাটুসের (বলাতুস) সন্নিকটে লইয়া গিয়াছিল। জয়তুন পর্বত ও জেরুসালেমের মধ্যস্থল দিয়া কেদরোন নামে এক জল প্রণালী (নালা) প্রবাহিত হইয়াছে। বর্ষার সময় ইহার জলে দুই কুল ভাসাইয়া দেয়, কিন্তু গ্রীষ্মের ছয় মাস ইহা বিশুষ্ক অবস্থায় থাকে। এই জয়তুনের পশ্চিম প্রান্তের শেষাংশের উপর (নগরের অতি সন্নিকটে) গাত সমন নামে একটি মনোরম সুদৃশ্য বাগান অবস্থিত ছিল এবং পর্বতের নিম্নস্তরে বয়তে-আয়াল ও বয়তে কাগা নামক দুইটি পল্লীগ্রামও ছিল।

---

১. সেকালে ভারতবর্ষের ও বিভিন্ন দেশীয় যাত্রী ও পরিব্রাজকগণ জেরুসালেম হইতে মিসরস্থ সুয়েজ বন্দরে জাহাজারোহণ করত ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কোন এক বন্দরে অবতরণ করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে ১২ ঘণ্টায় জেরুসালেমে উপনীত হওয়া যেত।

যাতায়াতের উষ্ট্র ও অশ্বযান প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যায়। জাফা বন্দর হইতে জেরুসালেম পর্যন্ত রেলওয়ে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়।

খৃস্টান পাদরীদিগের "আলকেতারের" ১৫ ও ১৬ পৃষ্ঠায় (রোমান, মির্জাপুর ; ১৮৬০ খৃস্টাব্দ) লিখিত আছে ঃ "মালিক সেদ্‌ক[১] নামক জনৈক নরপতি জেরুসালেমের আদি প্রতিষ্ঠাতা।" ইনি সালেম রাজ্যের রাজা ছিলেন।" সাধারণত অনেকেই মনে করেন যে, প্রকৃতপক্ষে পূর্বে জেরুসালেম 'সালেম" নামেই অভিহিত হইত। নগর প্রতিষ্ঠার ১১০ একশত বৎসর পরে এ্যাবুসি নামক এক জাতি এই নগর অধিকার করিয়া উহার কলেবর বৃদ্ধি করে এবং এক প্রকাণ্ড নগর বেষ্টনী প্রাচীর নির্মাণ করে। তাহারা সায়হুন পর্বতের উপর একটি দুর্গও প্রস্তুত করে। ইহাদের অবস্থিতির সময় এ্যাবুস জাতি নগরের পূর্ব নাম পরিবর্জন করিয়া তাহাদের বংশের নামানুসারেই ইহার এ্যাবুস নামকরণ করে। সম্ভবত এই নাম তৎপূর্ব নামের সহিত সংযুক্ত হইয়া "এ্যাবুসালেম" এই অভিনব নামে পরিণত হয়। তাহা আবার ক্রমশ 'এ্যাবুসালেমে' রূপান্তরিত হইয়া 'এ্যারুসালেমে' এবং তৎপর 'জেরুসালেমে' পরিণত হয়।

'ইজাদে হয়া এ্যাগুর'[২] নামক গ্রন্থের ১৬শ অধ্যায়ের ৯১ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে ঃ "সম্রাট এ্যাগু যখন কান-আন প্রদেশ আক্রমণ করেন, তখন জেরুসালেমের নরপতিকেও সংবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হয়। এই সময় হইতে হযরত দাউদ (আ.)-এর সময় পর্যন্ত য়াহুদী ও এ্যাবুসি সম্প্রদায়দ্বয় পরস্পর সখ্য ও প্রীতির সহিত বন্ধুভাবে একত্রবাস করিতেছিল।" আর এক স্থানে দেখা যায় ঃ "নরপতি এ্যাগু জেরুসালেম নগর নিজের অধিকারভুক্ত করিয়া বনয়ামীন জাতিকে প্রদান করেন। জেরুসালেম য়াহুদিগণের বাসভূমির অতি নিকটবর্তী ছিল বলিয়াই সম্রাট এ্যাগু তাহা বনয়ামীন জাতির হাতে অর্পণ করেন।" য়াহুদিগণ ক্রমশ দুইবার আক্রমণ করিয়া এই নগর তাহাদের অধীন করিতে সক্ষম হয়। এইরূপ বিবিধ কারণ পরম্পরায় জেরুসালেমকে কখন বনয়ামীনের কখন বা য়াহুদীদিগের অধীনতাপাশে আবদ্ধ দেখা যায়। অতঃপর বিশ্বস্রষ্টা যখন মন্দির স্থাপনোদ্দেশে এই নগর মনোনীত করেন, তখন ইহা আর কোনও ব্যক্তি বা জাতি বিশেষের অধীনতা পাশে আবদ্ধ ছিল না, বরং ইহা দ্বাদশটি জাতির রাজধানী বলিয়া নির্দিষ্ট ছিল।

---

১. এই উক্তি—কিতাবে পয়দায়েশের ১৪শ বাব হইতে ১৮শ বাব পর্যন্ত দ্রষ্টব্য।

২. ইহা সম্রাট এ্যাগুরের জীবনীগ্রন্থ।

ইহাও কথিত আছে যে, তখন এই নগর পৃথিবীর যাবতীয় জাতিরই যক্তে পরিণত হইয়াছিল। তদধিবাসিগণ স্ব স্ব আবাস গৃহকেও তাহাদের নিজস্ব বলিতে পারিত না। পর্ব বা উৎসবাদি উপলক্ষে নগরবাসিগণ বিদেশীয় যাত্রীদিগকে স্বীয় স্বীয় কুটীরে বিনা ভাড়ায় বাস করিতে দিয়া যথাসম্ভব তাহাদের সুখ সচ্ছন্দতার প্রতি বিশেষ মনোনিবেশ করিত।

পৃথিবীর সমুদয় দেশের য়াহূদিগণ প্রতি বৎসর তিনটি পর্বোপলক্ষে জেরুসালেমে উপনীত হইত। সেই তিনটি পর্ব এই :

১ম—ঈদে ফাসাহ। এই উৎসব দুর্দান্ত সম্রাট ফিরআউনের (ফেরাউন) নিদারুণ নির্যাতন-কবল হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির স্মরণোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হইত।

২য়—ইদেখীমা। বনী ইসরাইলগণ মিসর হইতে বিতাড়িত হইয়া ৪০ বৎসর পর্যন্ত মরুভূমির উন্মুক্ত মাঠে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাহারই স্মরণার্থ ইহার অনুষ্ঠান হইত।

৩য়—ঈদে পন্তকুস্ট। ইহা গ্রীক (ইউনানী) শব্দ, অর্থ পঞ্চাশৎ। নির্বাসিত বনী ইসরাইল সম্প্রদায় দিগ্ভ্রান্ত হইয়া প্রথমে কোহেসীনা পর্বতে আগমন করে; পরে তথা হইতে কেন-আন গমনের পথ প্রাপ্ত হয়। ইহা তাহারই স্মরণোৎসব।

ধর্মগত প্রাণ মুসলিমগণ যেরূপ পবিত্র হজব্রত উদযাপনার্থে ছুটিয়া গিয়া পুণ্যতীর্থ মক্কাধামে একত্রীভূত হয়, সেইরূপ সহস্র সহস্র য়াহূদী যাত্রীও এই তিনটি পর্ব উপলক্ষে জেরুসালেমে সমবেত হইত।

বনী ইসরাইল সম্প্রদায় মিসর হইতে নির্বাসিত হইয়া কেন-আন প্রদেশে বাস করিবার সময় এই জেরুসালেম নগরের আবাদ আরম্ভ করে; কিন্তু হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সুলায়মান (আ.)-এর নিবাস সময়ে নগরের বিশেষ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। তাৎকালিক নগর-প্রাচীর উহার গম্বুজ ও সিংহদ্বার অত্যন্ত ভয়াবহ এবং সুদৃশ্য কারুকার্য খচিত ছিল।

হযরত দাউদ ও হযরত সুলায়মানের পূর্বে এই নগর পবিত্র ও মাহাত্ম্য-পূর্ণ বলিয়া সম্মানিত ছিল। য়াহূদী ও খৃস্টানগণের বিশ্বাস মতে হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর প্রিয় পুত্র হযরত ইসহাক (আ.)-কে কুরবানী[১] করি বার

১. আল্লাহর উদ্দেশে উৎসর্গ করাকে 'কুরবানী' বলে।

নির্মিত এই স্থানে আনা হইয়াছিল। এখানেই হযরত ইয়াকুব (আ.) স্বপ্ন যোগে পরওয়ারদিগারের দিদার লাভ করিয়াছিলেন।[১] এই স্থানেই হযরত সুলায়মান (আ.) বায়তুল মুকাদ্দাস বা হায়কাল নির্মাণ করেন। এই মস-জিদ সহস্র সহস্র প্রেরিত পুরুষ (পয়গাম্বর) কর্তৃক কিবলা এবং তীর্থপীঠ বলিয়া চিহ্নিত এই নগর বহু ভাবধারী পয়গাম্বর মহাপুরুষগণের পবিত্র সমাধি পরম্পরায় মাহাত্মপূর্ণ ও পুণ্যময়। খৃস্টান ও য়াহুদীগণ এই নগরের ওয়াদিয়ে য়্যাহু শাফাতে (মাঠ বিশেষ) সমাধিস্থ হওয়া মহাপরিত্রাণের একমাত্র কারণ বলিয়া মনে করেন। সর্বশেষ রসূল হযরত মুহাম্মদ (স.) বহুদিন পর্যন্ত এই বায়তুল মুকাদ্দাসাভিমুখী হইয়া নামায পড়িয়াছেন এবং মিরাজের রজনীতে প্রথমে এই বায়তুল মুকাদ্দাসে উপনীত হইয়া নামায পড়েন। এই পুণ্যময় ও পবিত্র নগর বহুবার বহু অত্যাচারী রাজা ও সম্রাট হস্তে বিধ্বস্ত লুণ্ঠিত ও উৎসন্ন হইয়া পুনঃ পুনঃ পুনর্নির্মিত হইয়াছে এবং এখনও সগৌরবে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে।

১৫৩৪ খৃস্টাব্দে তুরস্কের সুলতান কর্তৃক বর্তমান জেরুসালেমের নগর প্রাচীর (শহর-পানা) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল. ইহার পরিধি ২½ মাইল। জোসেফ (ইউসুফাস যোরেখ) নামক প্রখ্যাত ঐতিহাসিকের সময় নগরের পরিধি[২] ৪ মাইল ছিল এবং উপর্যপুরি তিনটি প্রাচীর দ্বারা নগর সংরক্ষিত ও পরিবেষ্টিত ছিল। এই প্রাচীরত্রয়ের উপর যথাক্রমে ৬০, ৪০ ও ৬৬টি করিয়া সুন্দর সুন্দর গম্বুজ বা প্রাচীর চূড়া বিনির্মিত হইয়াছিল। বর্তমান জেরুসালেমের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ইহা যে পুরাতন বৃত্তির উপর সংস্থাপিত হইয়াছে তাহা সহজেই অনুমিত হয়। কিন্তু নগরের চতুর্দিকে এত পতিত ভূমি নিপতিত রহিয়াছে যে, তাহা দেখিলে নগরের আয়তন পূর্বাপেক্ষা অনেক ছোট করা হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান হয়। সায়হুন পর্বতের অর্ধাংশ ইতিপূর্বে নগর-গর্ভে পরিণত ছিল, বর্তমানে তাহা নগরের বহির্ভাগে পতিত দেখা যায়। আধুনিক নগর প্রাচীর চতুষ্টয় অতিশয় উচ্চ, তাহাদের উপর প্রস্তর নির্মিত চূড়াকৃত টিলাসমূহ প্রস্তুত করা হইয়াছে এবং

---

১. বিশেষত এইজন্যই এই নগরের এক নাম 'বয়তেইল (আল্লাহ্‌র গৃহ) বলিয়া খ্যাত।

২. ইহা হযরত ঈসার সমবর্তী সময়ের কথা।

স্থানে স্থানে গম্বুজ ও তোপাদি স্থাপন করিবার "মরুচাবন্দি" (মঞ্চ) প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।[১]

নগরের সপ্ততি তোরণদ্বার। দুইটি উত্তর দিকে, একটি পূর্ব দিকে দুইটি দক্ষিণ ভাগে এবং অবশিষ্ট দুইটি পশ্চিমে স্থাপিত। নগরের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড় তিনটি রাজপথ বিদ্যমান ঃ

একটি—দামস্ক নামক, নগরের মধ্যস্থল দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ সীমা পর্যন্ত বিস্তৃত।

দ্বিতীয়টি—গৌকুল কবীর নাম ধারণপূর্বক পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত।

তৃতীয়টি—গমখার (সম-দুঃখীর) রাজপথ নামে বিশ্রুত। এই পথ দিয়া য়াহুদীগণ হযরত ঈসাকে শূলে চড়াইবার নিমিত্ত লইয়া গিয়াছিল বলিয়া ইহার এরূপ নামকরণ হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত ছোট ছোট আরো সাতটি গলি বা মহল্লা ছিল। সেইগুলি নিম্নলিখিত নামে অভিহিত হইত ঃ

১ম—মুসলমানের গলি।

২য়—খৃস্টান গলি।

৩য়—য়াহুদী গলি।

৪র্থ—আরমানী গলি।

৫ম—জাহেরা গলি।

৬ষ্ঠ—মাগরিবের গলি।

৭ম—বাবেহত গলি।

পাদরী চার্লস টবল এম. এ বলেন ঃ

"...১৮৬৭ খৃস্টাব্দের আগস্ট মাসের শেষ ভাগে লেফটেন্যান্ট ওয়ারেন জেরুসালেম পরিদর্শন মানসে গিয়াছিলেন। তিনি চাক্ষুষ দর্শনে এইরূপ লিখিয়াছেন—"নগর প্রাচীর পূর্বদিকে ২৮০০ ফিট, উত্তর দিকে ৩৮০০ ফিট, পশ্চিম দিকে ২৫৫০ ফিট এবং দক্ষিণে ৩৩৫০ ফিট—মোট ১২,৩০০ বর্গ ফিট দীর্ঘ।

---

১. ইহা বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের বিবরণ। বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে আসিয়া জেরুসালেম নগরীর কিছুটা বর্ধিত রূপ প্রাপ্ত হইয়াছে।
—সম্পাদক

খৃস্টানদের গ্রন্থে এই নগরের ক্ষুদ্র বৃহৎ ৩১ একত্রিংশটি স্থান প্রসিদ্ধ বলিয়া বর্ণিত আছে। যথা: প্রথম—বায়তুল লহমের তোরণদ্বার, দ্বিতীয় দামস্কের তোরণ, তৃতীয়—ইব্রাহীমের ফটক, চতুর্থ—মুকাদ্দাসে এস্তিফানের তোরণ, পঞ্চম—সুহাঁম্না-দ্বার, (ইহা অর্গলবদ্ধ), ষষ্ঠ—মসজিদে আকসার তোরণ-দ্বার, সপ্তম—গলীজের ফটক, অষ্টম-সায়হুনের দ্বার, নবম—আরমানী আশ্রম, দশম—পেসিস্সের দুর্গ, একাদশ—বেস্তে সবয়ের আশ্রম, দ্বাদশ—হাজী মস্তুরার আশ্রম, ত্রয়োদশ-লাতিনীয় (গ্রীক) আশ্রম, চতুর্দশ—আশ্রম-বাড়ী, পঞ্চদশ—গোরস্থানের গির্জা, ষোড়শ—হেরোদিসের নিকেতন, সপ্তদশ—মুকাদ্দাসে এস্তার মসজিদ, অষ্টাদশ—প্লাটুসের (পালাতুসের) আবাসগৃহ, ঊনবিংশ—বয়তে হাসাদার আশ্রম, বিংশ—হারম (মসজিদের অলিন্দ বা-বারান্দা) শরীফ, (ক) হযরত সুলায়মানের সিংহাসন (খ) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সিংহাসন[১] (গ) হযরত ঈসার অন্দক-দ্বার, একবিংশ—সাখরা, দ্বাবিংশ—মসজিদে আকসা, ত্রয়োবিংশ—চকবাজার, চতুর্বিংশ—অন্নাসের বাসভবন, পঞ্চবিংশ—য়াহুদীদিগের ভজন-মন্দির, ষড়বিংশ—জেরুসালেমের শাসনকর্তার প্রাসাদ, সপ্তবিংশ—কেয়াফার আবাসগৃহ, অষ্টবিংশ—হযরত দাউদের সমাধি-সৌধ, ঊনত্রিংশ—সর্বসাধারণের গোরস্থান, ত্রিংশ—পাদশাহার প্রাসাদ এবং একত্রিংশ—সুলতানের আশ্রম।

এই নগরে প্রায় ৩০০০ ত্রিশ সহস্র লোকের বাস। অধিবাসীর সংখ্যায় মুসলমানই অধিক, মুসলমান হইতে য়াহুদীরা সংখ্যায় ন্যূন, আবার য়াহুদী হইতে খৃস্টানগণ কম এবং আরমানীগণ খৃস্টান হইতেও অল্প। মুসলমান সম্প্রদায়ের বাসস্থান মসজিদের চারিপার্শ্বে; খৃস্টানগণ দিক্‌বিদিকে ও গির্জার সন্নিকটে বাস করে এবং য়াহুদীগণ সায়হুন গিরি পরিবেষ্টন করিয়া অবস্থিতি করে।[২]

এই নগর মধ্যে লাতিনী ও আরমানী নামে দুইটি আশ্রম সমধিক প্রসিদ্ধ।

---

১. অজ্ঞ লোকের ধারণা—পরকালে হযরত এই সিংহাসনে বসিয়া বিচার করিবেন।

২. এই নগরে য়াহুদী সম্প্রদায়ের বহু বিধবা বাস করে। ইহারা পবিত্র জেরুসালেমকেই আপন আপন জীবিকা নির্বাহের একমাত্র স্থান বলিয়া বিবেচনা করে।

নগরের উত্তর-পশ্চিম-কোণে লাটিনী এবং দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে আরমানী অতিথিশালা অবস্থিত। আরমানী আশ্রমটিতে সহস্র লোকের বাসোপযোগী স্থানের বন্দোবস্ত আছে। আরমানীদিগের একটি গির্জা অতি উচ্চ ও প্রশস্তায়তন। উহাতে উপাসনোপযোগী এত অধিক বহুমূল্য সামগ্রী আছে যে, সমগ্র পৃথিবীতেও তৎসমদর্শ পাওয়া দুষ্কর।[১]

এই নগরের দক্ষিণদিকে সেলুআমের একটি পুষ্করিণী আছে; উহার গভীরতা ২৪ ফিট।

জেরুসালেম নগরে পরলোকগতা ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া ও জার্মান সম্রাট একযোগে ইংলণ্ডের কালিসা (Kalisa) গির্জার ন্যায় এক বিরাটায়তন অভিনব গির্জা নির্মাণের আয়োজন করিয়াছিলেন। গির্জার জন্য তুরস্কের মহামান্য সুলতান তদুপযোগী ভূমিও প্রদান করিয়াছিলেন গির্জার ভিত্তি স্থাপিত হওয়ার পর লাটিনী, আরমানী এবং গ্রীকদিগের মধ্যে তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ উপস্থিত হয়। তজ্জন্য এখনও উহার কার্য সম্পূর্ণ হয় নাই।

জেরুসালেমের পূর্বদিকে দেড় কি দুই মাইল ব্যবধানে এহু শাফাত নামে একটি বিস্তৃত উপত্যকা বিরাজিত। এহু-শাফাতের অর্থ (আল্লাহ্) আদালত। এইজন্য য়াহূদী ও সর্বসাধারণ খৃস্টান এবং মুসলমানদিগের বিশ্বাস যে, প্রলয়ের শেষে এই স্থানে আল্লাহ্ তাঁহার সৃষ্ট জীব-জন্তুর বিচার করিবেন। এই নিমিত্তই য়াহূদী সম্প্রদায় এই মাঠে সমাধিস্থ হওয়াকে পরকালের মহা-পরিত্রাণের অন্যতম কারণ বলিয়া প্রতীতি করেন। এই উপত্যকার সন্নিকটে শাহাজাদা (যুবরাজ) আকি সলুমের স্তম্ভ ব্যতীত আরও কতিপয় উচ্চ বিশালায়তন স্তম্ভ বিদ্যমান রহিয়াছে। উহার নিকটে অপর কয়েকটি স্তম্ভ জীর্ণশীর্ণ এবং বিধ্বস্তাবস্থায় নিপতিত রহিয়াছে।

জেরুসালেমের দক্ষিণ দিকে গিহুম নামে আর একটি উপত্যকা আছে।[২] যুখিয়া (ইউসিয়াহ্) নামক সম্রাটের পূর্বে য়াহূদীগণ মালিক নামে একটি পিত্তলনির্মিত প্রতিমার পূজা করিত। এই বিগ্রহের আকৃতি গরুর ন্যায় ছিল; কিন্তু উহার নির্মাণ-কৌশলে অপূর্ব চাতুরী প্রকাশিত ছিল। বিগ্রহটি এমনই ভাবে নির্মিত ছিল যে, দেখিলে বোধ হইত যেন, উহা তাহার উন্মুক্ত

---

১. আরমানী ও লাটিনী সম্প্রদায়ের মধ্যে সময়ে সময়ে বিশেষ বিরোধ বাধিয়া উঠে।

২. 'গিহুম' শব্দের অর্থ জাহান্নাম বা নরককুণ্ড।

উপাসকদিগকে বুকে টানিয়া লইবার জন্যই সাদরাগ্রহে ও ব্যাকুলচিত্তে হস্ত প্রসারণ করিয়া রহিয়াছে। য়াহুদীগণ উক্ত প্রতিমাকে [১] অগ্নিতাপে উত্তপ্ত করিয়া আপন আপন সন্তান-সন্ততিদিগকে উহার কোলে রাখিয়া দিত। হতভাগ্য শিশুগুলি অগ্নির তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া মর্মভেদী করুণ আর্তনাদ করিয়া উঠিলে পাছে কাহারও হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হয়, এই ভয়ে সে সময়ে তাহারা ঢাক ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র বাজাইয়া তুমুল কোলাহল সৃষ্টি করিত। য়াহুদীগণের এরূপ বীভৎস কার্যের ফলে তৎকালে এই উপত্যকার নাম হইয়াছিল ওয়াদিয়ে তক – অর্থাৎ ঢোলের মাঠ।

অতঃপর য়াহুদীগণ বাবল রাজ্যের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হইলে তিনি তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম অত্যন্ত ঘৃণার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। তাহাতেই য়াহুদীগণ আপনাদের পূর্বাচরিত পদ্ধতি পরিবর্জন করিতে বাধ্য হয়। তখন হইতে এই মাঠে নগরের আবর্জনারাশি ও মলমূত্রাদি পরিত্যক্ত হইতে থাকে। উহাতে প্রতিবৎসর এত আবর্জনা নিপতিত হইত যে, একবার অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলে উহা সর্বদাই দাবানলের ন্যায় জ্বলিতে আরম্ভ করিত। এই হইতে এই মাঠও 'গিহুম' (জাহান্নাম) নামে অভিহিত হইতে থাকে। উহা অদ্যাপি এই নামেই প্রসিদ্ধ রহিয়াছে।

মুসলমান সম্প্রদায় উপরোক্ত গির্জা ব্যতীত জেরুসালেমের সমস্ত পবিত্র স্থানকেই ভক্তি ও মান্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদের এরূপ করিবার কারণ এই যে, হযরত ঈসার শূলারোহণ এবং তাহাতে তদীয় প্রাণবিনাশ ঘটনারাজি মুসলিম সম্প্রদায় স্বীকার করেন না। মুসলমানের ধর্মগ্রন্থাদিতে আছে যে, য়াহুদীগণ হযরত ঈসাকে শূলে বিদ্ধ করিবার জন্য ধৃত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে সেই সময় আল্লাহ্ উপর উঠাইয়া নিয়া যান এবং অদ্যাবধি তিনি চতুর্থ আকাশে জীবিত রহিয়াছেন। য়াহুদীদিগের

---

১. কালান্তীগণ যখন ওয়াজুন নামক বিগ্রহের পূজা করিতেছিল, সে সময় য়াহুদীগণও তাহাদের অনুকরণে এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করে। য়াহুদীরা এই প্রতিমাটিকে মঙ্গলগ্রহ মনে করিয়া পূজা করিত। 'ওয়াজুনের' অবয়ব মৎস্যের ন্যায় এবং হস্তপদ মনুষ্যের ন্যায় ছিল। দৃঢ় নিষেধ সত্ত্বেও বনী-ইসরাইল সম্প্রদায়ও ইহাদের সহবাসে মূর্তিপূজা করিতে আরম্ভ করে।

অলক্ষ্যে হযরত ঈসা (আ.) চতুর্থ আকাশে আরোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, তাঁহারই আকৃতি বিশিষ্ট ইস্কর ইউতি নামক জনৈক ব্যক্তিকে য়াহূদীগণ ভ্রমবশত শূলে চড়াইয়া হত্যা সাধন পূর্বক সমাধিস্থ করে।

হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠিত মসজিদে আক্‌সা

হিজরী ১৫ অব্দে (৬৩৬ খৃ.) মদীনার দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর ফারুক (রা.) জেরুসালেম অধিকারপূর্বক তথায় মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রার্থনার জন্য একটি মস্‌জিদ প্রতিষ্ঠার সংকল্প করিয়া নগরের শাসন-কর্তা বিত্রিককে উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিতে আদেশ করেন। বিত্রিক হযরত সুলায়মান-নির্মিত হায়কাল নামক ধর্মমন্দিরের শূন্য স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। হযরত উমর উক্ত পবিত্র স্থানেই বিরাট মসজিদের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। মস্‌জিদের চতুষ্পার্শ্বের স্থানগুলিও মসজিদের বারান্দা (হারাম) মধ্যে পরিগণিত।[১]

ক্রুসেড যুদ্ধের পর হইতে এই মসজিদে আক্‌সায় কোন খৃস্টানের প্রবেশাধিকার নাই। ডাক্তার রিচার্ডসন্ নামক জনৈক বিখ্যাত ইংরেজ চিকিৎসা ব্যাপদেশে মস্‌জিদের ইমামের (খতিব) সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া তিনবার মস্‌জিদের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিয়াছিলেন। তিনি সেই সুযোগে মস্‌জিদের অভ্যন্তর-দেশের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "বারান্দার দৈর্ঘ্য, মস্‌জিদের 'মিহরাব' (অর্ধ গোলাকার খিলান) হইতে বাবুস সালাম (দ্বার বিশেষ) পর্যন্ত ১৮৯৯ ফিট এবং তাহার বিস্তার ১৯৫ ফিট। এই সীমার মধ্যে কমলালেবু ও জয়তুন প্রভৃতির কতিপয় সুন্দর সুন্দর বৃক্ষ আছে। উহার মধ্যস্থলে আবার সুদৃঢ় মর্মর প্রস্তরের এক সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত। ইহার পরিমাণ ৪৫০ ফিট এবং চতুর্দিকের সমতল ভূমি হইতে ১২—১৫ ফিট উচ্চে স্থাপিত। উহাতে আরোহণ জন্য চারিপার্শ্বেই সুন্দর-নয়ন-রঞ্জন-সোপান-পংক্তি বিন্যস্ত আছে। যথা—পশ্চিমে তিনটি, উত্তরে দুইটি, পূর্বদিকে একটি মাত্র। প্রত্যেকটি সোপানের সঙ্গে এক-একটি অতি সুদৃশ্য ও নয়নাভিরাম মিহ্‌রাব সন্নিবিষ্ট আছে। সিংহাসনটি ঈষৎ নীল এবং শ্বেতবর্ণ মর্মর প্রস্তরের নির্মিত। কতিপয় প্রস্তর বহু প্রাচীন কালের বলিয়া

১. উমাইয়া খলীফা আবদুল মালিকের সময় মস্‌জিদে সাখ্‌রা নির্মিত হয়।

অনুমিত হয়। উহাদের উপরিভাগ বিবিধ কারুকার্য খচিত।[১] সিংহাসনের পার্শ্বে অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ আছে। এই সমুদয় প্রকোষ্ঠে মসজিদের মুয়াযযিন,[২] ইমাম (খতিব) ও সেবাইত (খাদেম)-গণ এবং অতিথি অভ্যাগত ও মসজিদের আসবাবাদি থাকে।

এই সিংহাসনের মধ্যভাগে একটি অত্যধিক সুন্দর মসজিদ অবস্থিত আছে; তাহাই মসজিদে সাখরা নামে অভিহিত হয়। উহার মধ্যস্থলে একটি প্রস্তর সন্নিবিষ্ট আছে বলিয়াই উহা 'সাখরা' নামে আখ্যাত হইয়াছে।[৩] একবার এই প্রস্তরখণ্ড আকাশমার্গে উত্থিত হইতেছিল, কিন্তু ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ হযরত জিবরাঈল (আ.) হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর সময় পর্যন্ত উহা স্বহস্তে প্রতিরোধ করিয়া রাখেন। অতঃপর হযরত ইহাকে মহপ্রলয় পর্যন্ত এই স্থানে সংস্থাপিত রাখিয়াছেন।[৪]

এই মসজিদ অষ্টভুজ বিশিষ্ট। ইহার প্রত্যেক ভুজ ৬০ ফিট। ইহার দ্বার চতুষ্টয় এই ঃ

১ম—বাবুল গরবী (পশ্চিম-দ্বার)।

২য়—বাবুশ্ শরকী (পূর্ব-দ্বার)।

৩য়—বাবুল কিব্‌লা (কিবলা-দ্বার)।

৪র্থ—বাবুল জান্নাত (বেহেশত-দ্বার)।

প্রথম-দ্বার মর্মর নির্মিত। মসজিদ-প্রাচীরের প্রস্তরদৃষ্টে বোধ হয়, ইহা হায়কালের প্রস্তর। প্রত্যেক প্রাচীরই মনোরম-চিত্ত-বিনোদন। একটি

---

১. এই প্রস্তরগুলি কোনও পুরাতন প্রাচীরের হইবে।

২. নামাযের পূর্বে আহবানকারী বা আযানদাতা।

৩. কথিত আছে—আদি প্রেরিত মহাপুরুষের আবির্ভাব সময়ে আকাশ হইতে এই শিলা-খণ্ড মর্তভূমে পতিত হইয়াছিল। তদবধি উহা এই স্থানে বর্তমান আছে। এই প্রস্তরখণ্ডের নাম সাখ্‌রা। বলা বাহুল্য, এই জন্য মসজিদও এই নামে পরিচিত।

৪. উক্ত আছে যে, পূর্বে ভাববাদী মহাপুরুষগণ এই প্রস্তরের উপর উপবেশন করিয়াই আপনাদের প্রেরিতত্ব প্রকাশ করিতেন (কিন্তু ইহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না)।

প্রাচীরের শিলা-খণ্ডগুলি চতুষ্কোণ। অপর প্রাচীরের প্রস্তরসমূহ শ্বেত মর্মরের, কিন্তু চিত্ত-রঞ্জনের জন্য ইহার স্থানে স্থানে ঈষৎ নীল প্রস্তরও সংলগ্ন করা হইয়াছে। এই অংশে কোন বাতায়ন নাই, কিন্তু উপরাংশের প্রতিভুজে ৬০টি হিসাবে উক্ত গবাক্ষ সন্নিবেশিত আছে। মর্মর প্রস্তরের পরিবর্তে মসজিদের এই অংশ রঙ্গিন ইষ্টক দ্বারা গঠিত। ইহার চারিদিকে পবিত্র কুরআন-শরীফের প্রবচন (আয়াত)-সমূহ সুন্দর সুন্দর ও বড় বড় অক্ষরে লিখিত রহিয়াছে। ইহা এত সুন্দর যে, ডাক্তার "রিচার্ডসন্ আশ্চর্যান্বিত হইয়া বলিয়াছেন যে, "আমি এই সুদৃশ্য প্রাসাদগুলি দর্শনে এতই প্রীত ও আনন্দানুভব করিয়াছি যে, আর কোথাও এমন সুন্দর প্রাসাদাবলী আমার দৃষ্টিগোচর হয় নাই।"

মসজিদে এই 'সাখ্রা' নামক প্রস্তরখণ্ড ব্যতীত আরও কয়েকটি পবিত্র জিনিস আছে। মুসলমানগণ তৎসমুদয়কে উপাদেয় জ্ঞানে ভক্তি করেন।[১]

একটি সিন্দুকও এই স্থানে আছে। উহার ভিতরে হস্ত প্রবিষ্ট হইতে পারে, এমত একটি ছিদ্র আছে।[২]

এতদ্ব্যতীত এ স্থানে চৌদ্দ ফিট পরিমিত ও অষ্টাদশ ছিদ্র বিশিষ্ট আর একটি সবুজ বর্ণ প্রস্তর আছে। বর্ণিত আছে যে, ইহার এক-একটি ছিদ্র এক-এক যুগ অতীত হইলে অদৃশ্য হইয়া যায়। এইরূপে সাড়ে চৌদ্দটি ছিদ্র বিলীন হইয়া গিয়া বর্তমানে কেবল সাড়ে তিনটি ছিদ্র অবশিষ্ট আছে।

এই মসজিদের গুম্বজ ৯০ ফিট উচ্চ, ব্যাস ৫০ ফিট। ইহার ছাদ সীসক বিমণ্ডিত। মসজিদের উপর দণ্ডায়মান হইলে সমুদয় নগর দৃষ্টিগোচর হয়। অধুনা মসজিদের সম্মুখ প্রাঙ্গণে (সেহেনে) মর্মর প্রস্তরের ফর্শ (রোওয়াক) দেওয়া হইয়াছে। তাহার নিম্নে একটি প্রকোষ্ঠ আছে। মসজিদের গবাক্ষ দিয়া (অবশ্য প্রদীপ হস্তে) এই নিম্নের প্রকোষ্ঠে অবতরণ করা যায় এবং হযরত সুলায়মানের সমাধি চিহ্ন (বনয়াদ) দৃষ্টিগোচর

---

১. প্রবাদ আছে যে, ইহার একটি প্রস্তরে হযরত মুহাম্মদ (স) ঠেস দিয়া উপবেশন করিয়াছিলেন। প্রস্তরখানির মধ্যাংশ ভগ্ন।

২. কথিত আছে যে, হযরত মুহাম্মদ (স.) এই সিন্দুকের ভিতর আপনার চরণদ্বয় স্থাপিত করিয়াছিলেন।

হয়। কথিত আছে যে—এই কয়টিও অদৃশ্য হইয়া গেলে মহাপ্রলয় সংঘটিত হইবে।[১] ইহাও উক্ত আছে যে, ইহার মধ্যে হযরত সুলায়মানের গোরস্থান অবস্থিত আছে।

দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা.) প্রতিষ্ঠিত মসজিদে আকসা পুনরায় বনী-উম্মিয়াগণ ভিত্তিমূল হইতে নূতন করিয়া প্রস্তুত করেন। তৎপর আরও বহুবার ইহা সংস্কৃত হইয়াছে। বর্তমান মসজিদ তুরস্কের সুলতান সোলেমান কর্তৃক সংস্কৃত।

ইসলাম ধর্মাবলম্বিগণের নিকট এই মসজিদ পরিদর্শন (যিয়ারত) ও তাহাতে প্রার্থনা অত্যধিক পুণ্যজনক। এইজন্যই লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মুসলমান অশেষ কষ্ট স্বীকারপূর্বক জেরুসালেমে গমন করিয়া থাকেন। এই নগরে তুরস্কের মহামান্য সুলতান কর্তৃক প্রত্যেক সম্প্রদায় ও প্রত্যেক দেশীয় মুসলমান তীর্থযাত্রীদিগের জন্য অতিথিশালা প্রতিষ্ঠিত আছে।[২] যাত্রীগণের খাদ্যাদি মাননীয় সুলতানের পক্ষ হইতে অতিথিশালার কর্মকর্তা (শেখে তাকয়া) যোগাইয়া থাকেন।

ছায়কাল প্রতিষ্ঠার সূচনা

(মসজিদে আকসার আদি বিবরণ)

যখন হযরত মূসা (আ.) মিসর প্রদেশ হইতে বনী-ইসরাইল সম্প্রদায়ের লক্ষাধিক লোক সমভিব্যাহারে আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশানুসারে সিরিয়া (শাম) দেশ গমনে বহির্গত হন; তখন পথিমধ্যে তাহারা তৎপ্রতি অবাধ্যতাচরণ করত ঈশ-কূপে নিপতিত হয় এবং এক মাসের বা চতুর্বিংশ দিবসের পথ চতুর্বিংশ বৎসরে অতিবাহিত করে। হযরত মূসা এই বিপুল জনসংঘ লইয়া কাউস ও উত্তর আরব প্রদেশের অনুর্বর দুস্তর মরুভূমি পর্যটন করিতে করিতে অতিমাত্র শ্রান্ত ও কণ্ঠাগত প্রাণ হইয়া পড়েন। পথশ্রম ও অনশনে বহু লোকের প্রাণনাশ ঘটে। হযরত মূসা ও তদীয় সহোদর হযরত হারূন (আ.) ব্যতীত অত্যল্প সংখ্যক লোকই জীবনে বাঁচিয়াছিলেন।

---

১. কিন্তু ইহা ইসলামানুমোদিত বাক্য নহে।

২. জেরুসালেমে অতিথিশালাকে তাকয়া বলে।

এই জয়লাভোপলক্ষে হযরত মূসার পর তদীয় সহোদর বংশধর হযরত ইউশা (Joshua) বেনে নুন সিরিয়ায় আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হন। এ সময়ে বনী-ইসরাইল সম্প্রদায়ও উত্তরাধিকারসূত্রে সিরিয়ার এক প্রান্ত কেন-আন প্রদেশ আপনাদের কুক্ষিগত করিয়া লয়েন। হযরত ইউশা হইতে তদীয় বংশধর তালুত (Soul) পর্যন্ত তাঁহারাই সিরিয়ার প্রভুত্ব করতলগত করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহাদের পর হইতেই প্রকৃত শাসন প্রণালী ও রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। তালুতের পর হযরত দাউদ (আ.) বনী-ইসরাইলদিগের মধ্যে প্রথম অধিনায়ক বা রাজা হন।

ঐতিহাসিক জোসেফের (ইউসুফাসের) মতে হযরত ইউশার ৫১৫ বর্ষ পরে হযরত দাউদ সিংহাসনারোহণ করেন। হযরত দাউদ প্রথমেই কেন-আন বংশীয় ইবুসী সম্প্রদায়কে জেরুসালেম হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়া অভিনব প্রণালীতে নগরের প্রতিষ্ঠা করেন এবং স্বীয় নামানুসারে নগরের দাউদ নগর আখ্যা প্রদান করেন।

হযরত মূসা যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় ও দিশাহারা হইয়া ধু ধু মরু প্রান্তরে পরিভ্রমণ করিয়া ক্লান্ত হইতেছিলেন, সেই সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁহাকে তাম্বুসদৃশ একটি প্রার্থনা গৃহ স্থাপন করিতে প্রত্যাদেশ করেন। সেই প্রত্যাদেশ-মত তিনি তাম্বুর প্রার্থনা গৃহ প্রস্তুত করিলেন।[১] তিনি যখন যে দিকে গমন করিতেন সেই পট মণ্ডপও তথায় সঙ্গে লইয়া চলিতেন। এইরূপে হযরত মূসা (আ.) হইতে পর্যায়ক্রমে হযরত দাউদ (আ.) পর্যন্ত তাম্বুই উপসনালয় বা হায়কালরূপে নির্দিষ্ট ছিল।

যখন ইহা সিলা নামক স্থানে স্থাপিত ছিল, তখন তাহাতে হযরত সামু-ইল (আ.)-র জননী পুত্র প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সেই করুণ প্রার্থনার ফলে হযরত সামুইলের জন্ম লাভ হয়।[২] এই সময় এক যুদ্ধে 'সিন্ধুকে শাহাদাত' (তাবুতে সকিনা) বনী-ইসরাইলদিগের কবল হইতে প্যালেস্টাইনদের হস্ত-গত হয়। ইহার পর তালুতের (সাউল) সময়ে এই তাম্বু সুরনগরে স্থাপিত হয়।

---

১. এই তাম্বুতেই হায়কালের প্রথম সূচনা হয়।

২. ইহা আয়লী-কাহনের সময়ের কথা।

হযরত দাউদের হায়কাল

হযরত দাউদ সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া বিশ্বস্রষ্টার মনোনীত ভূমি জেরুসালেম নগরে উক্ত তাম্বু স্থাপন করেন।[১] কিন্তু হযরত দাউদ সর্বদাই শত্রু দমনে ব্যাপৃত থাকিতেন বলিয়া প্রার্থনা গৃহের প্রস্তর নির্মিত করিতে অবসরপ্রাপ্ত হন নাই; সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করিয়াই তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর প্রাক্কালে তদীয় প্রিয় সুসন্তান ভাবী মহাপুরুষ হযরত সুলায়মানকে উক্ত প্রার্থনা গৃহ নির্মাণ করিতে উপদেশ দিয়া যান। সংগৃহীত উপকরণ ও মসজিদের মানচিত্র (নক্সা) প্রভৃতিও তাঁহার হস্তে অর্পিত হয়। হযরত সুলায়মান হায়কাল নির্মাণ করিয়া পিতার উপদেশ কার্যে পরিণত করেন।

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর হায়কাল প্রতিষ্ঠা

হযরত সুলায়মান (আ.)-এর সিংহাসনারোহণের ৪ বৎসর ২ মাস পরে হায়কাল নির্মাণারম্ভ করেন। হযরত মূসা (আ.)-এর মিসর হইতে বহির্গত হইবার ৫০০ বৎসর পর হযরত ইবরাহীম (আ.)-এর মেসোপোটেমিয়া হইতে কান-আন প্রদেশে অবস্থিতির ১০২০ বৎসর পর হযরত নূহ (আ.)-এর সময়ের প্লাবনের ১৪৪০ বৎসর পর,--আদি পিতা হযরত আদম (আ.)-এর মর্ত্য গমনের ৩১১০ বৎসর পর—প্রসিদ্ধ সুরনগর প্রতিষ্ঠার ২৪০

---

১. খৃস্টানদিগের প্রশংসা (কেতাবে এস্তেসা) পুস্তকের দ্বাদশ অধ্যায়ের ১৪ পৃষ্ঠায় লিপিবদ্ধ আছে—জেরুসালেম নগর সায়হুন পর্বতের উপর---যাহাকে হযরত ইয়াকুব (আ.) বয়তে ঈল বলিয়াছিলেন এবং একখণ্ড শিলাও যাহাতে প্রোথিত করিয়াছিলেন।

অপর একখানি ইতিহাসে লেখা আছে—"হায়কাল দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত, প্রস্থে ২০ হাত, উচ্চতায় ১২০ হাত এবং সম্মুখের বারান্দা দৈর্ঘ্যে প্রায় প্রস্থের সমান।"

উপরোক্ত উভয় মতকেই খৃস্ট সম্প্রদায় ঈশ্বরবর্ণিত বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপ মতভেদ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জোসেফের সময় হয়ত এই দুইটি বিভিন্ন মত কোন গ্রন্থে ছিল না; কিংবা তাঁহার সময় এই গ্রন্থেই বিদ্যমান ছিল না অথবা হয়ত তিনি উহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

বৎসর পর এবং জীরামের সুর-সিংহাসনারোহণ করিবার একাদশ বৎসর পর এই হায়কাল প্রতিষ্ঠার আরম্ভ হয়। প্রস্তর, কাষ্ঠ, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি সহযোগে এই মস্‌জিদ বিনির্মিত হইয়াছে। ১

হায়কালের ভিত্তি সুদৃঢ় এবং স্থায়ী করিবার উদ্দেশ্যে হযরত সুলায়মান গভীর গর্ত খননপূর্বক তাহাতে প্রকাণ্ডকায় প্রস্তর স্থাপন করিয়াছিলেন। মর্মর প্রস্তর দ্বারা উহার উর্ধ্বভাগ প্রস্তুত হয়। হায়কাল দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত, প্রস্থে ৬০ হাত এবং উচ্চতায়ও ৬০ হাত করা হইয়াছিল। ২ ইহার উপর রাজ-প্রাসাদ-সদৃশ আর একটি স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ বিনির্মিত হয়। এইরূপে হায়কাল উচ্চতায় এক শত বিংশতি হস্ত পরিমিত হইয়া পড়ে। হায়কাল পূর্বমুখী ছিল বলিয়া ২০ হাত বিস্তৃত, ১২ হাত দীর্ঘ এবং ১২০ হাত উচ্চ একটি বারান্দাও প্রস্তুত করা হইয়াছিল।

হায়কালের চতুর্দিকে ৬০ টি ছোট ছোট প্রকোষ্ঠ বিনির্মিত হইয়াছিল। প্রকোষ্ঠগুলি উর্ধ্বে ও নিম্নে ত্রিতল করায়, উচ্চতায় হায়কালের অর্ধেক পর্যন্ত উঠিয়াছিল। উহার ছাদে শাহ্‌তীর স্থাপন পূর্বক কাষ্ঠের পাটাতন করিয়া, তাহার উপর প্রস্তর বসান হইয়াছিল। প্রস্তরের গাঁথুনি এমনই সুকৌশলে প্রদত্ত হইয়াছিল যে, উহার কোথাও অসংলগ্নতার রেখামাত্র পরিদৃষ্ট হইত

১. মৌলানা আবদুল হক্‌ দেহ্‌লভী এই সংক্ষিপ্ত বিবরণটুকু ঐতিহাসিক জোসেফের ইতিহাসের সপ্তম খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায় হইতে পরিগ্রহ করিয়াছেন। তিনি কিতাবুস সালাতিন-এ ইহার বিস্তৃত বিবরণ আছে বলিয়া আভাষ দিয়াও বিস্তৃতির ভয়ে উহা অবলম্বন করেন নাই।

২. সালাতিন গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে দেখা যায়ঃ যে মসজিদ হযরত সুলায়মান আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ৬০ হাত দীর্ঘ, ২০ হাত প্রস্থ এবং ৩৮ হাত উচ্চ ছিল।"
অপর একখানি ইতিহাসে লেখা আছে—হায়কাল দৈর্ঘ্যে ৬০ হাত, প্রস্থে ৩০ হাত, উচ্চতায় ১২০ হাত এবং সম্মুখের বারান্দা দৈর্ঘ্যে প্রায় প্রস্থের সমান।"

উপরোক্ত উভয় মতকেই খৃস্ট-সম্প্রদায় ঈশ্বর বর্ণিত বলিয়া প্রকাশ করেন। এইরূপ মতভেদ দৃষ্টে অনুমান হয় যে, প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক

না। প্রাচীর ও ছাদ স্বর্ণময় উড়ানী দ্বারা বিমণ্ডিত হওয়ায় তাহা অনুপম শোভাসম্পন্ন হইয়াছিল। উপর তলায় সুন্দর সুন্দর গবাক্ষ এবং উপরে উঠিবার নিমিত্ত একটি মনোহর সোপানও নির্মিত হইয়াছিল।

হযরত সুলায়মান (আ.) হায়কালকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। অভ্যন্তরীণ ভাগ দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান ২৪ হাত রাখিয়া বহির্ভাগ দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত এবং প্রস্থে ২৪ হাত করিয়াছিলেন। তদ্দেশীয় প্রসিদ্ধ সরকী কাষ্ঠ দ্বারা মনোরম কপাট প্রস্তুত করিয়া তাহাকে স্বর্ণ বিমণ্ডিত ও অতীব সুন্দর কারুকার্য-খচিত করা হইয়াছিল। কপাটের সম্মুখে নীল, লোহিত ও সবুজ রঙের চিত্র-বিচিত্র চিক্কণ পর্দাসমূহ দোলাইয়া রাখা হইত।[১] হায়কালের অভ্যন্তর প্রদেশ ও বহির্দেশ সোনার উড়ানী দ্বারা সজ্জিত হওয়ায় সৌন্দর্য সম্ভারে চক্ষু ঝলসিয়া যাইত।[২]

হযরত সুলায়মান (আ.) সুর প্রদেশের সম্রাট জীরামের নিকট হইতে ইসরাইল বংশীয় জনৈক বিচক্ষণ রাজমিস্ত্রী আনয়ন করিয়াছিলেন। এই ব্যক্তি বিবিধ কারুকার্যে সুদক্ষ ছিলেন। বিশেষত স্বর্ণ, রৌপ্য ও পিতলের ঢালাই কাজে তিনি বিস্তর সুখ্যাতি অর্জন করেন। তিনি হযরত সুলায়মান (আ.)-এর ইপ্সিত কার্যও সুচারুরূপে সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই মিস্ত্রী কর্তৃক দুইটি সুন্দর স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত হয়। সওসন ও খর্জুর বৃক্ষাদি স্থাপন করিয়া প্রস্ফুটিত পুষ্পে এবং ফলে স্তম্ভগুলির শোভা সম্পাদন করা হয়। হায়কালের একটু দক্ষিণে বু-আর নামে আর একটি স্তম্ভ স্থাপিত ছিল।

জোসেফের সময় হয়ত এই দুইটি বিভিন্ন মত কোন গ্রন্থে ছিল না, কিংবা তাঁহার সময় এই গ্রন্থই বিদ্যমান ছিল না অথবা হয়ত তিনি উহা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

১. হায়কালের একটি গুপ্তদ্বার প্রস্তুত করিয়া পাঁচ হাত উচ্চ দুইটি অশ্ব সংস্থাপিত করা হয়। উহাদের পাঁচ হাত লম্বা দুইটি পক্ষও ছিল। একটির পক্ষ দক্ষিণ দিকে এবং অপরটির পক্ষ উত্তর-প্রাচীরের সহিত সংলগ্ন ও বিস্তৃত ছিল। এই অশ্ব দুইটির মধ্যেই সিন্দুক স্থাপিত হইয়াছিল।

২. ভিতরের দ্বারের ন্যায় বহির্দ্বার গুলিতেও পর্দা দোলান ছিল, কিন্তু চন্দ্রাতপের সিংহদ্বারে কোন পর্দা বিলম্বিত ছিল না।

হায়কালের সম্মুখভাগে পিতল ঢালাই অর্ধ গোলাকার একটি বিশাল হাউজ (চৌবাচ্চা) প্রস্তুত করা হইয়াছিল। উহার ব্যাসার্ধ ১০ হাত এবং বেধ ৪ অঙ্গুলি ছিল। হাউজটি ১০ ফিট ব্যাস বিশিষ্ট একটি পিতল স্তম্ভোপরি স্থাপিত ছিল। উহার চারিদিকে তিনটি করিয়া ১২টি পিতল-বৃষ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই পিতল নির্মিত বৃষগুলির পৃষ্ঠদেশের উপরেই উক্ত হাউজ স্থাপিত ছিল। এই অপূর্ব বৃহৎ হাউজকে বাহর (সাগর) বলা হইত।

এতদ্ব্যতীত হায়কালের উত্তর-দক্ষিণে আরও ১০টি হাউজ প্রস্তুত হইয়াছিল। দশটি চতুষ্কোণ-স্তম্ভের উপর এই হাউজগুলি সংস্থাপিত ছিল। প্রত্যেক হাউজের চারিকোণে ছোট ছোট স্তম্ভ ও প্রত্যেক স্তম্ভের মধ্যস্থলে বৃষ, সিংহ এবং বিবিধ পক্ষীর প্রতিমূর্তি সংস্থাপিত ছিল। হায়কালের দক্ষিণে পাঁচটি হাউজ ও বামে পাঁচটি হাউজ এবং বৃহত্তর হাউজটি তাহার পুরোভাগে সন্নিবিষ্ট হওয়ায় হায়কাল অত্যন্ত মনোহর দৃশ্য ধারণ করিয়াছিল।[১]

আর একটি স্বতন্ত্র পিতল-নির্মিত স্থান কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট ছিল। উহাতে দগ্ধ করিয়া জীবসমূহ কুরবানী করা হইত। উহা বিস্তারে ২০ হস্ত, দৈর্ঘ্যে ২০ হস্ত এবং উচ্চতায় ১০ হস্ত ছিল। তদস্থলে ব্যবহার জন্য একটি অতি প্রকাণ্ড ডেগচী, কাঁটা, চামচা প্রভৃতি সুন্দর পিতলনির্মিত বিবিধ উপকরণ রক্ষিত ছিল। শিশি, পেয়ালা, কাঁটা, চামচা ইত্যাদি রাখিবার জন্য তথায় দশ সহস্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ টেবিল পাতা ছিল।

হায়কালে প্রদীপ জ্বালাবার জন্য দশ সহস্র দীপ-দান (পিল-সুজ) সংরক্ষিত ছিল। হায়কালের ভিতরে দক্ষিণ দিকে একটি বৃহদায়তন দীপ-দানে দিবা রাত্রি প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকিত। মন্দিরের উত্তরাংশে একটি স্বর্ণময় টেবিলের উপর ঈশ্বরের নামে উৎসৃষ্ট রুটি সংরক্ষিত হইত।

দক্ষিণাংশে আর একটি স্বর্ণ নির্মিত স্থান ছিল; তাহাতে কুরবানী করা হইত। এ সব ছাড়া অপরাপর সরঞ্জাম সংরক্ষণ জন্য ৪০ হস্ত পরিমিত একটি স্বতন্ত্র প্রাসাদও প্রস্তুত করা হইয়াছিল।[২]

---

১. বড় হাউজটিতে পুরোহিতবৃন্দ হস্তপদ বিধৌত করত কুরবানীভূমে গমন করিতেন এবং অপর হাউজ কয়টিতে কুরবানীর পশুসমূহকে অবগাহন করা হইত।

২. এখানে ডাক্তার রিচার্ডসনের বর্ণনা সমাপ্ত হইল।

হায়কালের পবিত্রতা রক্ষার উদ্দেশ্যে এবং যাহাতে যে সে লোক তথায় প্রবেশ করিতে না পারে, তজ্জন্য হায়কালের চতুর্দিক একটি তিন হস্তি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়।

হযরত সুলায়মান (আ.) এই প্রাচীরের বহির্ভাগে গভীর গর্ত খননপূর্বক সমতল ভূমি উন্নত করিয়া একটি ছোট হায়কাল নির্মাণ করেন। তিনি উহার মধ্যে বড় বড় প্রকোষ্ঠ ও চারদিকে চারিটি প্রকাণ্ড দ্বার রাখিয়াছিলেন এবং উহার পুরোভাগে দুই সারি প্রাসাদ প্রস্তুত করিয়া রৌপ্য বিমণ্ডিত করিয়া দিয়াছিলেন।

হায়কালের কার্য শেষ হইতে সাত বৎসর সময় লাগিয়াছিল।[১] জিনিস-পত্রাদি আনয়ন এবং প্রাসাদ নির্মাণের জন্য সর্বসুদ্ধ ১,৮৩,০০০ একলক্ষ তিরাশি হাজার লোককে নিয়ত খাটিতে হইত। লাবনান পর্বত হইতে কাষ্ঠচ্ছেদন করিয়া জেরুসালেমে পাঠাইতে ৩০,০০০ ত্রিশ সহস্র লোক, প্রস্তর খনন ও কর্তন জন্য ৮০,০০০ আশি সহস্র লোক, রাজমিস্ত্রী ৭০,০০০ সত্তর সহস্র এবং জিনিসাদি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ৩,০০০ তিন সহস্র লোক নিযুক্ত হইয়াছিল।[২] এতদ্ব্যতীত হযরত দাউদ (আ.)-এর নিয়োজিত বহু লোকও এই কার্যে খাটিয়াছিল।

হায়কালের কার্য শেষ হইলে হযরত সুলায়মান (আ.) প্রফুল্লচিত্তে দূর-দূরান্তরের বনী-ইসরাইল সম্প্রদায়কে আহ্বান করিয়া মহোৎসব সহকারে হায়-কালে 'শাহাদত সিন্দুক' সংস্থাপন করেন। পুরোহিতগণ সমুদয় জিনিসাদি যথা-বিধি সংস্থাপন করিয়া বহির্গত হইলে আকাশ এক খণ্ড কৃষ্ণবর্ণ মেঘে তমসাচ্ছন্ন

---

১. হায়কাল নির্মাণকালে সুর সম্রাট জীরাম কাষ্ঠ সংগ্রহ ব্যাপারে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

২. ঐতিহাসিক জোসেফ তদীয় গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডের ২য় অধ্যায়ে লিখি-য়াছেন,—সুলায়মানের নিকট এমন একটি মন্ত্র ছিল, উহাতে দানবগণ পলায়ন করিত এবং অপর একটি মন্ত্রে তাহারা উপস্থিত হইত। এই উক্তিতে দানব ও জিন এবং মানবের উপর হযরত সুলায়মানের একচ্ছত্র সম্রাটত্ব স্থিরীকৃত হইয়া পড়ে। হায়কাল নির্মাণকালে তিনি তদীয় অনুগত জিনাদিরও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন, বিচিত্র নয়। কুরআন শরীফেও এইরূপ আভাস পরিদৃষ্ট হয়।

হইয়া গেল এবং পরক্ষণেই উহা হায়কালের ভিতর প্রবেশ করিল। ইহাতে আপামর সকলেরই ধারণা জন্মিল যে, এই প্রাসাদ পরমেশ্বর কর্তৃক মনোনীত ও পরিগৃহীত হইল। তখন হযরত সুলায়মান ভূ-নত মস্তকে প্রার্থনা করিলেনঃ "হে আমার দয়াময় জগদীশ! তুমি আকাশ পাতাল জল স্থলাদি কোনই স্থানে সীমাবদ্ধ নহ। হে আমার করুণানিধান প্রভো! আমার বিনীত প্রার্থনা—যখন তোমারই আজ্ঞানুবর্তী দাসমণ্ডলী তোমার উপাসনার্থে এই প্রাসাদে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিবে, তখন তুমি তাহাদের সেই করুণ প্রার্থনা গ্রহণ করিও; তাহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিও। যদিও তুমি সকল জীবেরই একমাত্র রক্ষাকর্তা, তবুও যাহারা তোমাকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি সমধিক দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করিও।"

অতঃপর বিশ্বস্রষ্টার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনপূর্বক তৎকর্তৃক অসংখ্য জন্তু কুরবানী (বলিদান) করা হইল। আকাশমণ্ডল হইতে অপূর্ব অগ্নিশিখা অবতীর্ণ হইয়া এই সমুদয় উৎসৃষ্ট জন্তু ভক্ষণ বা দহন করিয়া গেল। ইহাতেও সকলের হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস হইল যে, ঈশ্বর কর্তৃক কুরবানী গৃহীত হইল। অনন্তর সমুদয় জনমণ্ডলী মহাহর্ষোৎফুল্লচিত্তে স্ব স্ব আবাসে চলিয়া গেল। বনী-ইস্রাইল সম্প্রদায়ের পক্ষে এই পবিত্র দিন বড়ই আনন্দজনক ও সৌভাগ্যের দিন—সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জেরুসালেমে বিদ্রোহ

হযরত সুলায়মান (আ.) ৪০ বৎসর রাজত্ব করত ৯৪ চতুর্নবতিতম বৎসর বয়সে স্বর্গারোহণ করিলে তদীয় পুত্র রহবে-আম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি হযরত সুলায়মানের বিশাল রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন বটে, কিন্তু তদীয় গুণগ্রামের উত্তরাধিকারী হইতে পারেন নাই। তিনি বিবেকহীন, দুর্নীতিপরায়ণ ও দুর্বিনীত লোকদিগেরই প্রিয়বন্ধু ছিলেন। সদ্গুণরাজির অভাবে তিনি অল্পদিন মধ্যেই অতিশয় উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবাপন্ন হইয়া পড়েন। ইহার পরিণাম ফল শীঘ্রই ভয়াবহ ও শোচনীয়রূপে দেখা দিল।—বৃহৎ রাজত্বের প্রবল পরাক্রান্ত দ্বাদশ সম্প্রদায়ের মধ্যে কেবল বনী ইসরাইল প্রভৃতি দুই সম্প্রদায় ব্যতীত অপর সকল সম্প্রদায়ই বিদ্রোহাচরণ করিল এবং তাহাদের মধ্য হইতে ইয়ার বেয়া নামক এক ব্যক্তির অধীনতা গ্রহণ করিয়া এক অভিনব রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিল। এইরূপে শোচনীয় দুর্দশায় পতিত হইয়া রহবেআম প্রায় ভ্রষ্ট-রাজ্য হইয়া পড়েন।

সিসাকের জেরুসালেম আক্রমণ

শক্তিশালী ও বিখ্যাত দশটি জাতি রহবে-আমের অধীনতা পাশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে জেরুসালেমে এক অশান্তির অশুভ রেখা পতিত হইল। সময় বুঝিয়া চতুর্দিকের নরপতিগণ অতুল বিভব সম্পন্ন জেরুসালেম গ্রাস করিবার জন্য স্বার্থ-লোলুপ রসনা বিস্তার করিল। অল্পদিন মধ্যেই মিসর-রাজ সিসাক ২০০ দুইশত রথ, ৬০,০০০ ষাট হাজার অশ্বারোহী এবং ৪,০০,০০০ চারি লক্ষ পদাতিক সৈন্য সমভিব্যাহারে জেরুসালেম আক্রমণ করিলেন। রহবে-আম সিসাকের গতিরোধ করিতে অক্ষম হইয়া নগর ছাড়িয়া পলায়ন করিলেন। সিসাক নগর অধিকার করিয়া তৎকালে প্রচলিত অসভ্য নিয়মানুযায়ী নগর দগ্ধীভূত এবং হায়কাল বিধ্বস্ত না করিলেও নগরের ও হায়কালের সমুদয় ধন-রত্ন এবং অপরিমেয় স্বর্ণ-রৌপ্য লইয়া প্রস্থান করিলেন।

মিসর-পতির প্রস্থানের পর হৃত-সর্বস্ব রহবে-আম পুনরায় নগরে প্রাগমন করিলেন এবং ক্ষুণ্ণ মনে হায়কালের স্বর্ণ-রৌপ্য-বিমণ্ডিত স্থানগুলি পিতল দ্বারা প্রস্তুত করিলেন। হযরত সুলায়মানের স্বর্গারোহণের পর ইহাই জেরুসালেম ও হায়কালের প্রথম দুর্ঘটনা।

জোহিয়ার হায়কাল সংস্কার

রহবে-আম হইতে জোহিয়ার (ইউহিয়াহ্) সময় পর্যন্ত চারিশত বৎসর মধ্যে কতিপয় রাজা গতায়ু হন। ইহাদের ও বনী-ইসরাইলদিগের মধ্যে দুই দল হওয়ায় দুই রাজ্য হইয়া যায়। এই রাজ্য দুইটি নিয়তই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকিত। এরূপ বিবাদ-বিসম্বাদের ফলে বনী-ইসরাইল-গণের রাজত্বে দুর্বলতার প্রশ্রয় হয় এবং তাহাদের রাজাও প্রতিমা-পূজক হইয়া হঠেন! এইরূপ নানা ঝঞ্ঝাটবশত হায়কাল সংস্কার অভাবে জীর্ণশীর্ণ হইতে থাকে। হায়কাল বহুদিন পর্যন্ত অসংস্কৃত ও পরিত্যক্ত ভাবে পতিত থাকায় ইহার পর্ব-সৌষ্ঠব বিলীন হইয়া পড়ে। এই সময় তৌরিত গ্রন্থ ও শাহাদত সিন্দুকেরও মাহাত্ম্য ও সম্মানের লাঘব ঘটিতে থাকে। অবশেষে জোহিয়ার রাজত্বকালে তিনি বহু মুদ্রাব্যয়ে হায়কালের পুনঃ সংস্কার সাধন করেন।[১]

ফেরাউন নিকোহ্-র জেরুসালেম আক্রমণ

সম্রাট জোহিয়া গতাসু হইলে তদীয় পুত্র ইহু-আখাজ জেরুসালেমের সিংহাসনারোহণ করেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেকের পর তিন মাস অতীত হইতে

১. জোহিয়া আতিশয় ধর্মপরায়ণ ও সদাচারী নরপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে মিসরাধিপতি ফেরাউন নিকোহ্ আসুর নামধেয় বাদিবন রাজ্যের একটি প্রদেশ আক্রমণ করিতে অগ্রসর হন। অমিত তেজাঃ বখ্তেনাসেরের পিতা নিউপলার তৎকালে আসুরের শাসনকর্তা ছিলেন। প্যালেস্টাইন (কান-আন) দেশ উক্ত আসুর ও মিসরের মধ্যবর্তী ছিল বলিয়া ফেরাউনকে তাহা অতিক্রম করিয়া যাইতে হইয়াছিল। এজন্য প্যালেস্টাইনের সম্রাট তাঁহার রাজ্য দিয়া মিসর-পতির অভিযানের গতিরোধ করিতে বাধ্য হইলেন। ইহাতে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ সংঘটিত হয়। জোহিয়া যুদ্ধে আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইহা হযরত ইয়ারমিয়ার (আ.)-এর সময়ের কথা।

না হইতেই মিসরের ফেরাউন নিকোহ্ জেরুসালেম আক্রমণ করেন। তিনি ইহু-আখাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ[১] করিয়া তদীয় ভ্রাতা আল্লকীমকে সিংহাসন প্রদান করেন এবং তাঁহাকে ইহু লকীম নাম প্রদান পূর্বক বার্ষিক ৪০৭,৩৫১ রৌপ্য মুদ্রা কর নির্ধারিত করিয়া মিসরে প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরাউন কেবল জেরুসালেম অধিকার করিয়াই নিবৃত্ত হন নাই, তিনি নগর ও হায়কালকেও বহু পরিমাণে শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছিলেন।[২]

সম্রাট বখ্‌তেনাসেরের জেরুসালেম অধিকার

ফেরাউন নিকোহ-এর কতিপয় বৎসর পর দোর্দণ্ড প্রতাপশালী বাবিলান (বাবল) রাজ বখ্‌তেনাসের য়াহূদী (জুড়িয়া) রাজ্য আক্রমণ করেন এবং জেরুসালেম অধিকার করিয়া ইহু-লকীমকে অধীনতা শৃঙ্খলে আবদ্ধ করত কর দানে বাধ্য করেন। বখ্‌তেনাসের এই সময় বহু ধন-সম্পত্তি লুন্ঠন ও রাজবংশীয় কতিপয় ব্যক্তিকে ক্রীতদাস-শ্রেণীভুক্ত করিয়া স্বরাজ্যে লইয়া যান।[৩]

বখ্‌তেনাসেরের দ্বিতীয় আক্রমণ

কিছুদিন পরে ইহু-লকীম সন্ধি ভঙ্গ করত স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। এই সময়ে সম্রাট বখ্‌তেনাসের মাতৃ-বিয়োগে শোকসন্তপ্ত থাকা নিবন্ধন এবং আরও কতিপয় কারণ বশত স্বয়ং আগমন করিতে না পারিয়া আপনার অধীন য়ুডিয়া রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সিরীয়িক (সের্‌য়ানী), মোওয়াবী এবং আমনী নামক তিনজন প্রধান নরপতিকে জেরুসালেম আক্রমণার্থ আদেশ প্রদান করেন। তাঁহারা যুগপৎ চতুর্দিক হইতে জেরুসালেম আক্রমণ,

---

১. ফেরাউন নিকোহ্ ইহু-আখাজকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া মিসরে পহুঁছিবার পূর্বেই পথে তাঁহার পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়।

২. ইহা জেরুসালেমের দ্বিতীয় দুর্ঘটনা; কিন্তু এ পর্যন্ত হযরত সুলায়মান প্রতিষ্ঠিত হায়কাল, রাজপ্রাসাদ ও নগর-প্রাকার প্রভৃতি পূর্ববৎ অক্ষতই ছিল।

৩. এই বন্দীদিগের মধ্যে হযরত দানীয়াল (আ.) এবং তাঁহার তিনজন বন্ধুও ছিলেন (এই সময় মহাপুরুষ দানিয়াল প্রেরিতত্ব প্রাপ্তি হইয়াছেন কিনা, তাহা প্রকাশ নাই)।

লুণ্ঠন ও অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের ক্রমাগত একাদশ বর্ষব্যাপী ভীষণ উৎপাতে ইহু-লকীমের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়া উঠে। অবশেষে ইহু-লকীম অরাতি হস্তে নিহত হইয়া নগরফটকের বহির্ভাগে নিক্ষিপ্ত হন।

বখ্‌তেনাসেরের তৃতীয় আক্রমণ

ইহু-লকীমের হত্যার পর তদীয় পুত্র একুনিয়া সিংহাসনারোহণ করেন। কিন্তু কয়েক মাস পরেই বখ্‌তেনাসের আবার বিপুল বাহিনী লইয়া জেরুসালেম আক্রমণে প্রধাবিত হন। এইবার তিনি নগর অধিকার পূর্বক একুনিয়া, তদীয় মাতা, অন্যান্য বেগম, নগরের প্রধান প্রধান সম্ভ্রান্ত (আমীর উমরা) ব্যক্তিবর্গ, রাজ-মিস্ত্রী, কর্মকার, প্রস্তর খনক[১] প্রভৃতি এবং রাজ-কোষ ও হায়কালস্থিত স্বর্ণ-রৌপ্য ও ধনরত্নাদি লইয়া স্বীয় রাজধানীতে প্রস্থান করেন। এইবার বখ্‌তেনাসের সদকিয়া নামক একুনিয়ার জনৈক ব্যক্তিকে রাজ্যভার অর্পণ করত তাঁহাকে সন্ধিশর্তে আবদ্ধ করিয়া গিয়াছিলেন।

বখ্‌তেনাসেরের চতুর্থ আক্রমণ

সম্রাট বখ্‌তেনাসের তৃতীয়বার জেরুসালেম অধিকার করত স্ব-রাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিলে জেরুসালেমের চতুষ্পার্শ্বস্থিত কতিপয় দুষ্টমতি প্রধান ব্যক্তি দূত প্রেরণ দ্বারা সাদকিয়াকে বিদ্রোহী হইতে উত্তেজিত ও কু-পরামর্শ দান করিতে থাকে। এই সময়ে মিসরাধিপতিও সাদ্‌কিয়াকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিতেছিলেন। তাঁহাদের এবম্বিধ প্ররোচনায় প্রলুব্ধ হইয়া নির্বোধ সাদ্‌কিয়া মিসরাধিশ্বরের সহিত মিত্রতা স্থাপন পূর্বক বখ্‌তেনাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ও স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

দুই বৎসর পরে বিদ্রোহসংবাদ রাষ্ট্র হইয়া পড়িলে সম্রাট বখ্‌তেনাসের বিপুল সৈন্যসামন্তসহ অসীম পরাক্রমে জেরুসালেম ধ্বংসে বহির্গত হন। সাদ্‌-কিয়া পুনঃ পুনঃ অবাধ্যতা করায় তৎপতি সম্রাটের ক্রোধের পরিসীমা ছিল না। মিসরাধিপতিও সাদ্‌কিয়ার সাহায্যার্থ সৈন্য প্রেরণ করিলেন। কিন্তু দুর্ধর্ষ ভীমপরাক্রম বাবিলন-রাজের রক্তলোলুপ বিশাল বাহিনীর প্রচণ্ড

১. মিস্ত্রী, কর্মকার, প্রস্তর খনক প্রভৃতি শিল্পীদিগকে বখ্‌তেনাসের স্বীয় বাসোপযোগী অতুলনীয় প্রাসাদ প্রস্তুত করিতে লইয়া গিয়াছিলেন।

বেগ প্রতিরোধ করিবার সাধ্য শত্রু পক্ষের ছিল না। বনী-ইস্রাইল সম্প্রদায়ের ধর্মজ্ঞান বিবর্জিত স্বেচ্ছাচারী নরপালদিগের দুষ্কৃতির প্রায়শ্চিত্ত বা প্রতিশোধ লইবার জনাই যেন এই সকল কালান্তক সেনাদল ঈশ-কোপের নিদর্শন লইয়া ভূতলে অবতীর্ণ হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, সাদকিয়া যুদ্ধারম্ভের পূর্বেই পলায়ন করিয়াছিলেন।

নির্বিরোধে বখ্তেনাসের নগর অধিকার করিলেন। ওদিকে পলায়নপর সাদ্‌কিয়াও সপুত্রক বাবলানগরে বন্দী হইলেন। বাবলায় তদীয় পুত্রের শিরশ্ছেদ করা হয় এবং তিনিও উৎপাটিত-চক্ষু হইয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় বাবিলনে প্রেরিত হন। তথায় পঁহুছিয়াই তিনি গতাসু হন।

বিজয়দৃপ্ত সেনাপতি নগর ও হায়কালের সমুদয় ধন রত্নাদি লুণ্ঠন করত সর্বত্র অগ্নি লাগাইয়া দেন। ক্ষণকালের মধ্যে সমস্ত জ্বলিয়া নগর মহাশ্মশানে পরিণত হইল! সুরম্য হর্ম্যরাজি, হযরত সুলায়মানের সপ্তবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের অমৃত ফল, অপূর্ব সৌন্দর্য বিভূষিত—অতুলনীয় ধর্মমন্দির হায়কাল প্রভৃতি কিছুই সর্বভুকের নিষ্ঠুর কবল হইতে রক্ষা পাইল না।[১] পাষাণ হৃদয় সেনাপতি ইহাতেও সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া ভস্মাবশিষ্ট হায়কাল ও প্রাসাদাবলীর এমন কি, নগর-প্রাচীরের ভিত্তিমূল পর্যন্ত উৎখাত ও বিলুপ্ত চিহ্ন করিয়া ফেলেন এবং নগরবাসীদিগকে বন্দী করত বাবিলনে প্রেরণ করেন। তত্রত্য অভ্রভেদী স্তম্ভ, আশ্চর্য কৌশল নির্মিত পিত্তলের হাউজ ও জিনিসাদি, অপূর্ব শিল্প কলা সম্পন্ন আশ্চর্য দর্শন গো-প্রতিমা ও অনির্বচনীয় শোভা বিশিষ্ট স্বর্গীয় দূতদ্বয়ের স্বর্ণমূর্তি সমুদয় জেরুসালেমের বক্ষচ্যুত এবং বাবিলনে আনীত হইল। সঙ্গে সঙ্গে বনী ইস্রাইল সম্প্রদায়ের প্রোজ্জ্বল সৌভাগ্য সূর্যও চিরকালের মত অস্তমিত হইল। য়াহুদী রাজ্য ও সিহন পর্বত হতভাগ্য বনী ইসরাইলদিগের ভীষণ শ্মশানের মত একাকী পশ্চাতে পড়িয়া রহিল! বনী ইসরাইলগণ দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া তাহাদের প্রিয় জন্মভূমি—স্বর্গাদপি গরীয়সী চিরস্বাধীনতা ভূমি হইতে সবংশে নির্বাসিত হইল এবং তাহাদের লীলাভূমি জেরুসালেমও হৃত সর্বস্ব ও উৎসন্ন হইল।

অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতে এই ভয়াবহ দুর্বিপাক হযরত ঈসার ৫৮৩ বর্ষ পর্বে বা হায়কাল প্রতিষ্ঠার ৫১৫ বৎসর পরে সংঘটিত হইয়াছিল।

---

১. হায়কালে এক খণ্ড তৌরিতের মূল নকল সংরক্ষিত ছিল, এই সময় উহাও ভস্মসাৎ হয়।

হযরত ইয়ারমিয়া এই আসন্ন দুর্ঘটনার বিষয় জানিতে পারিয়া পূর্বাহ্নেই তাহা সাদকিয়াকে জ্ঞাপন করিয়াছিলেন এবং প্রতিমা পূজা ও অপকর্মাদি পরিত্যাগের উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পথ-ভ্রষ্ট সাদকিয়া তদীয় হিতোপদেশে কর্ণপাত করা দূরে থাকুক, বরং ক্রোধান্ধ হইয়া তাঁহার পূর্ব পুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণে হযরত ইয়ারমিয়াকে কারারুদ্ধ করেন।[১]

পরিশেষে বখ্‌তেনাসেরের অমাত্যবর্গের কৃপায় হযরত ইয়ারমিয়া কারা-ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। এই সময়ে জেরুসালেম, এমন কি সমগ্র প্যালেস্টাইন জনমানবশূন্য ও উৎসন্নভাবে পড়িয়া রহিয়াছিল। কেবল কতিপয় দরিদ্র য়াহূদীই কচিৎ কোথাও দৃষ্টিগোচর হইত। শুধু কৃষিকার্য ও দাসত্বের জন্যই ইহাদিগকে জেরুসালেমে রাখা গিয়াছিল। জাদনিয়াহ্ বেন্নে আখীকাম নামধেয় জনৈক ব্যক্তিকে সম্রাট ইহাদের শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সম্রাটের নির্দেশ মতে তিনি মোসাফ্লাহ নামক স্থানে অবস্থান করিতেন।

একদা হযরত ইয়ারমিয়া জেরুসালেমে আগমন করত সাতিশয় বিস্ময়া-ন্বিত ও মর্মাহত হইয়া বাষ্পাকুললোচনে বলিয়াছিলেন—"হায়! এই নগর আবার কিরূপে আবাদ হইবে?" ইহার কিছুদিন পরেই তিনি পরলোকগত হন। তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে তদীয় বাহন গর্দভটিও মৃত্যুমুখে পতিত হয়। তার পর শতবর্ষ কাল অতীতের গর্ভে বিলীন হইয়া যায়। ইতিমধ্যে বনী ইসরাইল সম্প্রদায় বাবিলন হইতে মুক্তিলাভ করিয়া তাঁহাদের জন্মস্থান জেরুসালেমে আসিয়া অবস্থিতি করিতে থাকেন এবং পুনশ্চ হায়কাল নির্মাণ করেন।[২]

---

১. জেরুসালেমের পূর্ববর্তী অধিপতিগণও এইরূপ ভাববাদী-প্রেরিত পুরুষদিগকে নির্যাতন ও হত্যা করিতেন।

২. ইহার পর পরমেশ্বর হযরত ইয়ারমিয়াকে জীবিত করত জিজ্ঞাসা করেন—"কতক্ষণ তুমি পড়িয়া আছ?" তিনি নিদ্রোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় উত্তর করিলেন—"এক দিবস কিম্বা আরও কম হইবে।" লীলাময় নিখিলপতি এই সময় তাঁহারই সম্মুখে গর্দভটিকে জীবিত করিয়া বলিলেন, "এই শত বৎসর যাবত তুমি পড়িয়া আছ। এখন একবার গাত্রোত্থান করিয়া দেখ, সেই উৎসন্ন নগর কিরূপ আবাদ করিয়াছি।" ইহা কুরআন শরীফোক্ত মর্ম।

তৃতীয় অধ্যায়

হায়কালের পুনঃ প্রতিষ্ঠা

জেরুসালেমের য়াহুদী সম্প্রদায় বাবিলন দেশে ৭০ বৎসর বন্দী ছিল। এই দীর্ঘ সময় মধ্যে তাহারা আপনাদের ধর্মের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, এমনকি, ভাষা পর্যন্তও বিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছিল। ইরানের সম্রাট খুসরু কর্তৃক বাবিলন রাজ্য অধিকৃত হইয়া পারস্য সাম্রাজ্যভুক্ত হইলে সম্রাট খুসরুর উদারতায় ৪২,০০০ হাজার য়াহুদী মুক্তিপ্রাপ্ত হয়।[১]

ইহাদের মধ্যে ইয়াশু নামক জনৈক প্রধান ধর্মাচার্য এবং জুরবাবল নামক আর একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিও ছিলেন।

য়াহুদীগণ স্বদেশ প্রত্যাগমনকালে হায়কাল প্রতিষ্ঠার আদেশ এবং তৎসঙ্গে ধ্বংসাবশেষের কথঞ্চিৎ উপকরণাদিও প্রাপ্ত হয়। এই সকল উপকরণ সাহায্যে হায়কালের কার্যারম্ভ হইলে দুষ্ট লোকের কু-মন্ত্রণায় সম্রাট কম-বেসীস তাহাতে বাধা প্রদান করেন। তাহার ফলে নয় বৎসর পর্যন্ত উহার কার্য স্থগিত থাকে। তৎপর সম্রাট দারার (ডেরিয়াস) অনুমতিক্রমে আবার উহার কার্যারম্ভ হয় এবং কতিপয় বর্ষ মধ্যেই তাহা শেষ হইয়া যায়। এবারও পূর্ব স্থানে ও পূর্ব ধরনেই হায়কাল নির্মিত হইয়াছিল।

জুরবাবল বেন্ সালতাইন ও ইউশা বেন্ সেদ্‌ক নামক ব্যক্তিদ্বয় নব নির্মিত হায়কালের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। হাজ্জী ও যাকারিয়া

কেহ কেহ এইরূপ ব্যাখ্যাত করেন, "হযরত ইয়ারমিয়া নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্ন এইরূপ দেখিয়াছিলেন।" য়াহুদী ও খৃস্টানগণ এবং ঐতিহাসিকগণ এই উপাখ্যান বিশ্বাস করেন না। তাঁহারা বলেন, "হযরত ইয়ারমিয়া এই সময় মিসর রাজ্যে চলিয়া গিয়াছিলেন।"

১. অবশিষ্ট য়াহুদীগণ বাবিলন দেশেই থাকিয়া যায়। হযরত হাজকীল ও দানিয়াল (আ.) বাবিলনেই দেহ ত্যাগ করেন। ইহা হযরত ঈসার ৫০০ পঞ্চ শতবর্ষ পূর্বের কথা।

(আ.) নামক দুইজন প্রেরিত মহাপুরুষ ইহার নির্মাণ কার্যে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। হায়কাল প্রতিষ্ঠার খরচ এবং কাষ্ঠ ও প্রস্তরাদি ইরানের বাদশাহের পক্ষ হইতে প্রদত্ত হইত। তদীয় বিভাগীয় শাসন-কর্তৃগণও তাঁহার আদেশক্রমে বিবিধ প্রকারে তাহাতে সাহায্য করিতেন। কিছুদিন মধ্যে হযরত উজির (আ.)-ও বহুতর উপকরণ ও লোকজন সমভিব্যাহারে হায়কাল নির্মাণে যোগদান করিয়াছিলেন। ১

ইরানাধিপতি সম্রাট দারার সময়ে সাত বৎসরে হায়কালের নির্মাণ কার্য সম্পূর্ণ হয়।

প্রতিহিংসার দ্বিতীয় হায়কাল

পূর্বকথিত বিধ্বস্ত হায়কালের পুনর্নির্মাণ কালে য়াহুদীগণের সহিত সামেরীয় ২ সম্প্রদায়ও উহার কার্যে যোগদান করিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন; কিন্তু য়াহুদী সম্প্রদায় তাঁহাদের সে আকাঙ্ক্ষা পূরণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেন। ইহাতে সামেরীয়গণ ক্ষুব্ধ হইয়া জরজীন পর্বতের উপর একটি হায়কাল নির্মাণপূর্বক তাহাদের মধ্য হইতেই এক ব্যক্তিকে উহার পৌরহিত্যে বরণ করেন। সামেরীয়দিগের হায়কাল বিশ্ব-বরেণ্য হযরত সুলায়মানের হায়কালের সমতুল্য না হইলেও উহাও তদনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল বটে।

---

১. হযরত হাজ্জী ও হযরত যাকারিয়ার সাহায্যে হযরত উজির য়াহুদী-দিগের জন্য এক কিতাব প্রণয়ন করেন। ইহাকেই হযরত মূসা (আ.)-এর তৌরিত বলিয়া প্রকাশ করা যায়।
এই সময় হযরত উজির য়াহুদী সম্প্রদায়ের ধর্মনীতি ও উপাসনা প্রণালীর সুবন্দোবস্ত করেন।

২. সামেরীয়গণ পূর্বে য়াহুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। খৃস্টের ৭২১ বর্ষ পূর্বে আসুর প্রদেশের সম্রাট্ সালমজর ইহাদিগকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। আসুর দেশে অবস্থিতির সময় য়াহুদীগণের সহিত অন্যান্য সংমিশ্রণের ফলে তন্মধ্য হইতেই আর এক স্বতন্ত্র জাতির উৎপত্তি হয়। এই মিশ্র জাতি কালে আপনাদের জন্মস্থান সামেরীয়ায় আসিয়া বাস করে। এই সময় হইতে তাহারা সামেরী নামে অভিহিত হয়।

হযরত সুলায়মানের পুত্র রহবে-আমের রাজত্বকালে বনী-ইস্রাইল সম্প্রদায় দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িলে দুইটি রাজ্য সংস্থাপিত হয়। সামেরীয়গণ উহারই অন্যতম শাখা বিশেষ।

তৌরিত গ্রন্থে আয়বাল পর্বত পৃষ্ঠে ধর্ম-মন্দির-নির্মাণের অনুজ্ঞা ছিল।[১] সামেরীয়গণ সেই আয়বাল শব্দ পরিবর্জন করিয়া তৎস্থলে জরজীন নাম নির্দেশ করেন এবং জেরুসালেমের প্রতি বীতস্পৃহ হইয়া পড়েন। এইরূপে য়াহুদী ও সামেরীয়গণ তৌরিত গ্রন্থে হস্তক্ষেপ করত স্থানে স্থানে উহার পরিবর্তন সাধন করে এবং একে অন্যকে তজ্জন্য দোষারোপ করিতে থাকে। এইজন্য ইহাদের মধ্যে বহু শতাব্দী পর্যন্ত বাদ-বিসম্বাদও চলিতেছিল। একবার আলেকজান্দ্রিয়া নগরের য়াহুদীদের সহিত সামেরীয়গণের এই তর্ক উপস্থিত হইলে মিসরাধিপতির সম্মুখেই সামেরীয় সম্প্রদায় পরাভূত হয়। সামেরীয়গণ মূল তৌরিতের পঞ্চমাংশ ব্যতীত পুরাতন (Old Testament) এবং নূতন ভাগকে (New Testament) ইঞ্জিলের কোন প্রত্যাদিষ্ট অংশ বলিয়া স্বীকার করে না। এই সম্প্রদায়স্থ বিস্তর লোক সিরিয়া দেশে বর্তমান আছে।

য়াহুদীদিগের অভ্যুত্থান

সম্রাট দারার অবর্তমানে তদীয় পুত্র হেসাস সিংহাসনারোহণ করিয়া বনী-ইসরাইলদিগের প্রতি অতিশয় দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন। তদানীন্তন মহাপুরুষ হযরত নহমিয়ার[২] প্রতি সম্রাট হেসাসের অত্যাধিক ভক্তি পরিলক্ষিত হইত।

---

১. এস্তেস্না—২৭ অধ্যায়, ৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২. হযরত নহ্মিয়া পারস্যের অধীন মোসল (আধুনিক গুস্তর) নগরে অবস্থিতি করিতেন। একদা জেরুসালেমের কতিপয় বনী-ইসরাইল তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, "নগর-প্রাচীর না থাকাতে চতুর্দিগের লোক নগর লুণ্ঠন করিয়া প্রভূত ক্ষতি সাধন করিতেছে।" এতচ্ছ্রবণে হযরত নহ্মিয়া সম্রাট হেসাসের আদেশ ও অনুমতি পত্র লইয়া স্বয়ং জেরুসালেমে উপনীত হইলেন এবং নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর প্রস্তুত করিয়াছিলেন।"—ইহা ঐতিহাসিক জোসেফের বর্ণনা।

হেসাসের পর জেরুসালেম বিশ্ববিজয়ী সম্রাট সিকান্দরের অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত ইরানেরই অধীন ছিল।[১] তৎপর জেরুসালেমের সম্রাট সিকান্দরের পদানত হয়। এই সময়ে নগরের ধর্ম-যাজকগণ তাঁহার অনুগত হইয়া পড়েন।[২]

ভুবন বিজয়ী সম্রাট সিকান্দর স্বর্গারোহণ করিলে তদীয় বিশাল রাজ্য নিম্নোল্লিখিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায় ঃ

এন্তিগোনস—এশিয়া মাইনর।

সেরুকাস—বাবিলন রাজ্য।

লসীকাথস—প্যালেস্টাইন।

কসদার—মাসিডোন।

এবং টুলেমী—এবে লাগস মিসর দেশ কুক্ষিগত করিয়া বসেন।*

ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, দিগ্বিজয়ী সম্রাট সিকান্দর যে দারাকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইনি সেই দারা নহেন। কেননা সেই দারার কোন পুত্র ছিল না এবং তাঁহার ভাগ্যে ইরান-সিংহাসন-প্রাপ্তিও ঘটিয়া উঠে নাই।

১. সম্রাট সিকান্দর গ্রীস-পতি (ইউনান) ফিলিপের পুত্র। তিনি সিংহাসনারোহণ করিয়াই দিগ্বিজয়ে বহির্গত হন এবং অচিরকাল মধ্যে পারস্য আক্রমণ করিয়া সম্রাট ডেরিয়স (দারা)-কে পরাস্ত করত তদীয় সাম্রাজ্য অধিকার করেন। অতঃপর সিকান্দর ভারত আক্রমণে অগ্রসর হন (তদীয় বিশ্ব-বিজয়-কাহিনী ও ভারতাক্রমণের বিবরণ ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই পরিজ্ঞাত আছেন)। সম্রাট সিকান্দরের ভারত আক্রমণ ও পারস্য অধিকার হযরত ঈসার ৩৩৩ বর্ষ পূর্ববর্তী সময়ের কথা। অতঃপর তিনি বাবিলনে পরলোক প্রাপ্ত হন।

২. এই সময় পর্যন্ত নূতন হায়কাল এবং জেরুসালেমের উপর আর কোন বিপদ আপতিত হয় নাই এবং য়াহুদীগণও পূর্বকৃত কু-কর্মের শোচনীয় দুর্দশা স্মরণে একান্ত লজ্জাযুক্ত ও অনুতপ্ত ছিল ; কিন্তু কিছুদিন পরে তাহারা পুনরায় ধীরে ধীরে অপকর্ম ও পাপপথে ধাবিত হইল।

৩. ইহা ঐতিহাসিক য়োসেফের বর্ণনা।

৩—

টলেমী বাহুবলে জেরুসালেম ও য়াহূদীদিগকে আপনার অধীনতাপাশে আবদ্ধ করেন। য়াহূদী সম্প্রদায়কে সত্যবাদী ও বিশ্বাসী মনে করিয়া তিনি বহু ব্যক্তিকে সরকারী কর্মাদিতে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাহারাও স্বীয় অমায়িক ব্যবহার ও বিশ্বস্ততা গুণে তদীয় প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করত অনেকে মিসরে ও গ্রীকদেশে বসতি স্থাপন করিয়া লয়।

এই সময় মিসর রাজ্যের সম্রাট য়াহূদীয় গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া ইবরানী ভাষা হইতে ইউনানী (গ্রীক) ভাষায় অনুবাদ করিবার আকাঙ্ক্ষা বলবতী হইয়া উঠে। এরূপ বাসনার বশবর্তী হইয়া সম্রাট য়াহূদীদিগের সর্বপ্রধান ধর্মযাজক পণ্ডিত আয়লী আজরের নিকট কতিপয় য়াহূদী পণ্ডিত চাহিয়া পাঠান। তন্মধ্যে আয়লী আজর ৭২ জন সু-পণ্ডিতকে তাঁহার নিকট প্রেরণ করেন। ইহারা সকলে মিলিত হইয়া গ্রীক ভাষায় অনুবাদ করিতে প্রবৃত্ত হন। এই অনুবাদ সাণ্টুয়াজণ্ট [১] বলিয়া প্রসিদ্ধ। এইরূপে য়াহূদীগণ বিস্তর প্রতিপত্তি লাভ করে। এশিয়ার সম্রাটগণের নিকটেও ইহারা বিশেষ সম্মানভাজন হইয়াছিলেন।

সেলুকাস তাহাদিগকে এশিয়া ও সরয়া প্রদেশে দুইটি দুর্গের একচ্ছত্র আধিপত্য প্রদান করেন এবং স্বীয় রাজধানী এণ্টিয়ক্কেও (আন্তাকিয়া) তাহাদিগের সম্পূর্ণ প্রভাব ও প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন।

সম্রাট চূড়ামণি সিকান্দরের পঞ্চত্ব প্রাপ্তির পর তদীয় অতুলনীয় সাম্রাজ্য খণ্ডে খণ্ডে বিভক্ত হইলে এণ্টিয়স্কের [২] প্রতিষ্ঠিত রাজধানী এণ্টিয়ক্স নামে আখ্যাত হয়। সম্রাট এণ্টিয়ক্স ও মিসর-রাজ্যের মধ্যে জেরুসালেম লইয়া প্রতিনিয়তই যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিতে থাকে। য়াহূদীগণ তখন এই দুই প্রবল শক্তির মধ্যস্থলে নিপতিত হইয়া নিষ্পেষিত হইতেছিল। পরিশেষে ৪র্থ এণ্টিয়ক্সের [৩] জয়লাভ হইলে তিনি হ্যায়কালের আচার্যের পদ

---

১. সাণ্টুয়াজণ্ট অর্থ উত্তম।

২. ইহা হযরত ঈসার জন্ম গ্রহণের ৩০০ বর্ষ পূর্বের এবং সম্রাট সিকান্দরের মৃত্যুর ৩৩ বৎসর পরের ঘটনা।

৩. ইহাই গ্রীক সাম্রাজ্য। এই বংশীয় নরপতিগণ এণ্টিয়ক্স নামে অভিহিত হইতেন।

১৩,০০,০০০ ত্রয়োদশ লক্ষ মুদ্রায় ইসুন য়াহূদীর নিকট বিক্রয় করেন। পুনরায় তাঁহার হাত হইতে উক্ত পদ গ্রহণ করিয়া ২৪,৭৫,০০০ চব্বিশ লক্ষ পঁচাত্তর সহস্র মুদ্রা মূল্যে উহা উসুনের ভ্রাতা মনলাউসকে প্রদান করেন।

জেরুসালেমের পঞ্চম দুর্ঘটনা

এন্টিয়ক্স (৪র্থ) পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া এক অলীক সংবাদ প্রচারিত হওয়ায় ইসুন তদীয় ভ্রাতা মনলাউসকে হত্যা করিয়া জেরুসালেমের শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। এন্টিয়ক্স, ইসুনের ঈদৃশ দৌরাত্ম্যের সংবাদে ক্রোধান্বিত হইয়া প্রবল বিক্রমে জেরুসালেম আক্রমণ করেন।[১] যে ক্রোধ শুধু ইসুনের প্রতিই প্রযোজ্য ছিল, তাহারই উপশম করিতে গিয়া তিনি পুণ্যভূমি জেরুসালেম ও তীর্থ-মন্দির হায়কাল এবং য়াহূদী সম্প্রদায়ের দুর্দশার একশেষ করিয়া ফেলেন। সম্রাট্ এন্টিয়ক্স নগরের ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্র য়াহূদীর হত্যা সাধন করেন ও ৪০,০০০ চল্লিশ সহস্র য়াহূদীকে বন্দী করিয়া লইয়া যান। হায়কালের ৪,৫৯,৯০,০০০ চারি কোটি উনষাট লক্ষ নব্বই হাজার মুদ্রা মূল্যের জিনিস ও সরঞ্জামাদি গ্রহণান্তর মন্দিরের দুরবস্থার ও অপমানের চূড়ান্ত করিয়া এক অত্যাচারী ব্যক্তিকে নগরের শাসনকর্তার পদে নিয়োগপূর্বক স্বীয় রাজধানীতে প্রত্যাগমন করেন।

হযরত ঈসার ৩১৪ বর্ষ পূর্বে সম্রাট এন্টিয়ক্স মিসর-রাজ টুলেমীর নিকট হইতে য়াহূদী সাম্রাজ্য আয়ত্ত করিয়াছিলেন। হযরত ঈসার জন্মের তিন বৎসর পূর্বে সম্রাট টুলেমী পুনশ্চ য়াহূদী সাম্রাজ্য আপনার করতলগত করেন। আবার এন্টিয়ক্স য়াহূদী রাজ্য লইয়া যান। অতঃপর হযরত ঈসার ১০৫ বৎসরের পূর্ব পর্যন্ত য়াহূদী রাজ্য মিসর রাজের অধীনতাপাশে আবদ্ধ হয়।

ইহার মধ্যে কতিপয় বৎসর য়াহূদীগণ নিরাপদ ছিলেন। তৎকালে তাঁহারা প্রথমত কিতাব দ্বিতীয়ত রওয়া-য়াত (উক্তি)-সমূহ একত্র করিয়া তৌরিত নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই সময় সম্রাট সিটুয়াজন্ট (গ্রীক ভাষায় ?) তৌরিতের অনুবাদ করান।

১. ইহা হযরত ঈসার ১৭০ বর্ষ পূর্বের কথা।

জেরুসালেমের ষষ্ঠ দুর্ঘটনা

সম্রাট চতুর্থ এন্টিয়কস যখন চতুর্থবার মিসরে অভিযান করেন, তখন তদীয় হস্তে নির্যাতিত য়াহূদীগণ মিসরীয়দিগের সাহায্য করাতে তিনি সেই অভিযানে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই। মিসর আক্রমণ ব্যর্থ হইলে ক্ষোভে ও লজ্জায় য়াহূদীদিগের প্রতি তাঁহার ক্রোধানল উগ্রভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সুতরাং জেরুসালেম আক্রমণার্থ আপন সেনাপতিকে বিপুল বাহিনীসহ তথায় প্রেরণ করিলেন। সম্রাটের আদেশে দুর্দান্ত সেনাধ্যক্ষ বহু য়াহূদীর প্রাণ হনন করিয়া অগ্নি-সংযোগে সমুদয় নগর ভস্মে পরিণত করেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাসাদাবলী এবং নগর-প্রাচীর পর্যন্ত ধূলিসাৎ করা হয়। সর্বগ্রাসী হুতাশনে সমুদয় ভস্মীভূত হইলেও বিধাতার অপরূপ কৌশলে পবিত্র মন্দির হায়কাল অক্ষতাবস্থায়ই রহিয়াছিল। [১]

সম্রাট এন্টিয়কস এইরূপ শোচনীয়ভাবে জেরুসালেমের ধ্বংস সাধন করিয়াও পরিতৃপ্ত হইতে পারিলেন না। তিনি সমুদয় নাগরিককে গ্রীক ধর্মে দীক্ষিত করিতেও ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।[২] সংকল্প কার্যে পরিণত করিবার জন্য তিনি এসিনিইউস নামে জনৈক ব্যক্তিকে স্বীয় প্রতিনিধি নিয়োগ করিলেন এবং য়াহূদীদিগের ধর্ম নাশ করিবার পরামর্শ প্রদান করিয়া তাঁহাকে বলিয়া দিলেন, "যে ব্যক্তি তোমার আদেশের অন্যথাচরণ করিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার হত্যা সাধন করিও।"

এসিনিইউস জেরুসালেমে উপনীত হইয়া কতিপয় ব্যক্তির সাহায্যে য়াহূদীদিগকে গ্রীক-ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিতে লাগিলেন এবং তাহাদিগের যাবতীয় ধর্মগ্রন্থ ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন। এসিনিইউস ধর্ম-মন্দির হায়কালের ভিতর জুপিটারের প্রতিমূর্তি স্থাপনপূর্বক সকলকে উহার আরাধনা করিতে আদেশ প্রচার করেন। যে হতভাগ্য তাঁহার আদেশ পালনে ইতস্তত করিত, তৎক্ষণাৎ তাহাকে যমালয়ে প্রেরণ করা হইত।

এসমূনী বংশ

এই সময়ে এসমূনী বংশোদ্ভব মিত থাথিয়স নামক এক বৃদ্ধ ধর্মযাজক

১. এই দুর্ঘটনা—খৃস্টের ৭৯ বর্ষ পূর্বে সংঘটিত হয়।
২. বিগ্রহ পূজা ও দেবোপাসনাই তৎকালে গ্রীকদিগের ধর্ম ছিল।

তদীয় পঞ্চ পুত্রসহ [১] স্বীয় ধর্ম রক্ষার্থে জেরুসালেম হইতে পলায়ন করিয়া জন্মস্থান মদায়নে (মওদন) চলিয়া যান। এন্টিয়ক্স মদায়নেও মিতথাথিয়সের পশ্চাদ্ধাবনার্থ সৈন্য প্রেরণ করেন। অনন্যোপায় মিতথাথিয়স আপনার পাঁচ পুত্র এবং বহু ধর্মপরায়ণ য়াহূদীর সহিত সমবেত হইয়া সম্রাট বাহিনীর বিরুদ্ধে ধর্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করেন। সেই যুদ্ধে রাজসৈন্য পরাস্ত হয়। মিতথাথিয়স যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া গর্ব-স্ফীত হৃদয়ে হায়কালের প্রতিমা বিধ্বস্ত করলেন এবং যাহারা দেবোপাসনা পরিত্যাগে অসম্মতি প্রকাশ করিল, তাহাদিগের প্রাণ বিনাশ করিলেন।[২]

মিতথাথিয়সের পর তদীয় পুত্র ঈহুদা তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইলেন।[৩] ঈহুদা মাকাবিস উপাধিতে বিখ্যাত ছিলেন। মাকাবিস পিতার অধিকৃত জেরুসালেমের প্রনষ্ট নগর সংস্কার করত প্রতিমাদি দূরীভূত করিয়া হায়কাল পরিষ্কার ও পবিত্র করিলেন।

এদিকে সম্রাট এন্টিয়ক্স মিতথাথিয়সের অবিমৃষ্যকারিতার প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে পুনরায় জেরুসালেম আক্রমণের আয়োজনে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া ইহলীলা সাঙ্গ করেন।

এন্টিয়ক্সের মৃত্যু হইলেও মাকাবিস এন্টিয়ক্স-রাজগণের ভয়ে জড়সড় রহিলেন। এই সময়ে প্রবল প্রতাপশালী রোমীয় সম্রাটগণ দুর্দশাগ্রস্ত অভাব-বিজড়িত নরপতিদিগের বিশেষ বন্ধু হইতেন বলিয়া কথিত আছে। মাকাবিস এন্টিয়ক্সদিগের ভয় এড়াইয়া নিরাপদ পাইবার আশায় রোমীয় সম্প্রদায়[৪] সমীপে দূত প্রেরণপূর্বক সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। রোমীয় সম্রাট মাকাবিসের নিবেদন গ্রহণপূর্বক সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

---

১. ইউহানা, শামউন, ঈহুদা, ইলগাজর, ইউন্তান।

২. ইহা খৃস্টাব্দের ১৬৭ বৎসর পূর্বের ঘটনা।

৩. হিব্রু ভাষায় প্রথম মাকাবিস ও দ্বিতীয় মাকাবিস নামক যে দুইখানি ধর্ম-গ্রন্থ আছে এবং গ্রীক, সিরীয় ও রোমান ক্যাথলিক খৃস্টানগন যাহাকে অদ্যাপি স্বর্গীয় কিতাব বলিয়া জানেন, তাহা এই মাকাবিস (ইহুদার) কৃত।

৪. তৎকালে রোমীয় সিংহাসন এটমী নগরে প্রতিষ্ঠিত ছিল।

এদিকে ডমিরপুসের প্রবল বাহিনী জেরুসালেম অবরোধ করিয়া বসিল। দুর্ভাগ্যবশত রোমীয় সম্রাটও কোন সহায়তা করিলেন না এবং মাকাবিসের সৈন্য-সামন্তও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল। মাকাবিস নিরাশ জীবন লইয়া পশ্চাৎপদ হইলেন না, সিংহ বিক্রমে যুদ্ধ করিয়া সমরে নিহত হইলেন।[১]

মাকাবিস আকস্মিক যুদ্ধে মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তদীয় অনুজ ইউত্তান তাঁহার স্থলবর্তী হইলেন। ইউত্তান স্বীয় সহোদর শামউনের সাহায্যে য়াহূদী ধর্মের সুশৃঙ্খল বিধানপূর্বক উহাকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া তোলেন। কিন্তু তিনিও অল্পদিন মধ্যেই সিরিয়ার নরপতির হস্তে পুতুলেক্স নগরে (পটিলেম্‌স) নিহত হন। অতঃপর তদীয় ভ্রাতা শামউন ১৪৪ পূর্ব খৃস্টাব্দে তাঁহার স্থলবর্তী হন। তিনি ভিন্ন জাতীয়দের অধীনতাপাশ হইতে য়াহূদী-দিগকে সম্পূর্ণরূপে বিমুক্ত করিয়াছিলেন। শামউনও অল্পকাল মধ্যে—ভ্রমণ হইতে প্রত্যাবর্তন কালে ইরিহ দুর্গে স্বীয় জামাতা বিশ্বাসঘাতক টুলেমীর হস্তে জীবন বিসর্জন দেন।

শামউনের পর তৎপুত্র ইউহানা (যোহন) জেরুসালেমের শাসন সংরক্ষ-ণের কর্তৃত্ব ও হায়কালের ধর্ম-যাজকের পদ লাভ করেন। পার্শ্ববর্তী কয়েকজন ভূম্যধিকারী (সুবাদার)-কে স্বীয় আনুগত্য স্বীকার করাইয়া লন ও সামেরীয়দিগের প্রতিষ্ঠিত হায়কাল বিধ্বস্ত করেন এবং বহু লোককে স্বধর্মে আনয়ন করিয়া রোমীয়দিগের সহিত নতুন সন্ধি সংস্থাপন করেন।

ইউহানার মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র আরাস্ত বুলাস য়াহূদীদিগের মধ্যে অতি পূর্বের ন্যায় স্বাধীন রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজকে জেরু-সালেমের স্বাধীন সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন।[২] তাঁহার স্বর্গারোহণের পর তৎপুত্র সিকান্দর জেন্নিউস সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি ২৭ বর্ষ কাল রাজত্ব করিয়া খৃস্টজন্মের ৭৯ বর্ষ পূর্বে ইহলীলা সম্বরণ করেন।

---

১. ইহা খৃস্টপূর্ব ১৬০ অব্দের ঘটনা।

২. য়াহূদীগণ বাবিলনে বন্দী হইয়া যাইবার পর ইনিই প্রথম স্বাধীন সম্রাট হন।

রোমীয়দিগের জেরুসালেম অধিকার

জেরুসালেমের একচ্ছত্র স্বাধীন সম্রাট আরাস্তু বুলাস স্বর্গগত হইলে তদীয় দুই সহোদর ধর্মাচার্যের পদ লইয়া বিসম্বাদে নিরত হন এবং উভয়েই পরাক্রান্ত রোম সম্রাট পোম্পাইর (পোইমীর) নিকট বিচার প্রার্থনা করেন। এই সময়ে সম্রাট পোম্পাই জেরুসালেমের পার্শ্ববর্তী কয়েকটি স্থান আপন রাজ্যভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ভ্রাতৃ বিবাদের এই স্বর্ণ-সুযোগে চতুর রোম সম্রাট রক্ষক স্থলে ভক্ষক হইয়া বসিলেন। তিনি অদীন পরাক্রমে জেরুসালেম আক্রমণ করিয়া তিন মাস অবিরাম যুদ্ধের পর নগর অধিকার করিয়া বসেন। এই যুদ্ধে স্বাধীনতা প্রিয় দ্বাদশ সহস্র য়াহূদী স্বদেশ রক্ষার্থে জীবনাহুতি প্রদান করিলেন।

সম্রাট পোম্পাই নগরাধিকারপূর্বক প্রধান ধর্মাচার্যকে উহার শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া চলিয়া যান। এই হইতে য়াহূদী রাজা—জেরুসালেম নগর রোম-সাম্রাজ্যভুক্ত হইল।

(এক সময়ে) রোমীয় সম্রাটগণ যখন দিগ্বিজয়ে প্রবৃত্ত হন, এন্টিপিটর নামধেয় জনৈক ব্যক্তি তখন তাঁহাদিগকে বহু সহায়তা করিয়াছিলেন। সম্রাট উহারই পুরস্কার স্বরূপ এন্টিপিটরকে য়াহূদী (জুডিয়া) ও উহার পার্শ্ববর্তী নগরসমূহের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। তিনি য়াহূদীদিগের প্রধান ধর্ম-যাজককেও এন্টিপিটরের অধীন করিয়া দিয়াছিলেন।

হযরত ঈসার ৪০ বর্ষ পূর্বে এন্টিপিটর পরলোকগত হইলে তাঁহার পুত্র হিরুদিয়াস সিরিয়া জলীলের (গেলিলের?) শাসনকর্তা নিযুক্ত হন এবং এন্টিগুনাস নামক এক ব্যক্তি য়াহূদীদিগের ধর্মাচার্য ও জেরুসালেমের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। রোম সাম্রাজ্য হইতে নিযুক্ত হন এবং এন্টিগুনাস নামক এক ব্যক্তি য়াহূদীদেগের ধর্মাচার্য ও জেরুসালেমের শাসন কর্তৃত্ব গ্রহন করেন। রোম সাম্রাজ্য হইতে তাঁহারা উভয়েই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। এন্টিগুনাসের শত্রুতাচরণে উত্যক্ত হিরুদিয়াস অচিরে পলায়ন করিয়া রোমে উপস্থিত হন। হিরুদিয়াস রোমীয় সম্রাটের নিকট স্বীয় দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করিয়া তদীয় পিতা[১] এন্টিপিটর

---

১. মূল ইতিহাসে দেখা যায়—হিরুদিয়াসের পিতামহও রোম-সম্রাটের বহু কার্যে সহায়তা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমরা তদীয় পিতা যে

জেরুসালেম আক্রমণ কালে যে বিবিধ সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখপূর্বক হৃত-রাজ্য পুনঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত আবেদন করেন। তন্মতে সম্রাট তাঁহাকে য়াহূদীদিগের রাজা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু প্রাগুক্ত আচার্য এন্টিগুনাস পূর্ববৎ তাঁহার বিরুদ্ধবাদীই রহিলেন। তিন বৎসর যুদ্ধের পর হিরুদিয়াস জেরুসালেম অধিকার করিতে সমর্থ হন। তিনি মেরী নাম্নী এক য়াহূদী রমণীর পাণি গ্রহণ করত য়াহূদী সম্প্রদায়ের বিশ্বাস-ভাজন হইয়া রাজ্য সুদৃঢ় করিবার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। এই রূপে তাঁহার রাজত্ব ৩৫ বর্ষ কাল স্থায়ী হইয়াছিল। ইহার সময়েই হযরত ঈসা জন্ম পরিগ্রহ করেন।[১]

তৃতীয়বার হায়কাল-সংস্কার

হিরুদিয়াস জেরুসালেম কুক্ষিগত করত য়াহূদীদিগকে সন্তুষ্ট করিবার মানসে ধীরে ধীরে হায়কাল সংস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন। অল্প অল্প ভাঙ্গিয়া উহার কার্য শেষ করাইয়া পুনশ্চ আর কতটুকু ভাঙ্গিয়া উহা প্রস্তুত করাইতেন। এরূপ পর্যায়ক্রমে অষ্টাদশ সহস্র লোক ৯ বৎসর পর্যন্ত খাটিতেছিল। কিন্তু উহার কার্য সম্পূর্ণ হইতে ৪৬ ছয়চল্লিশ বৎসর লাগিয়াছিল। তখন হযরত ঈসা (আ.) ৩০ ত্রিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করিয়াছিলেন।

মোরিহা পর্বত-শৃঙ্গও যখন য়াহূদীদিগের পক্ষে পর্যাপ্ত হইল না, তখন পর্বতের চতুর্দিকে প্রস্তর দ্বারা এক প্রকাণ্ড বাঁধ (পোস্তা) প্রস্তুত করা হয়। ইহা দক্ষিণ দিকে ৬০০ ছয় শত ফিট উচ্চ ছিল। নগরের বহিঃস্থ প্রাচীর ২৫ পঁচিশ ফিট উচ্চ এবং অর্ধ মাইল পরিসর ছিল। ইহার ভিতরে প্রাচীর সংলগ্ন চারিদিকেই সুন্দর বারান্দা নির্মিত হইয়াছিল। বারান্দায় লোকে পায়চারী করিয়া বেড়াইতে পারিত এবং হায়কালের নজর-নিয়াজের নিমিত্ত কবুতর প্রভৃতি পাখী বিক্রেতা ও টাকা-পয়সার

জেরুসালেম আক্রমণকালে সহায়তা করিয়াছিলেন, তাহাই উল্লেখ করা সমধিক সমীচীন বলিয়া মনে করি।

১. মতান্তরে—ইহার পরে বলিয়া দৃষ্ট হয়।

বাস্তিন্দারগণ এই বারান্দায় বসিতে পারিত। ইহার মধ্যেই এক স্থানে রব্বী আখ্যাধারী য়াহূদী সম্প্রদায়ের আচার্যগণ ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন।[১]

বহিঃস্থ প্রাচীরে ৯ নয়টি সিংহদ্বার ছিল। তোরণ দ্বারসমূহ সেই বিশাল বাঁধের উপর নির্মিত ছিল বলিয়া উহাতে প্রবেশ করিতে নিম্নস্তর বাহিয়া উর্ধ্বে উঠিতে হইত। এইজন্য তথায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সোপান-শ্রেণী সন্নিবিষ্ট ছিল। এই ফটকগুলি দেখিতে অতিশয় সুদৃশ্য ছিল। বিশেষত পূর্বদিকের সিংহদ্বারটি অত্যধিক সুন্দর ছিল। উহা জয়-তুন পর্বতের পুরোভাগে অবস্থিত ও উৎকৃষ্ট পিত্তল নির্মিত এবং ৩৭ হাত উচ্চ ছিল। উহার নিকটস্থ বারান্দা সুলেমান নামে পরিচিত ছিল। বারান্দার বহির্ভাগ সর্বসাধারণের এবং অন্তর্ভাগ কেবল য়াহূদী মহিলাদিগের জন্য নিরূপিত ছিল (য়াহূদী রমণীগণ কেবল কুরবানী আনয়নকালে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে পারিতেন)। ইহার সম্মুখভাগে ইসরাইল ও তৎপর লাবিদিগের নির্দিষ্ট স্থান ছিল। এখানে কুরবানী-ভূমি ও পিত্তল নির্মিত হাউজ খাস হায়কালের সম্মুখে ছিল।

খাস হায়কাল অতিশয় উচ্চ ও অতুলন রমণীয় ছিল। উহার সম্মুখস্থ একটি বারান্দা দেড়শত ফিট উচ্চ ও দেড়শত ফিট বিস্তৃত ছিল। হায়কালের ভিতর দুইটি প্রকোষ্ঠ ছিল। একটিকে কোদ্দুস বলিত। উহা ৬০ ফিট দীর্ঘ, ৬০ ফিট উচ্চ, ৩০ ফিট প্রশস্ত ছিল। ইহাতে নজরের রুটি রাখিবার মেজ, ধূপ ধুনা জ্বালাইবার পাত্র এবং স্বর্ণের দীপাধার সংরক্ষিত ছিল। অপর কামরার নাম কুদ্সুল আক্দাস। উহা ২০ ফিট দীর্ঘ, ২০ ফিট প্রশস্ত ও উচ্চ ছিল। হায়কালের প্রথম সময়ে এই প্রকোষ্ঠে প্রতিজ্ঞার সিন্দুক স্থাপিত ছিল। সিন্দুকের ভিতর হযরত হারুনের যষ্টি ও অপর দুইটি জিনিস সংরক্ষিত ছিল। এই প্রকোষ্ঠে প্রধান পুরোহিত ব্যতীত অপর কাহারও প্রবেশাধিকার ছিল না। তিনিও বৎসরে একবার মাত্র ইহার ভিতরে গমন করিতেন। প্রকোষ্ঠদ্বয়ের মধ্যে বহুমূল্য অতি সরু (কাতানের) পর্দা দোলায়মান ছিল। খাস হায়কালের চারিদিকে পুরোহিতগণের বাসোপযোগী

১. হযরত ঈসা (আ.) এই স্থানে রব্বীদিগকে তর্কে পরাজিত করিয়াছিলেন। (লুক, ২য় অধ্যায়, ৬ পৃষ্ঠা।) প্রথম ঈসায়ীগণও এই স্থানে সমষ্টি-ভুক্ত হইতেন (আমাল, ২ অধ্যায়, ৪৬ পৃষ্ঠা)।

বহুতর ত্রিতল প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল এবং এইরূপ আরো অনেকগুলি অট্টালিকা ছিল। এই সমুদয় প্রাসাদই মর্মর প্রস্তর নির্মিত।

ইহা হযরত ঈসার সময়ের হায়কাল। ইহারই কোন এক প্রকোষ্ঠে হযরত ঈসার জননী বিবি মরিয়ম হযরত জাকারিয়া (আ.)-এর নিকট প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। এই হায়কালেই হযরত ঈসা (আ.) ও তদীয় সহচরগণ (হাওয়ারীয়া) প্রার্থনার নিমিত্ত পদার্পণ করিতেন।

সম্রাট হিরুদিয়াস জিরিহ (এরিহ) নগরে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন। তাঁহার অত্যাচারে য়াহুদীগণ তৎপ্রতি নিতান্ত বীতশ্রদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল।[১]

প্রথম হিরুদিয়াসের আরক্লাউস, কালীবুস ও এন্তিপাস (এন্তাপাস) তিন পুত্র ছিল। এইজন্য তাহার রাজ্য তিন খণ্ডে বিভক্ত হয়। য়াহুদীয়া, উদুমীয়া ও সামেরীয়া আরক্লাউসের,—বয়তে আইনা ট্রাখন্তিস (তেরাখান্তিস) প্রভৃতি দেশ কালীবুসের এবং গলতীয়া ও পরিয়া এন্তিপাস প্রাপ্ত হন। হিরুদিয়াসের বংশ হিরুদিয়াস নামে অভিহিত হইত। আরক্লাউসও পিতার ন্যায় অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহার এই অত্যাচারের মাত্রা অত্যন্ত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে রোম সম্রাট অগাস্টাস তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও ফ্রান্সে নির্বাসিত করেন। সেখানেই তাঁহার ভবলীলা সাঙ্গ হয়। তিনি ৯ নয় বৎসর মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন।

এই সময় হযরত ঈসার অভ্যুত্থান হয় এবং তিনি স্থানে স্থানে ধর্মোপদেশ প্রদান ও অলৌকিকত্ব (মু'জিযা) প্রদর্শনারম্ভ করেন। য়াহুদিগণ পূর্বগত ভাববাদী পয়গাম্বরগণের ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে কোন এক মহাশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষের অভ্যুদয় প্রতীক্ষা করিতেছিল বটে, কিন্তু তাহারাই স্বীয় ভাগ্য-বৈগুণ্য ও ভ্রান্ত বুদ্ধিবশত হযরত ঈসার ঘোরতর শত্রু হইয়া দণ্ডায়মান হয়। এই শত্রুতার পরিণাম ফল বড়ই ভয়াবহ ও শোচনীয় হইয়াছিল। য়াহুদীগণ হযরত ঈসাকে আবদ্ধ করত রোমীয় শাসনকর্তা প্লাটুসের নিকট

১. ইহা পাদরী স্কটের বর্ণনা।

২. তাঁহার পর তদীয় পুত্র পিতৃ-স্থলাভিষিক্ত হন। ইহার ভয়েই বাল্যকালে হযরত ঈসা জননীসহ মিসরে চলিয়া যান। ইহারই আদেশে হযরত এহয়ার শিরশ্ছেদন হয় এবং মৃৎপাত্রে করিয়া তদীয় মস্তক তৎসমীপে নীত হয়।

বিদ্রোহের অপবাদ দিয়া শূলে বধ করিতে লইয়া যায়। পাইলাতুস য়াহূদীদিগের অভিযোগানুযায়ী তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া বধ করিতে আদেশ প্রদান করেন। এই সময়ে সর্বশক্তিশালী বিশ্বস্রষ্টা হযরত ঈসাকে চতুর্থ আকাশে উত্তোলন করিয়া লন এবং তাঁহারই অবয়ব বিশিষ্ট অপর এক ব্যক্তিকে য়াহূদীগণ শূলে চড়াইয়া প্রাণ সংহার করে।

হযরত ঈসার অন্তর্ধানের পর য়াহূদীগণ তদীয় সহচর-অনুচরদিগের প্রতি কঠোর উৎপীড়ন আরম্ভ করে। ইহার উপর রোমীয় সম্রাটগণের সহায়তায় তাহাদের অত্যাচারের মাত্রা আরও বৃদ্ধি করিয়া তুলিল। হযরত ঈসা ধর্মোপদেশ প্রদানকালে য়াহূদীদিগকে এক আকস্মিক ভীষণ বিপদে হায়কাল ও জেরুসালেম ধ্বংস হইবার বিষয় অবগত করাইলেন, কিন্তু য়াহূদীগণ তদীয় ভবিষ্যদ্বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে প্রস্তুত হয় নাই।

য়াহূদীদিগের স্বাধীনতা ঘোষণা

হযরত ঈসা (আ.)-র স্বর্গারোহণের পর য়াহূদীয় প্রদেশে হিরুদিয়াস বংশের শাসন-শৃঙ্খলার অভাবে তাঁহাদের রাজ্যে নানা বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। তৎকালে রোমক সম্রাটের একদল রিজার্ভ সৈন্য জেরুসালেমের এরক নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। য়াহূদীগণ তখন এই শক্তির সমস্যায় নিপতিত হইয়া ধ্বংসমুখে অগ্রসর হইতেছিল। রোমকদিগের সীমাবদ্ধ শাসনে বিরক্ত হইয়া এবং স্বীয় বংশীয় সম্রাটদের যশঃপ্রভাব উপাখ্যান শ্রবণে উত্তেজিত হইয়া তাহারা রোমীয় শাসনের নাগপাশ হইতে মুক্তিলাভের আশায় উন্মত্ত প্রায় হইয়া উঠিল। প্রেরিত মহাপুরুষদিগের ভবিষ্যদ্বাণী এবং মনুষ্যের কুকর্মের ফল কখনো ব্যর্থ হওয়ার নহে। ভ্রষ্টবুদ্ধি য়াহূদীগণ মূলে গলদ রাখিয়াই স্বাধীনতার ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিল। কালে তাহাই তাহাদের উপর আপতিত হইয়া তাহাদের সর্বনাশ সাধন করে। য়াহূদীগণ রাজ্যে বিদ্রোহাগ্নি প্রজ্বলিত করিল এবং সহসা এরকের রোমক সৈন্যদলকে অবরোধ করত তাহাদের সকলের প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিল। আরও বহুল রোমীয় লোক তাহাদের হাতে নিহত হইল। এইরূপে জেরুসালেমে য়াহূদীগণ আপন অধিকার ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিল।

খৃস্টীয়গণ এই বিদ্রোহে যোগদান করেন নাই। বরং তাহারা এইজন্য

হযরত ঈসা (আ.)-র সংবাদানুসারে (লুক-২১ অধ্যায়) নগর হইতে পলায়ন করিয়াছিল।

বহুদিন পরে য়াহূদীরা স্বাধীনতার মুখ দেখিল বটে, কিন্তু তাহাদের এ সুখ-স্বপ্ন ক্ষণিক দিন স্থায়ী হইল না। অচিরেই রোমক সর্দার সিপাস্তাইন এক বিপুল বাহিনীসহ জেরুসালেম আক্রমণ করেন। তদন্তর (তিন কায়সার পদ প্রাপ্ত হইলে) তৎপুত্র টিটস অবরোধ কার্যের ভার গ্রহণ করেন।

জেরুসালেম ও হায়কালের সপ্তম দুর্ঘটনা

যুবরাজ টিটস নগর অবরোধ করত বিখ্যাত ঐতিহাসিক যোসেফকে য়াহূদীদিগের নিকট সন্ধি করণার্থে কয়েকবার পাঠাইয়া বলিয়াছিলেন, "তোমরা নগর আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া দেশে শান্তি স্থাপন কর। তবেই তোমাদিগকে সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে দিব।" স্বাধীনতামত্ত য়াহূদীগণ সুদৃঢ় নগর-প্রাচীরের প্রতি নির্ভর করিয়া পূর্ণ গর্বিত ছিল; নিখিল বিশ্বস্রষ্টার উপর তাহাদের আদৌ নির্ভর ছিল না। এরূপ অবস্থায় তাহারা বিপুল বিক্রমে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল; দুর্ভাগ্যবশত আল্লাহ্‌র কোপে নিপতিত তাহাদিগকে রসদাভাবে মৃতদেহ পর্যন্ত ভক্ষণ করিতে হইল। দারুণ জঠর-জ্বালায় তাহাদের মধ্যে আত্মকলহ উপস্থিত হওয়াতে তাহাদের দুর্জয় শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। সেই ছিদ্রে দলে দলে রোমক সৈন্য নগরে প্রবেশ করিয়া স্ত্রী পুরুষ বালক-বৃদ্ধ নির্বিশেষে সকলের প্রাণ-সংহার করিল। ক্রোধান্ধ রোমক সৈন্য-বৃন্দ নগরে আগুন সংযোগ করিয়া দিল। সেনাপতি হায়কাল রক্ষা করিতে বহু চেষ্টা করিলেন বটে; কিন্তু তাঁহার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইল। রণোন্মত্ত সেনানীগণের হট্টগোলে ও ভীষণতর শোচনীয় ব্যাপারে কেহই তাঁহার কথা শুনিল না। ছয় সহস্র য়াহূদী যে স্থানে আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও অগ্নিতে ভস্মীভূত হইয়া গেল। হুতাশনের বিশাল লোল-জিহ্বা লক্‌ লক্‌ করিয়া অচিরে নগরের চতুর্দিক পরিবেষ্টিত করত সমুদয়ই আপন উদরসাৎ করিল; অগ্নিশিখা ঊর্ধ্বে উঠিয়া বিকট অট্টহাস্যে বিশ্ববাসীকে আল্লাহ-দ্রোহিতার ভীষণ শোচনীয় পরিণাম প্রদর্শন করিল। এদিকে সৈন্যগণের রক্ত-লোলুপ তরবারি জীবজন্তু ও মনুষ্যের রক্তে নদী প্রবাহিত করিল। নগরের ভিত্তিমূল পর্যন্ত উৎসন্ন হইল। পবিত্র হায়কালের একখানি ইষ্টকও রক্ষা পাইল না! সকলই ভয়াবহ ভস্মস্তূপে পরিণত

হইল। এমন কি, তৌরিত গ্রন্থখানিও প্রচণ্ড অগ্নির কবল হইতে নিস্তার পাইল না। এই লোমহর্ষণ শোচনীয় প্রলয়-কাণ্ডে একাদশ লক্ষ য়াহূদী (বনী-ইস্রাইল) হত এবং এক লক্ষ য়াহূদী দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিল।[২]

এই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনার পূর্বে কতিপয় আশ্চর্য লক্ষণ দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল ঃ

প্রথম—একটি তরবারি সদৃশ নক্ষত্র নগরের উপর উদিত হইয়াছিল। আর একটি পুচ্ছধারী নক্ষত্র সমগ্র বৎসর দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—ঈদে ফেসাহ্ (পর্ব বিশেষ) এর দিবস কুরবানী স্থানের সন্নিকটে অর্ধ ঘণ্টা কাল স্থায়ী এমন একটি আলোক প্রজ্বলিত ছিল যে, তাহাতে রাত্রিকে দিবস বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল।

তৃতীয়—হায়কালের দক্ষিণ পার্শ্বের পিত্তল-নির্মিত সিংহদ্বারের ফটক—যাহা বন্ধ করিতে ২০ বিশ জন লোকের পক্ষেও কষ্টকর হইত—এক রজনীতে আপনা আপনি উহা উন্মুক্ত হইয়াছিল।

চতুর্থ—'ঈদে ফেসাহের' কিছুদিন পরে সূর্যাস্তের পরক্ষণে মেঘপুঞ্জে কতকগুলি যুদ্ধযান ও অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত সেনানী বহুক্ষণ পর্যন্ত নয়ন-গোচর হইয়াছিল। (রোমান স্কট সাহেবের তফসীর, ১৮৭ পৃষ্ঠা)

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতে এই দুর্ঘটনা ৭০ খৃস্টাব্দে অর্থাৎ হযরত ঈসার চতুর্থ আকাশে গমনের ৪০ বৎসর পরে সংঘটিত হয়। তখন হযরত ঈসার অনুচরবর্গের মধ্যে যোহন (ইউহান্না) আফসস নগরে জীবিত ছিলেন। হিন্দী তারিখে কলিসা—২৭।২৮ পৃষ্ঠা)

এবম্বিধ লোমহর্ষণ নির্যাতন ও লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াও য়াহূদীগণের পাপাচার ন্যূনতা লাভ করিল না। তজ্জন্য এই দুর্ঘটনার ৬৪ বর্ষ পরে রোমক

১. এই তৌরিতখানি উসেমীর সময় সংগৃহীত হইয়াছিল। কেহ কেহ বলেন,—টিটস এই তৌরিত লইয়া গিয়াছিলেন। (মেফতাহাল কিতাব, ২১ পৃষ্ঠা)

২. মওলানা আবদুল হক দেহলবী বলেন, "এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত বলিয়া বিবেচিত হয়।

সম্রাট আড্রিয়স য়াহূদীদিগের প্রতি ভয়ানক উৎপীড়ন আরম্ভ করেন। সম্রাট প্রচার করিলেন, "যে ব্যক্তি ত্বকচ্ছেদ (খাতনা) করিবে, তাহার প্রাণ বধ করা হইবে।" এই হইতে খৃস্টানগণ য়াহূদী সন্দেহে নিহত হইবার আশঙ্কায় তৌরিত ও হাওয়ারীদিগকে এবং হায়কালে গমন পর্যন্ত পরিত্যাগপূর্বক সাধু পলসের উপদেশ মত ত্বকচ্ছেদন-প্রথা পরিবর্জন করিল।

অতঃপর সম্রাট্ আড্রিয়সই জেরুসালেম ও হায়কালের নষ্টাবশেষ ভিত্তির উপর পুনবায় চড়াও করিলেন এবং জেরুসালেম নাম পরিবর্তন করত তদীয় বংশ-নামে উহার ইলিয়া নগর নাম রাখিলেন। সম্রাট আড্রিয়স ১৩৮ খৃস্টাব্দে পরলোকগত হন।

ইহার পর বহু সম্রাট্ রোম-সিংহাসনে উপবেশন করিলেন, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশই খৃস্টান ও য়াহূদী—উভয় জাতিরই অতি মাত্রায় শত্রু ছিলেন। অবশেষে ৩৩৭ খৃস্টাব্দে সম্রাট কনস্টান্টাইন (কনস্তান্তিন)[১] আপন রাজ্য সুদৃঢ় ও স্থায়ী করিবার মানসে খৃস্টধর্ম অবলম্বন করেন। তিনি এবং তাঁহার অবর্তমানে তৎপুত্র দ্বিতীয় কনস্টান্টাইন বলপূর্বক লোক-দিগকে খৃস্টধর্মে দীক্ষিত করিতে থাকেন।

ইহার পর দ্বিতীয় কনস্টান্টাইনের উত্তরাধিকারী ও তৎপুত্র প্রসিদ্ধ জুলিয়াস সিজার (জুলিয়াস কৈসর) পিত্রাশ্রিত খৃস্টধর্মের ঘোরতর বিরোধী হইয়া দাঁড়ান। হযরত ঈসার একটি ভবিষ্যৎ বাক্য[২] মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার

---

১. এই সম্রাট অতিশয় অত্যাচারী ও নির্দয় স্বভাবের লোক ছিলেন।

২. লুক ইঞ্জিল—২১ অধ্যায়, ২৪ পদ।

হযরত ঈসার ভবিষ্যদ্বাণী এই—যে পর্যন্ত ভিন্ন জাতির কাল সম্পূর্ণ না হইবে, সে পর্যন্ত ভিন্ন জাতি কর্তৃক জেরুসালেম পদদলিত হইতে থাকিবে। খৃস্টান সম্প্রদায় এই উক্তির মর্মোদ্ধার করিয়াছিল যে, অন্য কোনও জাতি হায়কাল বা জেরুসালেম আবাদ করিতে পারিবে না।— যেরূপ জুলিয়াস সিজার ভিন্ন জাতীয় (মূর্তিপূজক) ছিলেন বলিয়া আবাদ করিতে সক্ষম হন নাই। এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে, হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর প্রতিনিধি দ্বিতীয় খলীফা মহাত্মা উমর ফারুক (রা) যে উহা আবাদ করিয়াছিলেন, তিনি ভিন্ন জাতীয় ছিলেন না কি?

জন্য জেরুসালেমের হায়কালের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেন। এই নিমিত্ত তিনি বহু রাজমিস্ত্রীও প্রেরণ করেন। হায়কালের ভিত্তিমূল খনন কালে এরূপভাবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সমুত্থিত হইতে লাগিল যে, কর্মচারিগণ আর খনন করিতে পারিল না। তাহারা বহুবার চেষ্টা করিল বটে, কিন্তু কিছুতেই হায়কাল নির্মাণে সক্ষম হইল না। এই ঘটনা ৪০০ খৃস্টাব্দের অব্যবহিত পূর্বে ঘটিয়াছিল।

খুস্রু পারভেজের জেরুসালেম অধিকার

হযরত রসূলের সময়ে ৬১৬ খৃস্টাব্দে ইরানাধিপতি সম্রাট খুসরু পারভেজ জেরুসালেম অধিকার করেন ও ১৯ সহস্র লোকের প্রাণ সংহার করিয়া গির্জা-সমূহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলেন।

কৈসরদিগের সময়ে ইরানের সাম্রাজ্য অতিশয় সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তখন ইরানের সম্রাট ও রোমীয় কায়সারদিগের মধ্যে বহুবার যুদ্ধ-বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। তাহাতে কখন এ-পক্ষের কখন বা ও-পক্ষের জয়লাভ ঘটিত। তৎকালে রোমীয় সাম্রাজ্য আরব সীমা হইতে ইংলণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অবশেষে এই বিশাল রোমক সাম্রাজ্য দ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমাংশ পশ্চিম রোম নামে পরিচিত হয়। ইহার রাজধানী ছিল আটলী নগর। ইহা একবার সাম্রাজ্যের পশ্চিমস্থ অসভ্য অধিবাসিগণ অধিকার করিয়াছিল। দ্বিতীয় অংশ পূর্ব রোম নামে খ্যাত হয়। ইহার রাজধানী ছিল কুস্তুন্তুনিয়া।

এদিকে ইরান সাম্রাজ্য পূর্বস্থিত সমস্ত রাজ্যে বিস্তৃতি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তৎকালে যেন পৃথিবীতে এই দুইটি ভিন্ন আর রাজ্য ছিল না। অত্যল্পকাল মধ্যেই উভয় সাম্রাজ্যের অধিকাংশই মুসলমানগণ অধিকার করিয়া লয়।

রোমক সম্রাট হারকিউলাসের জেরুসালেম অধিকার

সম্রাট খুসরু পারভেজের অধীনে জেরুসালেম অধিক দিন ছিল না। কিছুদিন পরেই রোমক সম্রাট হারকিউলাস (হরকাল) খুসরুকে পরাজিত

পক্ষান্তরে সাড়ে বারশত বর্ষেরও অধিককাল পর্যন্ত মুসলমানগণ শুধু জেরুসালেম নহে বরং তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহও (আল্লাহ্ হযরত ইবরাহীম ও তদীয় বংশধরগণের জন্য যাহা অঙ্গীকার করিয়াছিলেন) অধিকার করিয়া রহিয়াছেন।

করিয়া জেরুসালেম স্বাধিকারভুক্ত করেন। ইহার হস্তেও জেরুসালেম বড় বেশী দিন ছিল না। নয় বৎসর পর খলীফা উমর জেরুসালেম অধিকার করেন।

ইতিপূর্বে আরও বহু কায়সার গত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের কেহই হায়কাল নির্মাণ করেন নাই। টিটসের (তীতস) সময় হইতে দ্বিতীয় খলীফা মহাত্মা উমরের সময় পর্যন্ত যদিও জেরুসালেম আবাদ হইয়াছে এবং খৃস্টানগণ তাহাদের ধর্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং য়াহূদীগণও বাস করিয়াছে, তথাপি প্রায় সুদীর্ঘ ছয়শত বর্ষকাল পবিত্র হায়কাল উৎসন্ন অবস্থাতেই পড়িয়াছিল। উহার ভিত্তিমূলের ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত কিছুই অবশিষ্ট ছিল না। খলীফা উমর ফারুকই পুনর্বার হায়কালস্থলে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সম্মুখে প্রদত্ত হইল। ঐতিহাসিকদের মধ্যে ওয়াকিদী বিষয়টি সুন্দররূপে প্রকটিত করিয়াছেন; কিন্তু আমরা খৃস্টমতাবলম্বী ইতিবৃত্তাকারদিগের উক্তিই উদ্ধৃত করিতেছি।

চতুর্থ অধ্যায়

ইসলামের প্রভাব

শেষ-প্রেরিত মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স.) সংসারের অসার মায়ায় জলাঞ্জলি দিয়া বিশ্বস্রষ্টার নিকট গমন করিলে তাঁহার সহৃদাভিষিক্ত প্রথম খলীফা ধর্মাত্মা আবু বাকর সিদ্দিক (রা.) এজিদ বেনে আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বাধীনে এক বিপুল বাহিনী সিরিয়া অধিকার করিতে প্রেরণ করেন। রোমক সম্রাট হারকিউলাস (হরকাল) তদীয় প্রজাবৃন্দকে মুসলিম-বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য উত্তেজিত করেন ; কিন্তু তাহাতে কিছুই ফলোদয় হইল না। এদিকে সেনাপতি এজিদ শনৈঃ শনৈঃ রাজ্য জয় করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ খলীফার নিকট জয় সংবাদ প্রেরণ করিতে লাগিলেন।

এই সময় জেরুসালেম অধিকার করিবার জন্য আর একদল মুসলিম সৈন্য প্রেরিত হইল। বসরা নগরী অধিকার করিয়া চারি দিবস পরে সারাসেন (ইসলামী) গণ দামাসকাসের প্রাচীর পার্শ্বে অবতীর্ণ হইলেন। দামাসকাস সিরিয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী। এই নগর অধিকার লইয়াই মুসলমানদিগের সহিত খৃস্টানদিগের ভীষণ সংঘর্ষ হইয়াছিল।

সারাসেনদিগের যে সমুদয় সৈন্য সিরিয়া বায়তুল মুকাদ্দাসে (জেরুসালেম) অধিকারের উদ্দেশ্যে স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে নিযুক্ত ছিল, তৎসমুদয়ই আজনাডিনের বিশাল মাঠে সমবেত হইল। এই সময় রোমকদিকের সপ্ততি সহস্র সুদক্ষ সেনা তাহাদের সম্মুখীন হয়। বীর-কুল-কেশরী মহাত্মা খালিদ বেনে ওয়ালীদ (রা.) আরবীয়দিগকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে হইবে বলিয়া তাহাদের সন্ধির প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। মহানুভব খালিদ সৈন্যদিগকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বিপক্ষদিগকে আক্রমণ করিলেন ; উভয় দলে ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল। রোমকগণ মুসলমান সৈন্যের ভীম আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিল। বহু রোমক মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিল। যাহারা জীবিত ছিল, তাহারা কায়সারিয়া, এন্টিয়ক ও

৪—

দামাসকাসাভিমুখে চলিয়া গেল। এই যুদ্ধে পঞ্চাশ ৫০,০০০ পঞ্চাশ হাজার রোমক ও ৪৫০ জন মুসলিম সৈন্য হত হইয়াছিল।

বিজয়ী মুসলমানগণ জয়লব্ধ স্বর্ণ-রোপ্য-বিমন্ডিত সুন্দর সুন্দর ক্রুশ এবং উত্তম উত্তম অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হইল। রোমকদিগকে যুদ্ধবিদ্যার পারদর্শিতার ফলে তাহাদের অবরোধে বহুদিন অতিবাহিত হইল। মুসলিম সৈন্যের কঠিন অবরোধ প্রভাবে রসদাদি বন্ধ হওয়ায় রোমীয়গণ নিরুপায় হইয়া অন্যতম সেনাপতি মহাশয় আবু উবাদার সমীপে দূত প্রেরণ পূর্বক সন্ধির প্রস্তাব করিল, "যাহারা নগর ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, তাহারা যাইতে পারিবে এবং যাহারা থাকিবে তাহাদের আমীরকে মাশুল দিতে হইবে।" এই নিয়মে সন্ধি হইল।

দামাসকাস্ অধিকারের পূর্বেই—৬৩৪ খৃস্টাব্দে খলীফা আবু বাকর সিদ্দিক মানব-লীলা সম্বরণ করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্বাহ্নেই মহাত্মা উমরকে খলীফা পদে নির্বাচিত করিয়া যান। মহাত্মা উমর খলীফা পদে অভিষিক্ত হইয়াই বীরকুল চূড়ামণি খালিদকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহাকে আবু উবাদার অধীন করিয়া দেন।[১]

মুসলিম সৈন্য ইমা নগর বা এমস (হেমস) ও হলিউ (বালবেক নগর) অধিকার করিলেন। ইয়ার মুক্ত নদীর (যাহা বহুরে তব্রীসে [২] আসিয়া পতিত হইয়াছে) চতুষ্পার্শ্বে রোম সম্রাটের অশীতি সহস্র সৈন্য মুসলমান-গণের সহিত যুদ্ধার্থে সমবেত হইয়া তাহাদিগকে আপনাদের রণ-কৌশল

---

১. বীর কেশরী অক্লান্ত ইসলাম-তাস্কর খালিদ তখন বলিয়াছিলেন, "আমি জানি, আমার প্রতি মহাত্মা উমরের অনুগ্রহ নাই, ভালবাসা নাই; কিন্তু তিনি আমার সম্মানার্হ প্রভু, আমি তাঁহার আজ্ঞাধীন। পূর্বের মত আমি প্রত্যেক কার্যই প্রাণপণে সমাধা করিব। বিশ্বস্রষ্টার নির্দিষ্ট কার্যে আমার শৈথিল্য প্রকাশ পাইবে না।"

বলা বাহুল্য, খালিদ যাহা মুখে বলিয়াছিলেন, কার্যেও তাহাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তাঁহার বিশাল ভুজবিক্রম এবং দক্ষিণ হস্তের তীক্ষ্ণধার তরবারিবলেই ইসলামের প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল।

২. তিব্রিয়া হ্রদ।

ও বীরত্বের ভয় প্রদর্শন করে। খলীফার নিকট এই সংবাদসহ লোক প্রেরিত হইলে আরও ৮,০০০ আট সহস্র সৈন্য প্রেরিত হইল।

মহানুভব আবু উবাদা বীরবর খালিদকে সৈন্য পরিচালনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রদান করিলেন। সৈন্যগণকে লক্ষ্য করিয়া খালিদ বজ্র গম্ভীর স্বরে বলিলেন, "প্রিয় সৈনিকগণ! স্বর্গ তোমাদের সম্মুখে; শয়তান ও দোযখ (নরক) তোমাদের পশ্চাতে।" আবু উবাদাও মেঘগর্জন বৎ বলিতে লাগিলেন, "মুসলিম বৃন্দ; ঘাত প্রতিঘাতে ও যন্ত্রণা প্রদানে তোমরা ও শত্রুগণ উভয়ই সমান; কিন্তু পুরস্কার ও সুখ ভোগ তাহাদের ভাগ্যে নাই। কারণ, তাহারা বিশ্বস্রষ্টার সমীপে যাহা প্রত্যাশা করে না, তোমরা তাহা কর।"

সেনাপতি যুগলের উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতায় হর্ষোৎফুল্ল সৈন্যগণ উৎসাহে নাচিয়া উঠিল ও অদমনীয় উত্তেজনায় যুদ্ধ ব্যূহ রচনা করিল। রোমীয়গণ সহসা এরূপ ক্ষিপ্রগতিতে আক্রমণ করিল যে, মুসলমানগণের পক্ষে পলায়ন অপরিহার্য হইয়া উঠিল, কিন্তু হামীর বংশীয় রমণীগণ পশ্চাদ্দিক হইতে তাহাদিগকে এরূপ তীব্র ভর্ৎসনা করিতেছিল যে, তাহাতে মুসলিম যোদ্ধৃবর্গের মনে অতিশয় লজ্জা ও ঘৃণার সঞ্চার হয় এবং তাহারা এক অভিনব দুর্দমনীয় আবেগে রোমীয়দিগের উপর অবিশ্রান্ত অসি সঞ্চালন করিতে থাকে। এরূপ ভীষণ আক্রমণ প্রভাবেই মুসলমানগণ জয়-মাল্য গ্রহণ করিতে সক্ষম হইল। রোমীয়দিগের বহু সৈন্য হত হইল; অনেকে জলে ডুবিয়া মরিল এবং অবশিষ্ট লোক পর্বতে ও জঙ্গলে লুকায়িত হইল। যথাসময়ে এই বিজয় সংবাদ খলীফা সমীপে প্রেরিত হইল।

খলীফা উমরের জেরুসালেম আক্রমণ

এখন প্রসিদ্ধ আলেপ্পো (হলব), জেরুসালেম, এন্টিয়োক (আন্তাকিয়া)— এই তিনটি নগর রক্ষার জন্য উক্ত হতাবশিষ্ট পরাজিত সৈন্য ব্যতীত আর রোমীয় সৈন্য ছিল না। সুতরাং আবু উবাদা ও খালিদ এই সুযোগে খলীফার আদেশ গ্রহণে জেরুসালেম অবরোধ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা ৫,০০০ পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইয়া নগর আক্রমণ করিয়াও কৃতকার্য হইলেন না। এতদ্দর্শনে আবু উবাদা সমুদয় সৈন্যসহ নগর পরিবেষ্টন করিয়া ইলিয়া (জেরুসালেমের প্রধান লোক)-দিগের নিকট এই পত্র লিখিলেন, "যাহারা সত্যপথগামী এবং পরমেশ্বর ও প্রেরিত মহাপুরুষের

উপর বিশ্বাস স্থাপন করে, তাহারাই নিরাপদ ও সুখী। আমরা চাই, তোমরা ঈশ্বর ও তৎপ্রেরিত পুরুষের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর। যখন তোমরা এই বিশ্বাসে দৃঢ়তা স্হাপন করিবে, তখন তোমাদিগকে ও তোমাদের স্ত্রী-পুত্রদিগকে হত্যা করা আমাদের পক্ষে হারাম (মহাপাপ) হইবে। আর তোমরা যদি এই প্রস্তাবে সম্মত না হও, তবে আমাদিগকে কর দাও এবং আমাদের রক্ষণাবেক্ষণে বাস কর। যদি ইহাও না মানিতে চাও, তবে তোমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে আমরা এমন বীর পুরুষ সকল আনয়ন করিব, যাহারা পরমেশ্বরের পথে স্বীয় জীবন উৎসর্গ করাকে অনেক অধিক ভালবাসে। আমরা নগর অধিকার না করিয়া কখনও এদেশ ত্যাগ করিব না।"

প্রচণ্ড শীতের প্রকোপের মধ্যে মুসলিম বাহিনী পূর্ণ চারি মাস কাল নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। অবশেষে পাদরী সুফ রোমিন্স নামক খৃস্টীয় ধর্মাচার্য সন্ধি করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "ইহা পবিত্র স্হান। স্বয়ং খলীফা ব্যতীত আর কাহারও হাতে আমরা নগর সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি। ১

১. বিত্রিক (ধর্মাচার্য) খলীফা উমরকে (স্বয়ং আগমন করিলেই) নগর অর্পণ করিবেন, ইহার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খলীফা উমরের প্রশংসা ও জেরুসালেম অধিকার করিবার বিবরণ তাঁহাদের কিতাবাদিতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন ; তাই বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই খলীফা আল্লাহ্র প্রিয়পাত্র সেই মহাজনই হন, তবে যুদ্ধাভিযান সম্পূর্ণও হইবে। সুতরাং তিনি খলীফা উমরের স্বয়ং উপস্হিত হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নগর প্রাচীরের উপর হইতে বিত্রিকের খলীফাকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন দ্বারা ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়।

প্রসিদ্ধ ইঞ্জিল চতুষ্টয় ব্যতীত খৃস্টানদিগের আরও বহু ইঞ্জিল আছে। সেইগুলিকে উক্ত চারিখানির ন্যায় মান্য না করিলেও আমাদের হাদীস গ্রন্হাদির মত তাঁহারা উহাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করেন। সম্ভবত সেইগুলিতেই বিত্রিক খলীফার প্রসঙ্গ দেখিয়া থাকিবেন। জবুর ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্হে খলীফা উমর কর্তৃক জেরুসালেম অধিকার ও তদর্থে

প্রধান সেনাপতি খলীফা উমরকে লিখিলেন, "আপনাকে দেখিলেই রোমীয়েরা নগর সমর্পণ করিবে। এখন আপনার আগমনের উপরেই নগর জয় নির্ভর করিতেছে।" খলীফা এতৎ সংবাদে ধর্মাত্মা আলীর পরামর্শানুযায়ী জেরুসালেম গমনে প্রস্তুত হইলেন। একটা দেশ কুক্ষিগত করা সাংসারিক গৌরব ও প্রতিপত্তি জনক ব্যাপার বটে, কিন্তু তাহা পার্থিব ধনৈশ্বর্যে নির্লিপ্ত আড়ম্বরহীন ঋষিচরিত্রের পক্ষে মনোমদ বা বাঞ্ছনীয় নহে। এতদ্বিষয়ে উক্লী সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন ঃ

"খলীফা প্রথমে মসজিদে নামায পড়িলেন; তৎপর হযরতের রওযা (সমাধি-মন্দির) প্রদক্ষিণ (যিয়ারত) করিয়া মহাত্মা আলীকে মদীনায় আপন স্থলাভিষিক্ত করিলেন। তারপর কতিপয় বান্ধব[১] পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি জেরুসালেমাভিমুখে গমন করিলেন। খলীফা একটি লোহিত বর্ণ উষ্ট্রে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে দুইটি থলি লইয়াছিলেন। উহার একটিতে যবের শক্তু ও অপরটিতে কতকগুলি খর্জুর ছিল। বাহন উষ্ট্রের সম্মুখে জলের পাত্র (মশক) বাঁধা ছিল এবং পশ্চাদ্ভাগে কাষ্ঠের তবাক (থালা) ছিল। রজনীতে যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করিতেন, তথায় প্রাতউপাসনা শেষ করিয়া গমন করিতেন এবং সঙ্গীদিগকে সম্বোধন পূর্বক এইরূপে জগদীশ্বরের প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করিতেন।—"তিনি আমাদিগকে সৎপথে চালাইতেছেন, বিপথ গমন হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন, আমাদিগের পরস্পরকে ভক্তি ও ভালবাসার বন্ধনে চিরাবদ্ধ করিয়াছেন এবং শত্রুদিগের প্রতি বিজয়ী করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। যাহারা তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ, প্রচণ্ড শীতের প্রকোপের মধ্যে মুসলিম-বাহিনী পূর্ণ চারি মাস কাল নগর অবরোধ করিয়া রহিলেন। অবশেষে পাদরী সুফ্রোনিয়স নামক খৃস্টীয় ধর্মাচার্য সন্ধি করিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, "ইহা পবিত্র স্থান। স্বয়ং খলীফা ব্যতীত আর

পরমেশ্বর কর্তৃক তাঁহার মনোনয়ন সাব্যস্ত হইয়াছে। (মালাকী আ. ১-এর কিতাব ৩ অধ্যায়, ১—২ বচন; জবুরের ১১০, ২ বচন এবং হারাকিলের (আ.) কিতাবের ২১ অধ্যায়, ২৭ পাঠ)।

১. ইঁহারা খলীফাকে আগু বাড়াইয়া দিয়া প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

কাহারও হাতে আমরা নগর সমর্পণ করিতে প্রস্তুত নহি।"[১]

প্রধান সেনাপতি খলীফা হযরত উমরকে লিখিলেন, আপনাকে দেখিলেই রোমীয়েরা নগর সমর্পণ করিবে। এখন আপনার "আগমনের উপরেই নগর জয় নির্ভর করিতেছে।" খলীফা এতদ সংবাদে হযরত আলীর পরামর্শানুযায়ী জেরুসালেম গমনে প্রস্তুত হইলেন। একটা দেশ কুক্ষিগত করা সাংসারিক গৌরব ও প্রতিপত্তিজনক ব্যাপার বটে, কিন্তু তাহা পার্থিব ধনৈশ্বর্যে নির্লিপ্ত আড়ম্বরহীন ঋষিচরিত্রের পক্ষে মনোমদ বা বাঞ্ছনীয় নহে। এতদ্বিষয়ে উক্লী সাহেব বলিয়া গিয়াছেন ঃ

"খলীফা প্রথমে মসজিদে নামায পড়িলেন, তৎপর হযরতের রওযা প্রদক্ষিণ (যিয়ারত) করিয়া হযরত আলীকে মদীনায় আপন স্থলাভিষিক্ত

---

১. বিত্রিক (ধর্মাচার্য) হযরত উমরকে (স্বয়ং আগমন করিলেই) নগর অর্পণ করিবেন, ইহার কারণ ইহা ভিন্ন আর কিছুই ছিল না যে, তিনি হযরত মুহাম্মদ (স.) ও খলীফা উমরের প্রশংসা ও জেরুসালেম অধিকার করিবার বিবরণ তাঁহাদের কিতাবাদিতে প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। তাই বোধ হয় তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, যদি এই খলীফা আল্লাহর প্রিয়পাত্র সেই মহাজনই হন, তবে যুদ্ধাভিযান সম্পূর্ণ পণ্ড হইবে। সুতরাং তিনি হযরত উমরের স্বয়ং উপস্থিত হইবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নগর প্রাচীরের উপর হইতে বিত্রিকের খলীফাকে দর্শন এবং তাঁহার সহিত কথোপকথন দ্বারা ইহাই হৃদয়ঙ্গম হয়।
প্রসিদ্ধ ইঞ্জিল চতুষ্টয় ব্যতীত খৃস্টানদিগের আরও বহু ইঞ্জিল আছে। সেইগুলিকে উক্ত চারিখানির ন্যায় মান্য না করিলেও আমাদের হাদীস গ্রন্থাদির মত তাহারা উহাদিগকে পবিত্র জ্ঞান করে। সম্ভবত সেইগুলিতেই বিত্রিক খলীফার প্রসঙ্গ দেখিয়া থাকিবেন। জবুর ও অন্যান্য প্রাচীন গ্রন্থে হযরত উমর কর্তৃক জেরুসালেম অধিকার ও তদর্থে আল্লাহ কর্তৃক তাঁহার মনোনয়ন সাব্যস্ত হইয়াছে। (মালাকী (আ.) এর কিতাব ৩ অধ্যায়, ১—২ বচন ; জবুরের ১১০,-২ বচন এবং হারকিলের (আ.) কিতাবের ২১ অধ্যায় ২৭ পাঠ।)
সেই সময়ে খৃস্টানগণ, বিশেষত তাঁহাদের ধর্মাচার্য ও পণ্ডিতগণ আধুনিক প্রোটেস্ট্যান্ট দলের পাদরী ও ঐতিহাসিকদিগের ন্যায় বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন কু-তার্কিক ছিলেন না। তাঁহাদের মধ্যে এক প্রকার সরলতা ও সাধুতা ছিল।

করিলেন। তারপর কতিপয় বান্ধব[১] পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি জেরুসালেমাভিমুখে গমন করিলেন। খলীফা একটি লোহিত বর্ণ উষ্ট্রে আরূঢ় হইয়াছিলেন। তিনি সঙ্গে দুইটি থলি লইয়াছিলেন। উহার একটিতে যবের শক্তু ও অপরটিতে কতকগুলি খর্জুর ছিল। বাহন উষ্ট্রের সম্মুখে পানির পাত্র (মশক) বাঁধা ছিল এবং পশ্চাদ্ভাগে কাষ্ঠের তবাক (থালা) ছিল। রজনীতে যে স্থানে তিনি বিশ্রাম করিতেন, তথায় প্রাতরুপাসনা শেষ করিয়া গমন করিতেন এবং সঙ্গীদিগকে সম্বোধনপূর্বক এইরূপে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা ও গুণ-কীর্তন করিতেন। "তিনি আমাদিগকে সৎপথে চালাইয়াছেন, বিপথ গমন হইতে সংরক্ষণ করিয়াছেন, আমাদিগের পরস্পরকে ভক্তি ও ভালবাসার বন্ধনে চিরাবদ্ধ করিয়াছেন এবং শত্রুদিগের প্রতি বিজয়ী করিয়াছেন। তোমরা তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। যাহারা তৎপ্রতি কৃতজ্ঞ, তাহারা দয়ালু বিশ্বস্রষ্টার নিয়মিত দান অধিক মাত্রায় প্রাপ্ত হয়। তৎপর পূর্বোক্ত থালার শক্তু লইয়া সহচরগণ সহ ভক্ষণ করিতেন।[২]

এইরূপে খলীফা যখন জেরুসালেমের নিকটবর্তী হইলেন, তখন বজ্র গম্ভীরস্বরে একবার 'আল্লাহ্ আক্‌বার' শব্দ উচ্চারণ করিলেন এবং সেনানিবাসের পুরোভাগে সামান্য খুঁটেদের তাম্বুতে মৃত্তিকায় উপবেশন করিলেন। খৃস্টান দলপতি এই সমস্ত পরিজ্ঞাত হইয়া এবং প্রাচীরের উপর উপবেশনপূর্বক খলীফার সহিত বহু কথোপকথন করিয়া নগরের জনসাধারণকে বলিলেন, "স্বর্গীয় সাহায্য ব্যতীত ইহাদের সহিত সংগ্রাম করা বৃথা। ইহাদের রসুল (পথ-প্রদর্শক প্রেরিত পুরুষ) ইহাদিগকে

---

১. ইহারা খলীফাকে আগু বাড়াইয়া দিয়া প্রতিগমন করিয়াছিলেন।

২. জেরুসালেম গমন কালে পথে খলীফাকে কয়টি মুকদ্দমার বিচার করিতে হইয়াছিল।

(ক) এক ব্যক্তি মুসলমান রেশমী বস্ত্র পরিধান করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হয়। খলীফা তাহাকে বিলাস-ব্যঞ্জক পোশাক পরিতে নিষেধ করিয়াছিলেন।

(খ) কতিপয় কর-ভার পীড়িত প্রজাকে রৌদ্রোত্তাপে উপবিষ্ট দেখিয়া দয়াপ্রবণ খলীফা তাহাদিগকে মুক্তি প্রদান করেন এবং কর্মচারীকে দয়ালুতা ও সহৃদয়তার সহিত কার্য করিতে সাবধান করিয়া দেন।

সহিষ্ণুতা, লজ্জাশীলতা ও বাধ্যতার সহিত কার্য করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই সমস্ত গুণেই ইহাদের শনৈঃ শনৈঃ উন্নতি সাধিত হইতেছে। অচিরকাল মধ্যেই ইহাদের ধর্ম-নীতি যাবতীয় শক্তিকে পরাজয় করিবে এবং ইহাদের অধিকার পূর্ব হইতে পশ্চিম দিক পর্যন্ত বিস্তৃত করিবে।'

অতঃপর সন্ধির শর্তসমূহ লিখিত ও পরিগৃহীত হইল। নগর সিংহ-দ্বার উন্মুক্ত হইলে খলীফা নগরী সম্ভ্রান্ত অধিবাসীর সহিত বাক্যালাপ করিতে করিতে নগরে প্রবেশ করিলেন। হযরত সুলায়মান (আ.) উপাসনা করিবার স্থলে খলীফার আদেশে একটি উৎকৃষ্ট মসজিদ প্রতিষ্ঠিত হইল। খলীফা দশ দিবস নগরে অবস্থিতি করিয়া মদীনায় প্রত্যাগমন করিলেন।[১]

[হযরত উমর কর্তৃক বিনির্মিত মসজিদ বহুকাল স্থায়ী ছিল এবং সিরিয়া দেশ ও জেরুসালেম নগরও সেই দিন হইতে মুসলমানের অধিকার ও শাসনাধীন রহিল। সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই পুণ্যভূমিতে বনী-ইসরাইল বা অন্য কোনও জাতির কর্তৃত্ব ও প্রভুত্ব স্থাপিত হয় নাই। মদীনার খলীফা চতুষ্টয়ের পর সিরিয়া প্রদেশের দামাসকাস্ নগরে মক্কা আম্মার মা-আবিয়ার রাজধানী ছিল এবং বহু দিন পর্যন্ত বনী-উমাইয়া বংশীয়গণ অবলীলাক্রমে সম্রাট পদে বৃত ছিলেন। ইহাদের পর হযরত আবদুল্লা বেনে আব্বাস (রা.)-এর বংশধরগণ সাম্রাজ্য (খিলাফত) লাভ করেন। আব্বাসীয়া খলীফাদিগের মধ্যে হারুনুর-রশীদ মামুন প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সম্রাট স্ব স্ব আধিপত্যকালে ইউরোপের অনেক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। ইহাদের সময়ে বন্দর নগরে রাজধানী এবং ইরান, তুরান, আরব, মিসর প্রভৃতি বহু দেশ তাঁহাদের অধীন ছিল।]

---

১. ইহা সায়রুল ইসলামের উক্তি। এই গ্রন্থ উক্রী সাহেবের প্রণীত ইংরেজী হইতে উর্দুতে অনূদিত।

পঞ্চম অধ্যায়

পূর্ব কথা

হিজরী ২৯৬ অব্দে মিসর প্রদেশে মেহ্দি নামক জনৈক ব্যক্তি আব্বাসীয় খলীফাদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। ইনি আপনাকে হযরত ইমাম হুসায়ন (রা.)-এর বংশধর ও উত্তরাধিকারী বলিয়া প্রকাশ করেন। ইহার বংশে একাদিক্রমে ১৪ চতুর্দশ ব্যক্তি মিসর দেশের খলীফা হন। ইহাদের রাজত্ব ৫৬৬ হিজরী পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। আজদ লদিনল্লাহ্ আবু মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ খলীফা মেহদির বংশীয় শেষ খলীফা। এই রাজত্ব দৌলতে ফৈল-বীয়া নামে প্রসিদ্ধ। বিশ্ব-বিশ্রুত সুলতান সালাহুদ্দীন কর্তৃক এই রাজত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে।

সুলতান সালাহুদ্দীনের পৈতৃক আবাস ভুমি কুর্দিস্থান। তিনি তদীয় পিতৃব্য আসাদুদ্দীন শের-কোহের সাহিত মিসরে আসিয়াছিলেন। শের-কোহ্ তখন মিসরের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

এই সময়ে সুলতান নূরুদ্দীন মাহমুদ শাহ্ সিরিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। বিখ্যাত সলজুকীয়গণ বাগদাদের আব্বাসীয় খলীফাদিগের সময়ে বুখারা, খুরাসান, তুর্কস্তান ও ইরান প্রভৃতি প্রদেশে নুতন নুতন পরাক্রান্ত সম্রাট হইতে থাকেন। তাঁহারা নামে মাত্র আব্বাসীয় খলীফার অধীনতা স্বীকার করিতেন এবং খলীফার নিকট হইতে সনদ প্রাপ্তির জন্য নজর ও উপঢৌক-নাদি প্রেরণ করিতেন মাত্র। এই রাজ্য কয়টির মধ্যে বুখারাই সমধিক শক্তিশালী ও বিস্তৃত হইয়া উঠে। সবুক্তগীণ ও তৎপুত্র প্রসিদ্ধ সুলতান মাহমুদ এই বুখারা রাজেরই অধীন কর্মচারী ছিলেন। এই সুলতান মাহ্মুদই সর্ব প্রথম ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

পুনঃ পুনঃ বিজয়শ্রী লাভ করিয়া তুর্কীদিগের উৎসাহ উত্তেজনা ও সাহস অদম্য তেজে বর্ধিত হইতে থাকে এবং এ সময়ে তাঁহাদের মধ্যে বহু সৌভা-গ্যশালী ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। দাক্কা নামে এক ব্যক্তি তুর্কীদের সেনাধ্যক্ষ ছিলেন। তাঁহার পুত্র সলজুক সুলতান বেগুশাহ্ কর্তৃক তিরস্কৃত

হইয়া জুন্দ প্রদেশে আসিয়া বাস করিতে থাকেন এবং বিধর্মী তুর্কীদিগের সহিত ধর্ম-যুদ্ধে (জিহাদে) প্রবৃত্ত হন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পর তাঁহার তিন পুত্র আরসালান, মোসা ও মেকাইলও এইরূপে যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকেন। মিকাইল নিহত হন। তিনি বেগু, তোগরল বেগ, জুগরা বেগ ও দাউদ—এই চারি পুত্র রাখিয়া যান। দাউদ ও তোগরল বেগ তুর্কীস্তানের সম্রাট বোগরা খানের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেন। বোগরা খাঁ তাদের সহিত শঠতা করাতে তাঁহারা পলাইয়া পুনরায় জুন্দে ফিরিয়ে আসেন।

অতঃপর সামানীয়া সাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে ইলক খান বুখারার সম্রাট হন। সলজুকের পুত্র আরসালান এই সময় ইলক খার মন্ত্রী হন। সুলতান মাহমুদ যখন ইলক খাঁকে পরাজিত করেন, তখন আরসালানও ইলক-খাঁর সঙ্গে ছিলেন। আরসালানের সৈন্য-সামন্ত বায়জান (স্থান বিশেষ) পর্যন্ত পলাইয়া আসিয়াছিল। ওদিকে তোগরল পার্শ্ববর্তী ভূপতিগণের সহিত যুদ্ধে নিরত হন। সুলতান মাহ্মুদের পুত্র সুলতান মসউদ ইহার নিকট পরাজিত হন। এরূপ বীর-পরাক্রমে তোগরল ৪৩৪ হিজরীতে খারজমের সম্রাট হইয়া বসেন। তাঁহার রাজ্যের ও রাজত্বের উত্তরোত্তর উন্নতি হইতে থাকে। ক্রমে তিনি বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। সিরিয়া ও এশিয়া মাইনর পর্যন্ত তাঁহার করতলগত হইয়া পড়ে। কুস্তুন্তুনিয়াতেও তদীয় নামে খুতবা পঠিত হইতে লাগিল। তোগরল এই বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া আপনার আত্মীয়-স্বজনদিগকে এক এক প্রদেশে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। [১]

তোগরল বাগদাদের খলীফার প্রতিনিধি মধ্যে গণ্য ছিলেন। তিনি নিঃসন্তান স্বর্গারোহণ করেন। তজ্জন্য তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র আলব আরসালান হিজরী ৪৫৫ অব্দে তাঁহার স্থলবর্তী ও উত্তরাধিকারী হন। ইনিও বহু রাজ্যাধিকার ও বড় বড় যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন।

---

১. এই সময়ে উলবী বংশীয় মোস্তান্সর বিল্লাহ্ মিসরের সিংহাসনে এবং আব্বাস বংশীয় আল-কয়েস বিল্লাহ্ বাগদাদের খলীফা পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইরানের যে বনী-বুওয়াইয়া বংশীয় সম্রাটগণ বাগদাদ অধিকার করিয়াছিলেন, তাহাদের আধিপত্য এই সময় বিলুপ্ত হয়।

আলব আরসালান[১] ৪৬৫ হিজরীতে ইহলীলা সংবরণ করিলে তৎপুত্র মালেক শাহ্ সিংহাসনারোহণ করেন। মালেক শাহ্ পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইলে তৎপুত্র সুলতান সঞ্জর সম্রাট হন। এই সময়ে বাগদাদের খলীফা কায়েম বিল্লার স্থলে তদীয় পৌত্র মোক্তাদী বে-আমরিল্লাহ্ (৪৬৫ হিঃ) সিংহাসনারোহণ করেন।

সলজুক বংশীয় এরূপ কতিপয় ব্যক্তি রাজ্য প্রাপ্ত হন, যাঁহাদের মধ্যে নিয়তই পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ সংঘটিত হইত এবং সিরিয়া বিশেষত জেরুসালেম কখনও মিসরীয় কখনও বা আব্বাসীয় খলীফাগণের নামেমাত্র অধীন সম্রাটদিগের অধিকারে থাকিত। মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর যখন এইরূপ বিসম্বাদ চলিতেছিল, তখন সিরিয়া প্রদেশে প্রকৃত প্রস্তাবে অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। এই সুযোগে সমগ্র খৃস্টানমণ্ডলী বিশেষত ইউরোপীয় খৃস্টানগণ বিবাদলিপ্ত মুসলমানদের বিরুদ্ধে ধর্ম-যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাহাদের পবিত্র তীর্থ স্থান বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের অভিলাষী হইয়া উঠেন। এরূপ সর্বনাশিনী দুর্বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া খৃস্টানগণ জেরুসালেম আক্রমণ করিলে যে ভীষণ কালানল সদৃশ সমরানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহাতে অসংখ্য লোকের প্রাণাহুতিতে প্রবল রক্ত-নদী প্রবাহিত হইয়াছিল! ইহাই সরাচর ক্রুসেড (Crusade) নামে প্রসিদ্ধ।

প্রথম ক্রুসেড

জেরুসালেম মুসলমানদিগের অধিকারে থাকিলেও পৃথিবীর সকল স্থান হইতে খৃস্টান ও য়াহূদীগণ সর্বদাই তীর্থ যাত্রীরূপে তথায় সমাগত হইত। তাহারা নির্বিবাদে ও নির্বিঘ্নে তীর্থ করিতে তথায় অবস্থিতি করিতে পারিত। খৃস্টান যাত্রীদিগের মধ্যে ফ্রান্স দেশান্তর্গত পেকারডী সুবার অধীন পিটার নামক জনৈক ব্যক্তিও একবার জেরুসালেমে আসিয়াছিলেন। এই পুরুষপুঙ্গব খর্বকায় ও কদাকার ছিলেন। তিনি[২] তথাকার শ্রেষ্ঠ

১. এই সময় আলব আরসালানের মন্ত্রী নিযামুল মুলক বাগদাদে এক মাদ্রাসা (কলেজ) খুলিয়া উহাকে নিযামীয়া নামে অভিহিত করিয়াছিলেন।

২. সম্ভবত এই ব্যক্তি জেরুসালেমের কোন মুসলমানের হস্তে উৎপীড়িত হইয়া থাকিবেন।

পাদ্‌রীর নিকট অনুশোচনাপূর্বক বলিলেন, "আপনি গ্রীকদিগের সাহায্য প্রার্থনা করুন না কেন? তাহা হইলেই ত আমাদের তীর্থ স্থান আমাদের হাতে আসিতে পারে।" পাদ্‌রী উত্তর করিলেন, "গ্রীকগণ আলস্য ও বিলাসিতায় গা ঢালিয়া দিয়াছে; তাহাদের দ্বারা কি হইতে পারে? পিটার পুনশ্চ বলিলেন, "আমি এতদ্বিষয়ে ইউরোপের সম্রাটদিগকে উত্তেজিত করিব।"

অতঃপর পিটার অচিরে রোমের তদানীন্তন প্রধান ধর্ম-যাজক (পোপ দ্বিতীয় আরবন) সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উত্তেজিত করিয়া তোলেন। তিনি সাধারণ সভায় এই বিষয় উত্থাপন করিবেন বলিয়া অঙ্গীকারাবদ্ধ হইলেন এবং পিটারকে এই সময় পর্যন্ত জনসাধারণকে বক্তৃতা দ্বারা উদ্বেলিত করিতে পরামর্শ দিলেন। পিটার যেন কোন প্রাণান্তকর প্রলয়কাণ্ডে একান্ত শোকোদ্বেল হইয়াছেন, এরূপভাবে পাগল সাজিয়া একটি গর্দভের উপর আরোহণ করিলেন এবং একটি বৃহৎ ক্রুশ হাতে লইয়া সমগ্র ফ্রান্স ও ইটালী দেশ পরিভ্রমণপূর্বক সকলকে ধর্মযুদ্ধে আহবান করিতে থাকেন। তিনি তীর্থ-যাত্রীদিগের অলীক দুঃখ-দুর্দশার কথা এমনই করুণ শোকো-দ্দীপক ও উদ্দীপনামূলক ভাষায় বর্ণনা করিয়া বেড়াইতেন যে, লোকে তাঁহার কথা শুনিয়া ও ভাবভঙ্গী দেখিয়া চক্ষে জল সম্বরণ করিতে পারিত না। তাঁহার করুণ বাক্যমালা, অনর্গল অশ্রু বিসর্জন এবং হযরত ঈসা ও বিবি মরিয়মের দোহাই যুগপৎ জনমণ্ডলীকে উত্তেজিত ও অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ-বৎ ক্ষিপ্ত করিয়া তুলিল। তাঁহার এরূপ প্ররোচনা দ্বারা দেশমধ্যে অচিরে এক বিষম প্রলয়-বহ্নি প্রজ্জলিত হইয়া সমগ্র পাশ্চাত্য-খণ্ড গ্রাস করিবার উপক্রম করিল।

পিটারের অনল-বর্ষী বক্তৃতার ফলে ১০৯৫ খৃস্টাব্দে ফ্রান্স দেশে এক বিরাট সভা আহূত হয়। তাহাতে বহু গণ্যমান্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও যোগদান করিয়াছিলেন এবং সভার কার্য্য আট দিবস পর্যন্ত চলিয়াছিল। ধর্ম-যুদ্ধের অনুকূলে অনর্গল বক্তৃতা শ্রবণে অশেষ পুণ্যপ্রাপ্তির আশায় সকলেই এক বাক্যে বিকট চীৎকারে বলিয়া উঠিল,—"নিশ্চয়ই, ইহাই আল্লাহর অভিপ্রেত! ইহাই আল্লাহর অভিপ্রেত!!" এইরূপে পিটারের সহিত বহু লোক সমবেত হইল। অনেক প্রধান ব্যক্তি এবং রাজকুমারও তাঁহার পক্ষাবলম্বন

করিয়াছিলেন। তাহাদের পরিচ্ছদ লোহিত বর্ণের ও পতাকাগুলি ক্রুসাঙ্কিত ছিল; সৈন্যসংখ্যা একলক্ষেরও অধিক ছিল এবং প্রতি মুহূর্তেই লোক সম্মিলনে তাহা পরিপুষ্ট হইতেছিল।

এই বিশাল বাহিনী ও বিপুল আয়োজনসহ পিটার তীর্থস্থান জেরুসালেম অধিকার এবং মুসলমানদিগের উচ্ছেদ সাধন মানসে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। সিরিয়া দেশে প্রবেশ করিবার পূর্বেই সুলতান সুলায়মান[১] নামক এক পরাক্রান্ত মুসলমান নরপতি তাঁহার গতিরোধ করেন এবং অচিরেই তাহাদের সমর-সাধ মিটাইয়া দেন। এই যুদ্ধে হত লক্ষাধিক লোকের স্তূপীকৃত অস্থিপুঞ্জ যুদ্ধের পরিণাম ঘোষণা করিতেছিল।

কিন্তু এই সময়ে গডফ্রে নামক ফ্রান্স দেশীয় জনৈক রাজপুত্রের অধিনায়কতায় অন্য একদল লোক ভিন্ন পথাবলম্বনে নির্বিঘ্নে জেরুসালেম অবরোধ করিয়া ফেলে। তাহাদের কতিপয় পল্টন নগর-মধ্যে প্রবেশ করিয়া পথে ঘাটে যেখানেই মুসলমান পাইতেছিল,- স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে সকলকেই নির্দয়রূপে হত্যা করিতে লাগিল। যে কয় সহস্র মুসলমান পবিত্র মসজিদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদিগকেও নৃশংসরূপে হত্যা করা হইল। আশ্রয়-শূন্য মুসলমানগণ অনুনয়-বিনয় এবং গভীর আর্তনাদ পূর্বক প্রাণ ভিক্ষা চাহিলেও ধার্মিক লোক-হিতৈষী ও প্রেমপরায়ণ খৃস্টভক্তগণের দয়াপ্রবণ হৃদয় অণুমাত্র বিগলিত হইল না! এইরূপে শোণিতরাগে রঞ্জিত হইয়া খৃস্টানদিগের ক্রুসপতাকা জেরুসালেমের বুকে উড্ডীন হইল। ১০৯৯ খৃস্টাব্দে এই অভিযোগ ঘটে।[২]

খৃস্টানগণ এই অভিযানে ৭০,০০০ সত্তর সহস্র নিরীহ মুসলমানের জীবন বলি প্রদান করিয়াছিল। বহু সংখ্যক য়াহূদী ও তাহাদের উপাসনা মন্দিরে নিধন প্রাপ্ত হয়। জেরুসালেম অধিকারের পর বৎসরই গডফ্রে পরলোকগত হন।

---

১. ইনি সুলতান আবুল ফিদা সুলায়মান কতুমশ সলজুকীর পুত্র। তিনি কুইওনা ও অনেক রোমীয় রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। ৪৭৭ হিজরীতে স্বীয় পিতৃব্য পুত্র সুলতান তাজুদ্দৌলা তনশের (আল্লার সালার পুত্রের) সহিত যুদ্ধে তিনি নিহত হন। (আবুল ফিদা)

২. প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক আবুল ফিদার মতে হিজরী ৪৯০ সালে সংঘটিত হয়।

জেরুসালেম পার্শ্ববর্তী বহু স্থান সহ ৯০ বৎসর খৃস্টানদিগের অধিকারে থাকে।

[হিজরী ৪৬৩ অব্দে ইউসুফ বেন আবেক খারজমী[১] সিরিয়া গমন পূর্বক বাগদাদের খলীফা মুস্তান্সিরের শাসনকর্তাদিগের হাত হইতে রমলা ও জেরুসালেম কাড়িয়া লয়েন। পুনরায় ৪৮৭ হিজরাতে আরতকের পুত্র এলগাজী ও সকমানের হস্ত হইতে মিসরের খলীফা রমলা ও জেরুসালেম অধিকার করেন। তদবধি গড্ফ্রের আক্রমণ সময় পর্যন্ত উহা মিসরের অধিকারেই ছিল।

এই দুর্ঘটনার সময় আব্বাসীয় খলীফা মুস্তান্সির বিল্লাহ্ বাগদাদের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং সলজুক বংশীয় সুলতান মুহাম্মদ[২] স্বীয় ভ্রাতৃগণের সঙ্গে আড়ম্বরের সহিত অভিযান করত হীনশক্তি হইতেছিলেন।]

দ্বিতীয় ক্রুসেড

প্রথম ক্রুসেডের প্রায় ৪৮ বৎসর পরে খৃস্টানগণ শুনিল যে, ফোরাত (ইউফ্রেটিস) নদীর তটে মুসলমানদিগের গতি রোধার্থ নির্মিত তাহাদের দুর্গ মুসলমান শাসনকর্তা জঙ্গী অধিকার করিয়া লইয়াছেন। ইহাতে তাহাদের মনে পুনরপি ধর্ম-যুদ্ধের অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। এবার পিটারের স্থলে বার্নার্ড নামক অপর এক ব্যক্তি উত্তেজনাব্যঞ্জক বক্তৃতা দ্বারা দেশময় অগ্নি ছড়াইতেছিলেন। বার্নার্ড এরূপে ফ্রান্সের সম্রাট সপ্তম লুইস ও জার্মানাধিপতি কানরড্কে আপন পক্ষাবলম্বী করিয়া তুলিলেন। সম্রাট্ যুগল তিন লক্ষ সৈন্য সমভিব্যাহারে যুদ্ধ (ক্রুসেড) করিবার জন্য হাঙ্গেরীয় রাস্তায় কুস্তুন্তুনিয়া (Constantinople) পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। কুস্তুন্তুনিয়ার গ্রীক সম্রাট মনুয়েলের দুর্ব্যবহারে যুদ্ধার্থীদের শক্তি বহু পরিমাণে খর্বীকৃত হইল। এই অভিযানে তাহারা পার্বত্য পথে মুসলমানদিগের হস্তে বিষম লাঞ্ছনা ও কষ্ট ভোগ করিয়া ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। এরূপে তাহাদের সাধের দ্বিতীয় ক্রুসেড্ এবং তদর্থে উদ্যোগ-আয়োজনও সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যায়।

---

১. ইনি সুলতান মালেক শাহ্ সলজুকীর আমীর ছিলেন।

২. ইনি মালেক শাহের পুত্র।

তৃতীয় ক্রুসেড

হিজরী ৫৮১ অব্দে সুলতান সালাহুদ্দীন (বেন্নে আয়ুব) খৃস্টানদিগের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবার সংকল্প করেন। তিনি প্রথমত রবিউল আউওয়াল মাসের ৫ তারিখ শনিবার দিবস তবরীয়া নামক স্থানে যুদ্ধ করেন। এ যুদ্ধে খৃস্টান শক্তির পরাজয় হয় এবং ইংলণ্ডের ও জার্জীয়ার সম্রাটদ্বয় বন্দীকৃত হন।

ইহার পর সুলতান সালাহুদ্দীন আক্কা নগর অধিকার করেন। তৎপর ক্রমশ বৈরুত, কায়সারীয়া, সুফরীয়া, রমলা, বয়তুল হম (বৎলেহম) প্রভৃতি বহু নগর অধিকার করিয়া-জেরুসালেম অবরোধ করেন। নগর-প্রাচীরের নিম্ন প্রদেশে সুড়ঙ্গ খননপূর্বক তাহা ভূমিসাৎ করিয়া ফেলা হয়। ইহাতে ভীত হইয়া খৃস্টানগণ অভয় ও আশ্রয় প্রার্থনা করিল, "তোমরা যেরূপ তরবারির বিদ্যুৎ-চমকে এই নগর অধিকার করিয়াছিলে, আমরাও সেরূপ ভাবেই নগরে প্রবেশ করিব—বলিয়া সুলতানের পক্ষ হইতে উত্তর প্রদত্ত হইল। তৎপর খৃস্টানগণ দূত প্রেরণপূর্বক পুনরায় নিবেদন করিল, "আমরা সংখ্যায় বহু, তোমরা অল্প. আমাদিগকে প্রাণ দান কর। নতুবা প্রাণপণে যুদ্ধ করিলে এবং মরিয়া হইয়া দাঁড়াইলে কি কিছুই করিতে পারা যায় না? কিন্তু আমরা আশ্রয় প্রার্থনা করি, আমাদিগকে আশ্রয় দাও। সুলতান ইহার প্রত্যুত্তর করিলেন, "তোমরা একটি শর্তে আবদ্ধ হইলে আশ্রয় দিতে প্রস্তুত আছি। তোমাদের প্রত্যেক পুরুষকে ১০ দিনার, প্রত্যেক স্ত্রীলোককে ৫ দিনার এবং প্রতি বালককে দুই দিনার হিসাবে আমাদিকে (জিযিয়া) প্রদান করিতে হইবে। এই শর্তে স্বীকৃত হইলে তোমরা নির্বিঘ্নে নগরের বাহির হইতে পারিবে, নচেৎ বন্দী হইবে।

খৃস্টানগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলে ২৭শে রজব বৃহস্পতিবার সুলতান সালাহুদ্দীন নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজ-কর্মচারিগণ দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া জিযিয়া আদায় করিতে লাগিলেন, খৃস্টানগণ দলে দলে বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল। দুর্গ-শীর্ষে ইসলামীয় অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত জয় পতাকা সগর্বে পত্ পত্ উড়িতে লাগিল। সাখ্‌রা নামক উচ্চ গোলকের (কোববার) উপর সুবর্ণ-ক্রুস-চিহ্নিত খৃস্টীয় পতাকা

উড্ডীয়মান ছিল। মুসলমানগণ 'আল্লাহু আকবার' রবে উহা নামাইয়া ভূতলে নিক্ষেপ করিলে সকলের আনন্দাপ্লুত জয়ধ্বনি দিক্ বিকম্পিত ও নিনাদিত করিয়া তুলিল। পক্ষান্তরে খৃস্টান সম্প্রদায় মধ্যে গভীর শোক ও রোদন-রোল উত্থিত হইল।

নগর অধিকার করিয়া সুলতান পুনরায় ধর্ম-মন্দির পূর্ববৎ নির্মাণ করিলেন। পশ্চিমাংশে উহার যে প্রকোষ্ঠ ছিল তাহা ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। ইতিপূর্বে নূরুদ্দীন মাহমুদ বেয়ে জঙ্গী-বায়তুল মুকাদ্দাসে সংস্থাপনার্থ হলব নগরে একটি বেদী (মিম্বর) প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তথা হইতে তাহা আনীত ও মসজিদে সংস্থাপিত হইল। সুলতান সালাহুদ্দীন শুধু বায়তুল মুকাদ্দাস হইতে নহে,—মিসর রাজ্য হইতেও খৃস্টানদিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

চতুর্থ ক্রুসেড

জেরুসালেমের এরূপ দুর্ঘটনার সংবাদ ইউরোপে পৌঁছিলে খৃস্টানদিগের মনে ধূমায়মান বিদ্বেষানল পুনরায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠে। সুতরাং তাহারা আবার যুদ্ধ (ক্রুসেড) করিতে প্রস্তুত হইল। ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম রিচার্ড; ফ্রান্সের সম্রাট ফিলিপ অগাস্টাস্ এবং জার্মানধিপতি ফ্রেডারিক বহুসংখ্যক রক্ত পিপাসু পরাক্রান্ত সৈন্য লইয়া জেরুসালেম আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু জেরুসালেম অধিকার দূরে থাকুক, তাহাতে প্রবেশ লাভ পর্যন্ত ঘটিয়া উঠিল না। তাঁহারা একানগরে[১] উপনীত হইতে না হইতেই সুলতান সালাহুদ্দীনের সহিত সংঘর্ষ সমারব্ধ হইল। ইহাতে পরিশেষে খৃস্টানগণ পশ্চাদপদ হইয়া পলায়ন করিল। কিছু দিন মধ্যে সুলতান সালাহুদ্দীন একানগরও অধিকার করিয়া লয়েন। এইজন্য এস্থানে যুদ্ধ হইয়াছিল।

এই যুদ্ধে মহানুভব সুলতান সালাহুদ্দীন যেরূপ অপার্থিব ও অপ্রত্যাশিত উদারতা ও দয়া প্রবণতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, জগতের ইতিহাসে তাহার দৃষ্টান্ত বিরল। প্রবল শত্রুপক্ষের সহিত এবম্বিধ সদ্ব্যবহার একমাত্র সাম্যমন্ত্রে দীক্ষিত ইসলামের পক্ষেই সম্ভব। ইউরোপীয় রাজন্যবর্গ ও

---

১. তখন সুলতান সালাহুদ্দীন এক খৃস্টান নরপতিকে এই একানগরে অবরুদ্ধ রাখিয়াছিলেন।

তাঁহাদের সৈন্যগণ এই যুদ্ধকালে সহসা ভয়ানক রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সুলতান তাহাদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে বরফ, দাড়িম্ব ও পথ্য এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রেরণ করিলেন। এইরূপে তাহাদের তত্ত্বাবধান করিয়া সুলতান বলিয়া পাঠাইতেন, "তোমরা সুস্থ ও সবল হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিও, নতুবা তোমাদের মনে আক্ষেপ থাকিয়া যাইবে।" যাহা হউক, সৈন্যগণ রোগমুক্ত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু বিজয়-লক্ষ্মী এবারও মুসলমানদের অঙ্কশায়িনী হইলেন। খৃস্টানগণ পরাভূত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল।

এই বৎসরই সুলতান শাহাবুদ্দিন গোরী বিপুল বিক্রমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়াছিলেন।]

সুলতান সালাহুদ্দীন এই যুদ্ধে গৌরবান্বিত জয়শ্রী লাভে যশের সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন হইয়া ভবলীলা সম্বরণ করিলেন।

পঞ্চম ক্রুসেড

সুলতান সালাহুদ্দীনের পরলোকগমনের পর খৃস্টান শক্তি পুনরায় ধর্মমদে উন্মত্ত মুসলমানদের সঙ্গে ধর্মযুদ্ধ করিয়া পুণ্য সঞ্চয়ের আশায় উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ১১৯৫ খৃস্টাব্দে এই অভিযানের আরম্ভ ও ১১৯৭ খৃস্টাব্দে ইহার অবসান হয়। ইংলণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠ হেনরী সৈন্যসমূহকে তিন অংশে বিভক্ত করিয়া জেরুসালেমের দিকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। সকল সৈন্য সম্মিলিত হইয়া প্রবল পরাক্রমে নগর আক্রমণ করে; কিন্তু সুলতান সালাহুদ্দীনের স্থলবর্তীগণের হস্তে পরাস্ত হইয়া অতিশয় দুর্দশায় পলায়নপর হয়।

ষষ্ঠ ক্রুসেড

এই যুদ্ধ ১১৯৮ খৃস্টাব্দ হইতে ১২০৪ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। রোমের প্রধান ধর্মযাজক পোপ ইনোসেন্ট ধর্মযুদ্ধের আদেশ প্রচার করেন এবং পাদ্রী ফোলক বক্তৃতা করিয়া জনগণকে উত্তেজিত করিতে থাকেন। ভিনিসের অধিপতির নিকট হইতে জাহাজ ভাড়া লইয়া মূল্য দিতে না পারায় তৎপরিবর্তে ইহারা ভিনিসপতিকে জারা নগরী অধিকার করিয়া

দেন। অতঃপর কুস্তুন্তিনিয়ার খৃস্টীয়ান নরপতির সঙ্গে ইহারা বিবাদের সূত্রপাত করেন। ইহার পরিণাম ফলে এখানেই তাহাদের সঞ্চিত শক্তি ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় এবং তাঁহারা বিফল-মনোরথ হইয়া সকল আশায় জলাঞ্জলি প্রদান করত প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

১২১২ খৃস্টাব্দে ফ্রান্সে ষ্টিফেন নামক এক রাখাল বালক আপনাকে আল্লাহ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট ও সাহায্যপ্রাপ্ত বলিয়া ঘোষণা ক'রে। সে স্থানে স্থানে ধর্ম-যুদ্ধ-মূলক উৎসাহপূর্ণ বক্তৃতাদি প্রদান দ্বারা অল্প দিন মধ্যে দ্বাদশবর্ষ বয়স্ক ৩০,০০০ ত্রিশ সহস্র বালককে নাচাইয়া তুলিল এবং তাহাদের দ্বারা এক সৈন্য দল গঠন করিল। তাহারা বিকট কোলাহলে ও বিশেষ উৎসাহভরে জেরুসালেমাভিমুখে ধাবিত হয় বটে; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পথিমধ্যেই তাহাদের অনেকে জলমগ্ন হইয়া মৃত্যু আলিঙ্গন করে এবং অবশিষ্ট বালকগণ মুসলমান কর্তৃক দাসত্বশৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া বিক্রীত হয়। এখানেই তাহাদের চপলতাসুলভ উদাম নিষ্ফলতায় বিলীন হইয়া যায়।

জার্মানী হইতেও এরূপ দুই দল বালক সৈন্য ধর্মযুদ্ধে জেরুসালেম উদ্ধার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল, কিন্তু পথে তাহাদের কি অবস্থা হইয়াছিল, তাহার কোন সংবাদ জানা যায় না।

সপ্তম ক্রুসেড

জেরুসালেম উদ্ধার কল্পে মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে খৃস্টানদের সপ্তম অভিযান ১২২৭ খৃস্টাব্দে সংঘটিত হয়। ইটালীর পোপ গ্রেগরীর আদেশ মতে জার্মান সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এক বিপুল বাহিনীসহ বহির্গত হইয়া জেরুসালেমের অধিপতি সুলতান মালেক কামেলের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করেন। তিনি কৌশলক্রমে সুলতানকে ১০ বৎসরের নিমিত্ত এইরূপ প্রতিজ্ঞা-বদ্ধ করিয়া লইলেন যে, ফ্রেডারিক মসজিদে উমরের ইয়াফদ হইতে তলমিস পর্বতাংশ পর্যন্ত স্থানের অধিকারী থাকিবেন; কিন্তু পোপপ্রবর তাহাতে সম্মত না হওয়ায় সম্রাটকে অগত্যা স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়।

অষ্টম ক্রুসেড

ফ্রান্সের অধিপতি নবম লুইস্ আবার ধর্ম-যুদ্ধের অভিসারে অবতীর্ণ হইয়া মিসরের অন্তর্গত ডামিয়েটা (দামিয়াত) নগর অবরোধ করেন;

কিন্তু পরে তিনি মুসলমানদিগের হস্তে বন্দী হইয়া চারি সহস্র স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে মুক্তিলাভ করেন।

ইহার পরেও নবম লুইস্ একবার ডামিয়েটা নগর আক্রমণ করিয়াছিলেন। চারি বৎসর পর্যন্ত নগর অবরুদ্ধ রাখিয়াও যখন তিনি উহা অধিকার করিতে সক্ষম হইলেন না, তখন অগত্যা তিনি সকল আশায় জলাঞ্জলি দিয়া নিরাশ প্রাণে দেশে প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হন।

নবম ক্রুসেড

ইংলণ্ডের রাজা প্রথম এডওয়ার্ড ফ্রান্সের রাজা লুইস সম্মিলিত হইয়া ১২৭০ খৃস্টাব্দে মিসর ও আবিসিনিয়া (হবস) অধিকারে অগ্রসর হন। কিন্তু লুইস আবিসিনিয়াতেই মৃত্যু-মুখে পতিত হন এবং এড্ওয়ার্ডও একার পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নাসেরা নামক স্থানের মুসলমান অধিবাসীদিগকে নির্দয়ভাবে হত্যা করার পর আহত হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করেন।

একার নগর খৃস্টানদিগের একটি কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়াছিল। সুলতান খলিল নামক জনৈক নরপতি উহা অধিকার করেন। এই নগরাধিকার কালে ষষ্টি সহস্র খৃস্টানের প্রাণ নাশ হয় এবং অবশিষ্ট সকলে মুসলমানদিগের দাসত্ব-পাশে আবদ্ধ হয়।

ইহাই শেষ ক্রুসেড্। আর কখনও খৃস্টানেরা ক্রুসেডের নাম লইয়া যুদ্ধে অগ্রসর হয় নাই।

শেষ কথা

খৃস্টানগণ যখন ক্রুসেড্ নামক ধর্ম-যুদ্ধ ব্যাপদেশে পুনঃ পুনঃ জেরুসালেম ও মুসলমান সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া উৎপাত করেন, তখন মুসলমান নরপতিগণ আত্মকলহে লিপ্ত ছিলেন। খৃস্টানগণের উৎপাত প্রায় দুইশত বর্ষ পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। বিশেষত সেই সকল আক্রমণও একজন রাজা বা একজন সম্রাট করেন নাই,—যুগপৎ দুই তিনজন বা ততোধিক প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি সম্মিলিত হইয়াই করিয়াছেন। রাজকুলাগ্রগন্য সুলতান সালাহুদ্দীনের পর পূর্বদিকে চঙ্গেজ খাঁ প্রমুখ দুর্ধর্ষ তাতারীগণের দুরাধর্ষ বিক্রমে দেশে ত্রাহি ত্রাহি নিনাদ উঠিয়াছিল,—ওদিকে পাশ্চাত্য খৃস্টান সম্রাটগণ দলে দলে মুসলমান শক্তির ভীষণ অগ্নি-পরীক্ষা করিতেছিলেন; এহেন সংকট সময়ে

য়াহুদীদিগের ন্যায় বিলুপ্তাস্তিত্ব মুসলমানদিগের অধঃপতন হওয়ারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু বিশ্ববিধাতার অসীম করুণাবলে এরূপ ত্রি-সঙ্কট কালেও মুসলমানগণ শুধু আপন ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখিতে পারিয়াছিলেন এমন নহে, বরং ইত্যবসরে সহসা ইসলামের প্রদীপ্ত তেজঃ পৌর্ণমাসীর কৌমুদীচ্ছটার ন্যায় দিগ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। চেঙ্গিজ খাঁর পর তদীয় বংশাবতংসগণ সনাতন ইসলামে দীক্ষিত হইয়া ইসলামের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন; উসমানীয় সুলতানগণও শনৈঃ শনৈঃ উন্নতিমার্গে আরূঢ় হইতে লাগিলেন। ইহারাই অচিরকালমধ্যে ইসলামের মহাশক্তিতে ইউরোপীয় শক্তিপুঞ্জের দর্প চূর্ণ করিয়া জগদ্বাসীকে সন্ত্রস্ত ও বিস্মিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। ফলত ইহারাই ইউরোপীয়দিগের হৃদয় হইতে ক্রুসেড্ বা ধর্মযুদ্ধের সাধ চিরতরে বিদূরিত করিয়া দেন।

বীরকুল-ভূষণ সুলতান সালাহুদ্দীনের সময় হইতে পবিত্রধাম বায়তুল মুকাদ্দাস চিরদিনই মুসলমানের অধিকারে ও শাসনাধীন রহিয়াছে; [১] খৃস্টান নরপতিগণ শত সাধনা এবং প্রাণপণ চেষ্টাতেও জেরুসালেম পুনরধিকার করিতে সক্ষম হন নাই। যদিও এখন মুসলমান রাজ্যাধিপতিদিগের মধ্যে আলস্য ও জড়তা প্রবেশ করায় মুসলমানদের দুর্বলতা পরিলক্ষিত হইতেছে, কিন্তু তথাপি জেরুসালেম অধিকার কল্পে কোন খৃস্টান নরপতিই আর সাহসী হইতেছে না। ইহাকে দয়াময় বিশ্ব স্রষ্টারই অনুগ্রহদৃষ্টি বলিতে হইবে। ইসলাম চিরদিনই আল্লাহ্-নির্ভর পরায়ণ।

আজ জগতের দিগ্দিগন্তে নুতন আলোক-রেখা প্রভাসিত! বহুদিনের সুষুপ্তি-জড়িত মলিন মুসলিম-মুখেও ক্ষীণ হাসি-রেখার সঞ্চার হইয়াছে! অধোগত মুসলমানগণ আপনাদের অতীত কাহিনী পূর্ণ জ্বলন্ত সত্য ইতিহাস হৃদয়ে ধারণ করিয়া আবার শিক্ষা ও দীক্ষায় ইসলামের ভাস্করদ্যুতি বিকীর্ণ করিতে থাকুক, বিধাতার নিকট ইহাই প্রার্থনা।

---

১. ১২১৩ হিজরীর রমযান মাসে ফ্রান্সের জগদ্বিখ্যাত নেপোলিয়ান বোনাপার্ট জেরুসালেম অধিকার করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কতিপয় দিবস পরে তিনিও উহা পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। (ফরহাদের ভূগোল।)

পরিশিষ্ট

বীরবাহু সুলতান সালাহুদ্দীন

ভাববাদীশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর তিরোভাবে মুসলিম সম্প্রদায় একতায় দলবদ্ধ হইয়া জ্বলন্ত উৎসাহে আরবের বহির্দেশে ধর্মপ্রচার এবং আধিপত্য বিস্তার করিতে যত্ন তৎপর হন। তাঁহাদের সেই উদ্দীপ্ত উৎসাহবহ্নির সম্মুখে গিরি সদৃশ বিঘ্ন বাধাও ভস্মরাশিতুল্য উড়িয়া যাইত। এ হেন দাবানলবৎ উদ্যমের ফলেই অচিরকাল মধ্যে মুসলমানের অর্ধচন্দ্র লাঞ্ছিত গৌরবদীপ্ত পতাকা সিরিয়া, পারস্য, মিসর ও স্পেন হইতে সিন্ধুনদ পর্যন্ত উড্ডীন হয়।

প্রকৃতির লীলাভূমি সিরিয়া দেশ এক অতি বিচিত্র মনোরম স্থানে অবস্থিত। সিরিয়ার পশ্চিমভাবে আর্যজাতি পরিপূর্ণ ইউরোপ, পূর্বদিকে মরুভূমির পর প্রান্তস্থিত জ্ঞান-বিজ্ঞানের মাতৃতুল্য প্রাচীন আকেডিয়ান এবং দক্ষিণে ভূত সভ্যতার ক্রীড়াক্ষেত্র নীলনদ পদধৌত মিসর দেশ অবস্থিত। এতগুলি সভ্য দেশের মধ্যবর্তী বলিয়া সিরিয়া পুরাকালে কখন বাবিলোনিয়ান, মৈসরিক, আসিরিয়ান, পার্সী, গ্রীক ও রোমানগণের প্রভুত্বাধীন হইয়াছিল।

সিরিয়া দেশ ইতিহাস প্রিয় পাঠমণ্ডলীর সমধিক আদরণীয়। প্যালেস্টাইনে খৃস্টধর্ম প্রচার ও ক্রুসেড্ যুদ্ধই সিরিয়ার ইতিহাসের পৃষ্ঠা পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছে। তৎকাল হইতে খৃস্টের জন্মস্থান ইউরোপের পবিত্র তীর্থক্ষেত্রে পরিগণিত হয়। চতুর্থ খৃস্টাব্দের শেষভাগ হইতে ইউরোপীয় নানাদেশের তীর্থযাত্রিগণ জেরুসালেমে সমবেত হইতে থাকে।

খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে পারস্যের অগ্নি উপাসক নরপতি খুস্রু জেরুসালেম লুন্ঠন করতঃ ক্রুস্ গ্রহণ করিয়া দেশে প্রত্যাবৃত্ত হন। কিন্তু সম্রাট হারক্লিউস অক্লান্ত পরিশ্রমে যুদ্ধ করিয়া ক্রুসের পুনরুদ্ধার করেন। জেরুসালেম উদ্ধার হইলে খৃস্টানগণ নিরাপদে তীর্থ করিতে সমাগত হইতে থাকে।

ইহার অত্যল্প কাল পরেই জেরুসালেম মুসলমানদের হস্তগত হয়। ফলতঃ জেরুসালেম মুসলমানের শাসনাধীন হইলেও খৃস্টানদের ধর্ম চর্চার কোনরূপ অন্তরায় উপস্থিত হয় নাই। যাত্রিগণ জন প্রতি দুইটি স্বর্ণমুদ্রা রাজকর প্রদান করিয়া নির্বিঘ্নে ধর্ম-ক্রিয়া সম্পন্ন করিতে পারিতেন। ঐতিহাসিক কুলমণি গিবন বলিয়াছেন,—"আরবদিগের শাসনকালে জেরুসালেমে তীর্থ যাত্রীর সুখ-সুবিধা সঙ্কুচিত না হইয়া বরং পূর্বাপেক্ষা প্রশস্তই হইয়াছিল।"

দশম শতাব্দীর শেষভাগে ফাতিমা বংশীয় মিসর-রাজ সিরিয়া দেশ বিচ্ছিন্ন করিয়া লন। ফাতিমা বংশীয়দের সুখ-সচ্ছলতার অভাব ছিল না।

একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সিরিয়া সেলজুকদিগের কুক্ষিগত হয়। খলীফাদিগের সুশৃঙ্খল নিয়মানুগত শাসনের পরিবর্তে সেলজুকগণ স্বেচ্ছাচারিতার আবর্তে ডুবিয়া পড়ে। আচার-ব্যবহারে তাঁহারা পারসিকদের পন্থানুলম্বন করিয়াছিলেন। কিন্তু তুর্কীদিগের বর্বরতা ও উগ্রতায় অনেক যাত্রী হৃত সর্বস্ব হইত বা রাজবিধি সম্মত পীড়নে কষ্ট ভোগ করিত। তৎকালে পিটার নামে জনৈক সাধু জেরুসালেমে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি খৃস্টানদিগের দুর্দশা দর্শনে মর্মাহত হইয়া ইউরোপে আসিয়া খৃস্টান রাজন্যবর্গকে উদ্বুদ্ধ করিয়া জেরুসালেম উদ্ধার করিবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হন। লোকক্ষয়কারী ক্রুসেডের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এই সময় পুণ্যকল্প বীরবর সালাহুদ্দীনের জন্ম হয়।

সালাহুদ্দীনের পিতা আইউব বাগদাদের খলীফার তারকীত দুর্গের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময় আইউবের কনিষ্ঠ সহোদর শাহ্‌রুখ তাঁহার সহিত তারকীত দুর্গে অবস্থিতি করিতেন। তিনি এক দুষ্টের প্রাণ নাশ করায় আইউব খলীফার অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত হন। তাঁহারা এই ভাগ্য বিপর্যয়ে মর্মাঘাত পাইয়া স্থানান্তর গমনের সঙ্কল্প করেন। যাত্রা করিবার পূর্ব দিবস, ১১৩৮ খৃস্টাব্দে সালাহুদ্দীন ভূমিষ্ট হন। এহেন দুঃসময়ে শিশুর মুখ দেখিয়া ভ্রাতৃদ্বয় দুঃখাশঙ্কায় ম্রিয়মান হইয়া পড়িলেন। বিধাতার কি বিচিত্র লীলা! তাঁহারা জানেন না যে, উত্তরকালে এই শিশু বিশ্ববরেণ্য হইয়া যশঃ গৌরবে পৃথিবী চমকিত করিবে।

ভগ্নহৃদয় আইউব ও শাহ্‌রুখ মসুলে গমনপূর্বক সুলতান জঙ্গির দরবারে প্রবেশ করেন। জঙ্গি আইউবকে বালবক্ক দুর্গের কর্তৃত্বপদ প্রদান করেন। এই দুর্গে ১১৩৯ হইতে ১১৪৬ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত সালাহুদ্দীনের বাল্যকাল অতিবাহিত হয়। সালাহুদ্দীন ধর্ম পিপাসু দুর্গাধিপতির পুত্র ছিলেন, সুতরাং তৎকালোচিত সকল শিক্ষাই তিনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আইউব নিরতিশয় ধর্মানুরাগী ছিলেন, তিনি সুফী সম্প্রদায়ের জন্য বালবক্কে একটি প্রকাণ্ড আশ্রম নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

সালাহুদ্দীন নবম বর্ষে পদার্পণ করিলে সুলতান জঙ্গির মৃত্যু হয়। জঙ্গির রাজ্য এই সময় তদীয় দুই পুত্র বিভাগ করিয়া লন। জ্যেষ্ঠ সায়ফুদ্দিন মসুলে এবং কনিষ্ঠ নুরুদ্দিন মাহ্‌মুদ সিরিয়ার অন্তর্গত আলেপো নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহাদের এই ভ্রাতৃবিচ্ছেদের সময় দামিশ্‌করাজ আবেক ১১৪৬ খৃস্টাব্দে এক বিশাল সৈন্য দল লইয়া বালবক্ক দুর্গদ্বারে উপনীত হন। আইউব দেখিলেন, সুলতান সায়ফুদ্দিন আত্মকলহে বিভোর, নিরুপায় হইয়া তিনি আবেকের হস্তে দুর্গ সমর্পণ করিয়া জীবন রক্ষা করিলেন। সন্ধি শর্তে আইউব দামিশকের সন্নিকটে বিশালায়তনের জায়গীর প্রাপ্ত হইলেন। তীক্ষ্নদর্শী আইউব স্বীয় বুদ্ধি গুণে অচিরকাল মধ্যে আবেকের প্রধান সেনাপতি হইয়া উঠিলেন।

সালাহুদ্দীনের কৈশোর জীবন ও যৌবন কাল দামিশকে উত্তীর্ণ হয়। তিনি প্রতিপত্তিশালী সৈন্যাধ্যক্ষের পুত্র, সুতরাং দামিশকে তাঁহার সম্মান ও সমাদরের কম ছিল না। এই সময় লোকে তদীয় গুণগ্রাম দর্শনে হর্ষোৎফুল্ল হইত. দামিশকাধিপতি নুরুদ্দীনের নিকট সরল ন্যায় পথে পদার্পণ করিতে ও ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে সতত তিনি উৎসাহ জনক উপদেশ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সালাহুদ্দীন রাজদরবারের পদমর্যাদা প্রাপ্ত হইলেও তৎ সুযোগে আত্মমর্যাদা প্রদর্শন করেন নাই, কিন্তু তিনি নির্জন শান্তিপ্রিয় ছিলেন। তৎকালীন সিরিয়া দেশের অবস্থাপন্ন লোকজন কৈশোরে বিদ্যা শিখিয়া যৌবনে মৃগয়া, যুদ্ধ এবং সাহিত্য আলোচনায় নিমগ্ন হইতেন। কিন্তু সালাহুদ্দীনের জীবনে ইহার ব্যতিক্রমই ঘটিয়াছিল। তিনি চক্ষুর অন্তরালে শান্তিপূর্ণ জীবনই অত্যধিক ভালবাসিতেন। খ্যাতি প্রতিপত্তি, ভোগ-লালসা তদীয় চক্ষুর সম্মুখে মোহনবেশে দর্শন দিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে তিনি বিমুগ্ধ হন নাই। শাহ্‌রুখ সিরিয়ার শ্রেষ্ঠ মন্ত্রী

ছিলেন। শাহ্রুখ রাজকার্যোপলক্ষে বহুবার যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিলেন। প্রধানত তদীয় পিতৃব্য শাহ্রুখ যত্ন করিয়াই তাঁহাকে পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়ঃক্রমকাল কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করান। সালাহ্দ্দীনের কর্মক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হইবার সময় ক্রুসেডের যুগ নামে পরিকীর্তিত।

লোক ধ্বংসকর ক্রুসেড ১০৯৬ খৃস্টাব্দে আরম্ভ হয়। সিরিয়াপতি সেলজুকগণ আত্মবিবাদে ক্ষীণ-শক্তি হইয়াছিল। সেজন্যই সিরিয়ার মুসলিম রাজশক্তি চূর্ণীকৃত করিবার অপূর্ব সুযোগ ছিল। ক্রুসেড যুদ্ধবর্গ প্রথম এডিসা ও এন্টিয়ক অধীন করেন। তৎপর ১০৯৯ খৃস্টাব্দে জেরুসালেম অধিকার করিয়া কয়েক বৎসর মধ্যে প্যালেস্টানের অনেকাংশ এবং সিরিয়ার তটদেশ পর্যন্ত তাহারা হস্তগত করিয়া ফেলে। গড্ফ্রে নামক খৃস্টান সেনাপতি জেরুসালেমে উপবেশন করিয়া এই সমূহ স্থানের শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন।

কিন্তু অচিরকাল মধ্যে এক অভিনব মুসলিমশক্তি সমোত্থিত হইয়া ক্রুসেড যোদ্ধাদিগকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলে। তখন সেলজুক সাম্রাজ্যের ধংসাবশেষের মধ্যে মসুল ও দামিশক নামে দুই মুসলিম রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। জঙ্গি ক্রুসেড্ সেনা নাশ করিতে ক্রমাগত অষ্টাদশ বর্ষ তৎপর থাকেন। তিনি অনেক যুদ্ধে খৃস্টানদিগকে পরাজিত করিয়া অবশেষে মেসোপটেমীয়ার শিরোভূষণ এডিসা হইতে তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেন। ১১৪৪ খৃস্টাব্দে জঙ্গি বরেণ্য জয়লাভ করিয়া ভীমবলে খৃস্টানদিগর পশ্চাদ্ধাবিত হন, কিন্তু সহসা মৃত্যু কবলে পতিত হওয়ায় তদীয় সকল সঙ্কল্পের বিনাশ সাধন হয়।

জঙ্গি মৃত্যুমুখে পতিত হইলে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সায়ফুদ্দিন মসুলে রাজধানী স্থাপন করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র নুরুদ্দীন মাহ্মুদ সিরিয়ার অংশে রাজত্ব করিতে আরম্ভ করেন। এডিসা হইতে বিতাড়িত হইয়া খৃস্টানগণ ক্রোধান্ধ হইয়া অবসর অন্বেষণে ছিলেন। জঙ্গির তিরোধানের পর নবতি সহস্র জার্মান ও ফরাসী সৈন্য সিরিয়াভিমুখে অগ্রসর হয়। এই বিশাল বাহিনীর অধিনেতা ছিলেন জার্মানের সম্রাট। তৃতীয় কোনরাড ও ফ্রান্সের নরপতি সপ্তম লুই। লুইর মহিষী এলিনাও এই বাহিনীর সহচরী ছিলেন। এলিনার রণবেশ দর্শনে অনেক জার্মান ও ফরাসী

রমণী রণোন্মত্ত হইয়া সৈন্যদলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন। এই বিপুল বাহিনী শত্রুর আক্রমণে ও ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হইয়া পথিমধ্যে কাল-কবলিত হয়। কেবল লুই অল্প সংখ্যক সৈন্য লইয়া এন্টিউকে সমাগত হন। অতঃপর লুই দামিশক উপনীত হইয়া নগর অবরোধ করেন। জঙ্গির পুত্রদ্বয় তখন বুঝিলেন যে, ক্রুসেড সৈন্যের গতিরোধ না করিলে তাঁহাদের রাজত্বও অক্ষত রাখা কষ্টকর হইয়া উঠিবে। এই পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা উভয় ভ্রাতা সম্মিলিতযোগে ক্রুসেড্ সৈন্যের সম্মুখীন হন। তাঁহাদের যুদ্ধবল দর্শনে ক্রুসেড সৈন্য ভয় পাইয়া প্যালেস্টাইনে চলিয়া যায়। তৎপর কোনরাড ও লুই ইউরোপে প্রস্থান করেন।

এই সময় নূরুদ্দিন মাহ্মুদ দামিশক অধিকার করেন এবং ছয় বৎসর পর শাহ্রুখকে এক বিপুল বাহিনীর অধিনায়ক করিয়া মিসর অবরোধে প্রেরণ করেন। দুর্ব্বল মিসরাধিপতি আজিদ নূরুদ্দীন মাহ্মুদের সহিত সন্ধি করিয়া স্বীয় মন্ত্রীকে বিনাশ করত শাহ্রুখকে প্রধান ও সৈন্যাধ্যক্ষ পদ প্রদান করেন।

দুর্ভাগ্যবশত দুই মাস পরই শহ্রুখ কাল কবলিত হন। মিসরের যুদ্ধে সালাহুদ্দীন শাহ্রুখের সহিত বহু দুঃসাধ্য কর্ম সম্পাদন করিয়া অতুল সাহসিকতা, অসীম কার্য তৎপরতা প্রদর্শনে অসাধারণ মনস্বিতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। এই জন্য পিতৃব্যের শূন্যপদে তিনিই নিযুক্ত হন। তখন তাঁহার বয়স ত্রিংশৎবর্ষ মাত্র।

সৌভাগ্যশীল সালাহুদ্দীন সহসা অসম্ভাবিত উচ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াও আত্মম্ভরিতায় অধীরচিত্ত হন নাই। ধর্ম পিপাসু সালাহুদ্দীন মিসরের মন্ত্রীপদ লাভ করিয়া ইসলামের সম্যক অনুগত হইয়া সংসার বিরাগী সাধুজনের ন্যায় কাল কর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তিনি সংযত চিত্তে ও অক্লান্ত শ্রমে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়া মিসরকে একটি শক্তি-শালী রাজ্যে পরিণত করেন এবং অচিরকাল মধ্যে জেরুসালেমকে খৃস্টান-দিগের কবল হইতে উদ্ধার করিতে কৃতসংকল্প হন। এই ব্রতোদযাপনেই তদীয় শক্তি-সামর্থ্য কায়মনো প্রাণে উৎসৃষ্ট করিয়াছিলেন।

৫৬৭ হিজরী অব্দে আজিদ পরলোক প্রাপ্ত হইলে, সালাহুদ্দীন ধর্ম সম্বাদী-মতে আব্বাসীয় বংশের অধীনতা স্বীকার পূর্বক নূরুদ্দীন মাহমুদের প্রতিনিধি স্বরূপ মিসর শাসন করিতে থাকেন। ৫৬৯ হিজরীতে নূরুদ্দীন মাহমুদের

লোকান্তর ঘটিলে তদীয় অপ্রাপ্ত বয়স্ক পুত্র মালিক শাহ দামিশকের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র একাদশ বৎসর। সালাহুদ্দীন প্রভু-পুত্র মালিক শাহের নামে শিক্কা খুতবা প্রচলনে বশ্যতা প্রকাশ করিলেন। এই অপরিণত বয়স্ক অধিপতি পাইয়া দুর্নীতিপরায়ণ রাজপুরুষগণ নানারূপ ষড়যন্ত্র করিয়া গোলযোগ আরম্ভ করিল। সালাহুদ্দীন এতদ্বিষয় পরিজ্ঞাত হইয়া আমীরদিগকে লিখিলেন,—"আমি আপনাদিগকে সাবধান করিতেছি প্রভুর সহিত আপনারা বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। দামিশকের বর্তমান গোলযোগ অচিরে নিরাকৃত না হইলে আমি স্বয়ং দামিশকে উপনীত হইয়া প্রভুর ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখিব।" এই পত্রিকা পাঠ করিয়া আমীরশ্রেষ্ঠ গুমস্তাগীন মালিক শাহকে সমাভিব্যাহারে লইয়া আলেপো-নগরে প্রস্থান করিলেন। এই সময় ক্রুসেড সৈন্য দামিশক অরক্ষিত দেখিয়া নগর অবরোধ করিয়া বসিল। রাজপুরুষগণ অক্ষমতাবশত ক্ষতিপূরণ করিয়া নগর রক্ষা করিলেন। সালাহুদ্দীন এই সংবাদে ঘৃণা ও ক্রোধে মাত্র সপ্ত শত সৈন্য লইয়া দামিশক অধিকার করিলেন। তিনি রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করিলেন না, পিত্রালয়ে অবস্থিতি করিয়া কিশোর বয়স্ক মালিক শাহকে লিখিলেন, "আপনার রক্ষার্থেই আমি এস্থানে আসিয়াছি; আমি আপনার আজ্ঞাধীন। আপনি রাজধানীতে পদার্পণ করুন।" কিন্তু তদীয় স্বার্থপর অনুচরবর্গের প্ররোচনায় তিনি সালাহুদ্দীনকে অকৃতজ্ঞ ও রাজদ্রোহী বলিয়া মনোপীড়া দিলেন। কিন্তু ইহাতে অসন্তুষ্ট না হইয়া সালাহুদ্দীন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ মানসে আলেপো নগরে উপনীত হইলেন। ভ্রষ্টবুদ্ধি মালিক শাহ সালাহুদ্দীনের প্রীতিসাধ দূরে থাক প্রকৃতিপুঞ্জকে তদীয় বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া তুলিলেন। আলেপোর অধিবাসিগণ সশস্ত্রে সালাহুদ্দীনের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল। তিনি এই প্রতিকূলাচরণে আশ্চর্যান্বিত হইয়া ক্ষুব্ধমনে বলিলেন, "সর্বজ্ঞ চিন্ময় পরমেশ্বর আমার সাক্ষী, অস্ত্র গ্রহণ কোন মতেই আমার ইচ্ছা ছিল না; যখন কোনও যত্নেই সফল মনোরথ হইতে পারিলাম না, তখন তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হউক।" যুদ্ধ হইল। আলেপো সৈন্য পরাজিত হইলে নিরুপায় গুমস্তাগীন সন্ধি প্রার্থী হইয়া নূরুদ্দীনের শিশু কন্যাকে সালাহুদ্দীনের শিবিরে পাঠাইয়া দিলেন। সালাহুদ্দীন শাহজাদীকে সম্বর্ধনা পূর্বক মূল্যবান উপঢৌকন প্রদান করিয়া আলেপো ও তাহার পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি মালিক শাহকে ছাড়িয়া দিলেন। সন্ধির শর্তানুসারে দামিশক

সালাহুদ্দীনের অধিকারভুক্ত হইল। মুসলমানের তাৎকালীন অধিনেতা বাগদাদের খলীফাও এই সন্ধি অনুমোদনপূর্বক সালাহুদ্দীনকে সুলতান উপাধি প্রদান করিলেন।

১১৮২ খৃস্টাব্দে মালিক শাহ্ অকালে কালগ্রাসে নিপতিত হইলে আলেপো নগর সুলতান সালাহুদ্দীনের অধীন হইল। অত্যল্প সময় মধ্যে মসুল রাজ্যও তাঁহার পদানত হইল এবং এক বৎসরের মধ্যেই পশ্চিম এশিয়ার রাজন্য-বর্গ সুলতান সালাহুদ্দীনকে রাজচক্রবর্তী বলিয়া স্বীকার করিলেন।

খৃস্টীয় ১১৮৬ অব্দে জনৈক ক্রুসেড অধিনেতা এক দল মুসলমান বণিকের পণ্যদ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া কতিপয় বণিককে হত্যা করিয়াছিল। ইহার প্রতিবিধান করিতে সুলতান সালাহুদ্দীন জেরুসালেমের শাসনকর্তাকে লিখিয়া পাঠান। কিন্তু তিনি সেই অপরাধীদলের বিচার করিতে অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। সুলতান প্রাগুক্ত ধৃষ্টতা উপলক্ষ করিয়া চির ইপ্সিত বাঞ্ছা কার্যে পরিণত করিতে, প্যালেস্টাইন হইতে খৃস্টানের আধিপত্য বিলুপ্ত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া প্রথমে করক নগর অবরোধ করিলেন। সুলতান স্বীয় পুত্র আলীকে ক্রুসেড সৈন্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে গ্যালিলির তটদেশে প্রেরণ করিলেন। ক্রুসেড সৈন্য তাহাদের সমুদয় শক্তি একত্রীভূত করিয়া আলীকে বিনাশ করিতে অগ্রসর হইলেন। সুলতান সালাহুদ্দীন এতদ্বিষয় জানিতে পারিয়া গ্যালিলির তীরে দ্রুতগতিতে উপনীত হইলেন। উভয় সৈন্যদল সমবল সম্পন্ন ছিল। ক্রুসেড সৈন্য সফুরিয়া প্রান্তরে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিল, সুলতান কৌশল করিয়া তাহাদিগকে টাইবিরিয়াস পর্বতমালার এক উপত্যকায় আনিয়া ফেলিলেন, ক্রুসেড সৈন্য টাইবিরিয়াসের হ্রদে উপনীত হইবার পূর্বেই সুলতান সৈন্য হ্রদের সম্মুখে অবতীর্ণ হইয়া তাহাদের জল গ্রহণের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলিলে তাহারা নিরুপায় হইয়া পড়িল। পরি-শেষে জুলাই মাসের দ্বিতীয় দিবসের সন্ধ্যার প্রাক্কালে ক্রুসেড বাহিনী সুলতান সেনার সম্মুখীন হইল। পরদিন প্রাতঃকালে ঘোরতর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। দশ হাজার ক্রুসেড সৈন্য নিহত হইল এবং তাহাদের অধিনায়ক-গণও কেহ হত কেহ বা বন্দী হইল। সুলতান সালাহুদ্দীন বিজয় গৌরবে মণ্ডিত হইলেন।

এই সময় সুলতান ক্ষিপ্রগতিতে বিধ্বস্ত ক্রুসেড সেনার পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া টাইবারাইড দুর্গ অধিকৃত করিলেন। দুর্গাধিপতির স্ত্রী বন্দী হইলে

তিনি তাহাকে সসম্মানে স্বামীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। দুর্গের অসহায় রমণী ও শিশুগণ নিরাপদ রহিল। অল্প দিন মধ্যেই নপলুস, জেরিকু, রমলা প্রভৃতি অনেক নগর সুলতানের বশ্যতায় আবদ্ধ হইল।

সুলতান এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগর আয়ত্তাধীন করত স্বীয় ভীমবাহু জেরুসালেম উদ্ধারকল্পে নিয়োগ করিলেন। তৎকালে ষষ্টি সহস্র সৈ্য জেরুসালেম নগর রক্ষা করিতেছিল। সুলতান নগরে পদার্পণ করিয়া উহার অধিনেতাকে জানাইলেন, "এই জেরুসালেম পুণ্য ভূমি, আপনাদের ন্যায় আমিও ইহা পরিজ্ঞাত আছি। সুতরাং নররক্তে পূত ভূমি কলুষিত করা আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধ কাজ। আপনারা দুর্গ পরিত্যাগ করিলে, আপনাদিগকে মদীয় ধনের কতকাংশ দান করিব অথচ কৃষি কাজের জন্যও প্রচুর পরিমাণে ভূমি বিতরণ করিব।" কিন্তু ক্রুসেড সৈন্যগণ শান্তির এই সরল প্রস্তাব উপেক্ষা করিলে সুলতান ক্ষোভে ও ক্রোধে তাহাদের অত্যাচারের প্রতিশোধ গ্রহণার্থে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিপুল বিক্রমে নগর অবরোধ করিলেন। ক্রুসেড সেনা কিছুকাল অবরুদ্ধাবস্থায় কাটাইয়া ভয় বিহ্বল প্রাণে বিশ্বস্রষ্টার নামে সুলতানের দয়া যাঞ্চা করিলে করুণ প্রার্থনায় সুলতানের প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা তিরোহিত হইল। তিনি নগরের গ্রীক ও সিরীয় খৃস্টানদিগকে অভয় দিয়া মুসলমান প্রজার সমুদয় স্বত্ব প্রদান করিলেন। সৈন্যগণ চল্লিশ দিবস মধ্যে স্ত্রী পুত্রাদি সমভিব্যাহারে নগর ত্যাগ করিতে আদিষ্ট হইল। প্রতি পুরুষ দশ মুদ্রা ও প্রতি স্ত্রী লোক পাঁচ মুদ্রা এবং প্রতি শিশু এক মুদ্রা দিয়া অব্যাহতি লাভ করিল এবং সুলতান সৈন্য তাহাদিগকে টায়ার ও ট্রিপলি নামক স্থানে পৌঁছাইয়া দিল। যাহারা নির্দিষ্ট মুদ্রা দিতে অক্ষম হইবে, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ ছিল, কিন্তু এই আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। সুলতানের অর্থে দশ সহস্র ও তদীয় ভ্রাতা সায়ফুদ্দিনের অর্থে সপ্ত সহস্র খৃস্টান মুক্তি লাভ করিয়াছিল। অবশেষে সুলতান বহু লোককে বিনা অর্থেই মুক্তি দিয়াছিলেন। পুরোহিত ও সর্ব সাধারণ সে ধন-সম্পত্তি সঙ্গে লইতে কোনও বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। বহু খৃস্টান অশক্ত বৃদ্ধ পিতা-মাতা বা আত্মীয় স্বজনদিগকে স্কন্ধে বহন করিয়া যাইতেছিল, মহাপ্রাণ সুলতান এতদৃষ্টে করুণাসিক্ত হইয়া উহাদিগকে অর্থ প্রদান করেন এবং অশক্ত লোকদিগকে খচ্চর দান করিলেন।

অতঃপর দলে দলে খৃস্টান রমণী শিশু কোলে লইয়া তদীয় সমীপে আসিয়া বলিতে লাগিল, "চির জীবনের জন্য আমরা এই দেশ ত্যাগ

করিয়া যাইতেছি। আমরা আপনার হস্তে বন্দী সৈন্যদের স্ত্রী, কন্যা ও মাতা। তাহারাই আমাদের প্রাণ রক্ষা করিতেন, তাহারা আমাদিগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে আমাদের জীবন ধারণের কোনই উপায় থাকিবে না। আপনি দয়ার্দ্র হইয়া তাহাদিগকে মুক্তি করিলে পৃথিবীতে আমাদের বাস করিবার উপায় থাকিবে, নতুবা নিঃসহায় হইয়া আমাদিগকে প্রাণ হারাইতে হইবে।" সহৃদয় সুলতান তাহাদের প্রার্থনায় অধিকাংশ বন্দীকে মুক্তি দিলেন এবং অবশিষ্ট বন্দীদিগের সহিত সদ্ব্যবহার করিতে প্রতিজ্ঞা করিলেন। সুলতান অনাথ শিশু ও বিধবাদিগকে পর্যাপ্ত ধন দিলেন এবং সেবার্থী সৈন্যদিগকে পীড়িতের শুশ্রূষা ও তীর্থসেবীর সেবা করিবার অনুমতি দান করিলেন। ক্রুসেড সৈন্য নগরে থাকিতে দুর্গে প্রবেশ করিলে তাহাদের হৃদয়ে ব্যথা জন্মিবে বলিয়া সূক্ষ্মদর্শী সুলতান একজন ক্রুসেড সৈন্য তথায় থাকিতে দুর্গাভ্যন্তরে প্রবেশ করেন নাই। হিজরী ৫৮৩ অব্দের ২৭ রজব মাসে তিনি জেরুসালেমে প্রবেশ করেন। দুর্গে প্রবেশ করিয়া সুলতান শাসন শৃঙ্খলার সুবন্দোবস্তে মনোনিবেশ করিলেন।

জেরুসালেমের এই অসম্ভাবিত পতনে সমগ্র ইউরোপ স্পন্দিত হইল। পুরোহিতগণ, রাজন্যবর্গ ও জনসাধারণকে সুলতান সালাহুদ্দীনের গর্ব নাশ করিতে উত্তেজিত করিয়া তুলিল। খৃষ্টান সম্প্রদায় দলে দলে এশিয়াভিমুখে অগ্রসর হইতে লাগিল। জর্মানাধিপতি ফ্রেডারিক বার বোরেসা, ফ্রান্সের অধীশ্বর ফিলিপ অগষ্টান এবং ইংলণ্ডের অধিপতি রিচার্ড ক্রুসেড যুদ্ধে যোগ দিতে সৈন্য লইয়া যাত্রা করিলেন। এই সম্মিলিত বাহিনী প্রথমে একার দুর্গ অধিকার করিতে চলিলেন। তাঁহারা সমুদ্রতট ধরিয়া চলিলেন এবং খাদ্য দ্রব্যপূর্ণ তরী সকল সমুদ্র দিয়া চলিল।

সুলতান সালাহুদ্দীন শত্রুর আগমন সংবাদ শ্রবণেই মন্ত্রণা সভা আহবান করিয়া কর্তব্য স্থির করিলেন। তিনি বিলম্বে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, ক্রুসেড বাহিনী সম্মুখের পথ অবরোধ করিয়া চক্রাকারে একা নগর পরিবেষ্টিত করিয়াছে। সুলতান তাহাদের সম্মুখেই শিবির স্থাপন করিলেন। হিজরী ৫৮৫ অব্দের শাবান মাসের প্রথমভাগে সুলতান সালাহুদ্দীনের ভ্রাতুষ্পুত্র তাকিউদ্দীন আক্রমণ করিয়া ক্রুসেড সৈন্যকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু তখন সন্ধ্যা সমাগত হওয়ায় যুদ্ধ স্থগিত হইলে যুদ্ধ জয় পণ্ড হইয়া

গেল। পর দিন পুনশ্চ যুদ্ধারম্ভ হইল; কিন্তু কোন পক্ষই পরাজয় স্বীকার করিল না।

কিছুদিন পর আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। এইবার ক্রুসেড্ সৈন্য ধ্বংস হইল। দশ সহস্র খৃস্টান যুদ্ধক্ষেত্রে শয়ন করিল, জীবিত সৈন্যগণ প্রাণ লইয়া পলায়ন করিল। যুদ্ধ শেষেই সুলতান যুদ্ধক্ষেত্র পরিষ্কার করাইতে লাগিলেন। তথাপি দুর্গন্ধে বায়ু দূষিত হইয়া তাঁহার শিবিরে ভয়ানক মড়ক উপস্থিত হইল, সুলতান নিজেও পীড়িত হইলেন। চিকিৎসকদিগের পরামর্শে তিনি আল খাব্বায় প্রস্থান করিলেন।

এই সময় ক্রুসেড্ সৈন্য শক্তি সঞ্চয়পূর্বক পুনরায় একা অবরোধ করিয়া বসিল। সুলতান শীতকাল আল খাব্বায় কাটাইয়া ১১৯০ খৃস্টাব্দে একায় আসিয়া শিবির করিলেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত উভয় সৈন্য নিশ্চুপ রহিল, তৎপর জুলাই মাসের ২৫শে ক্রুসেড সৈন্যে আক্রমণ করিল। এই যুদ্ধেও ক্রুসেডসৈন্য পরাজিত হইল। মৃত্যুশবে যুদ্ধক্ষেত্র আচ্ছন্ন হইল।

কিন্তু ইহার দুই দিবস পরই সমুদ্রপথে বহু সৈন্য আসিয়া ক্রুসেড সৈন্যের বলবৃদ্ধি করিল। তাহারা তখন দ্বিগুণ উৎসাহে একা আক্রমণ করায় দুর্গবাসীরা নিরুপায় হইয়া আত্মসমর্পণ করিল। দুর্গবাসিগণ প্রতিশ্রুত অর্থ প্রদান করিতে বিলম্ব হইতেছে বলিয়া ক্রুসেড সৈন্য ক্রুদ্ধ হইয়া দুর্গের সমস্ত মুসলমান সৈন্য হত্যা করিয়া ফেলিল।

দুর্গ জয় করিয়া ক্রুসেড সৈন্য বিশ্রাম লাভ মানসে প্রমোদোৎসবে মজিয়া কর্তব্য বিস্মৃত হইয়া পড়িলেন। জেরুসালেমের উদ্ধারের কথা ভুলিয়া গেলেন।

কতক দিন পর ইংলণ্ডের রিচার্ডের অধিনায়কতায় ক্রুসেড্ সৈন্য এস্কালন আক্রমণার্থে ধাবিত হইল। সুলতানও তাহার পার্শ্বপথ ধরিয়া চলিলেন। ১৫০ মাইল পথে উভয় দলে একাদশবার সংঘর্ষ হয়। আরসুফে যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে আট সহস্র মুসলমান সৈন্য বিনাশ হইয়া গেল। এরূপ যুদ্ধে বলক্ষয় হইতেছে দেখিয়া সুলতান অগৌণে এস্ক্যালনে উপস্থিত হইয়া, নগরের লোক স্থানান্তরিত করত নগর ভূমিসাৎ করিয়া ফেলিলেন। রিচার্ড সৌন্দর্যশালী প্রকাণ্ড এস্ক্যালন নগরের ধ্বংসাবশেষ দর্শনে বুঝিলেন, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বীর অন্তর্বল অসীম, ইচ্ছাশক্তি অদম্য। রিচার্ড সুলতানের তেজস্বিতা ও মনস্বিতা

সন্দর্শনে সন্ধি করিবার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। সন্ধির প্রস্তাবে বাদ-প্রতিবাদ উত্থাপিত হওয়ায় প্রস্তাবের পর প্রস্তাব উঠিতে লাগিল, অথচ সন্ধি হইবার সম্ভাবনা রহিল না। শেষে রিচার্ড স্বীয় বিধবা ভগ্নিকে সুলতান সালাহুদ্দীনের কনিষ্ঠ সহোদর সাফিয়দ্দিনের সহিত বিবাহ দিয়া এই দম্পতি যুগলের হস্তে জেরুসালেমের শাসনভার অর্পণের প্রস্তাব সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু ধর্ম-যাজকগণ ইহাতে ক্ষিপ্ত প্রায় হইয়া রিচার্ডকে সমাজচ্যুত করিবার ভয় প্রদর্শন করে। রিচার্ড এইরূপ বিরুদ্ধবাদিতায় ইপ্সিত কার্যে সফলকাম হইতে পারিলেন না! সন্ধিও আর হইল না।

রিচার্ড জেরুসালেম আক্রমণ করিলেন। কিন্তু তদীয় সৈন্য পর্যুদস্ত হইলে পুনর্বার সন্ধির প্রস্তাব করিলেন। এইবার সন্ধি হইয়া গেল। সন্ধির শর্তানুসারে খৃস্টান মুসলমান সকলেরই সুখ ও শান্তিতে বাস করিবার অধিকার ঘটিল সংবাদে গৃহে গৃহে আনন্দের কোলাহল উত্থিত হইল। ক্রুসেড সৈন্য স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। ১১৯২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে পঞ্চ বৎসর ব্যাপী প্রজ্বলিত সমরানল নির্বাণ প্রাপ্ত হইল। এই সন্ধিতে সুলতান সালাহুদ্দীনের গৌরব ও প্রভাব অক্ষুণ্ণ রহিল। পক্ষান্তরে সমগ্র ইউরোপের লোকক্ষয় এবং অর্থ ধ্বংসের তুলনায় ক্রুসেড্ বীরগণ সামান্য ফলই প্রাপ্ত হইলেন। অসীম প্রতিপত্তিশালী পোপের উদ্দীপনায় সমস্ত খৃস্টান জগত জার্মান দেশের, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, সিসিলি, অস্ট্রীয়া, বারগেণ্ডি প্রভৃতি দেশের রাজন্যবর্গ জেরুসালেম উদ্ধার করিতে যুদ্ধানল প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন। কিন্তু জেরুসালেম সুলতান সালাহুদ্দীনেরই অধীনে থাকিল।

ক্রুসেড যুদ্ধে গৌরবমণ্ডিত হইয়া সুলতান সালাহুদ্দীন দামিশকে প্রতি গমন করিয়া ১১৯৩ খৃস্টাব্দের মার্চ মাসের ৪ঠা তারিখে স্বর্গারোহণ করেন। তাঁহার রোগক্লিষ্ট মুখ-মণ্ডল দিব্য জ্যোতিতে অপূর্ব ভাব ধারণ করিয়াছিল। সুলতানের শবাধার রাজপ্রাসাদের বাহির করিলেই সমাগত জনসাধারণের বিলাপধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল। প্রতিজনেই শোকে ম্রিয়মান হইয়া পড়িল, সুলতানের আত্মার কল্যাণ প্রার্থনা করিবার পর্যন্ত কাহারও শক্তি রহিল না। মুনশী বাহাউদ্দীন ও কতিপয় স্বজন শোকাবেগ সম্বরণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। সকলেই শোকবিতপ্ত হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া দ্বাররুদ্ধ করিল, রাজপথ নিঃস্তব্ধ হইল, চতুর্দিক বিষাদের কালছায়ায় আবৃত হইল।

দামিশক দুর্গের উদ্যান প্রাসাদে সুলতানের শব সমাধিস্থ হইয়াছে। তাঁহার সমরসঙ্গী প্রিয় তরবারিখানিও তাঁহার শবের সঙ্গে স্থাপিত হইয়াছে। সুলতানের স্বর্গারোহণের সময় তাঁহার ধনাগার কপর্দকহীন ছিল; তজ্জন্য ঋণ গ্রহণ করিয়া সমাধির ব্যয় নির্বাহ করিতে হয়। তদীয় ধনভাণ্ডার দরিদ্রের কষ্ট মোচন এবং অনাশ্রয়ীর পোষণ জন্য সর্বদা বিমুক্ত থাকিত।

সর্বজনপ্রিয় সুলতানের গুণাবলীতে ইতিহাসের পৃষ্ঠা উজ্জ্বল অক্ষরে অলঙ্কৃত। তিনি আড়ম্বরহীন হইয়া অক্লান্ত সাধনা ও কঠোর ধর্মাচরণের সহিত সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বাসের জন্য দামিশকে একটি সৌষ্ঠব বিশিষ্ট প্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল; তিনি উহা দর্শনে বলিয়াছিলেন, "আমাদের এ স্থানে বহুকাল বাস করিতে হইবে না, যাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ মৃত্যু ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে এই মনোরম প্রাসাদে বাস করা তাহার পক্ষে সমীচীন নয়। আমরা এ স্থানে কেবল বিশ্বস্রষ্টার কার্য করিতে প্রেরিত হইয়াছি।"

এই চির মধুর বৈরাগ্য ভাবে সুলতানের স্বভাব অতি কোমল ও পরম স্নেহময় করিয়া তুলিয়াছিল। তিনি পিতার মত অনাথ বালক-বালিকাদিগকে পালন করিতেন। পুত্র কন্যাদের সুশিক্ষা ও সুচরিত্র গঠন করিতে সর্বক্ষণ যত্নশীল থাকিতেন এবং তাহাদের স্বভাব কোমল রাখিবার জন্য রক্তপাত দর্শন করিতে দেন নাই, সর্বদা সাবধানে দূরে রাখিতেন।

সুলতান আড়ম্বর ভালবাসিতেন না। তদীয় অমায়িক ব্যবহারে এবং সরল শিষ্টাচারে সকলেই সন্তুষ্ট ছিল। প্রজাবর্গ অনায়াসে তাঁহার দর্শন লাভ করিত। তিনি দরবারে উপবেশন করিলে, প্রার্থীগণ তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিত। প্রার্থীর সংখ্যা অধিক হইলে অনেক সময় তাহারা সিংহাসনের উপরে গিয়া পড়িত। ইহাতে সুলতান কখনো বিরক্তি প্রকাশ করিয়া রাগান্বিত হন নাই। স্বহস্তে সকলের আবেদন লইয়া মনোযোগসহ তাহাদের সকল অভিযোগ শুনিতেন। তাঁহার বিচারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া গৃহে ফিরিত।

সুলতান ন্যায়বিচার করিয়া প্রজার হৃদয়ে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিচারের সময় শাস্ত্রজ্ঞ কাযী ও আইনবেত্তাগণ তদীয় পার্শ্বে বসিয়া সাহায্য করিতেন। তাঁহার বিচার পক্ষপাতশূন্য হইলেও

দয়াবিবর্জিত ছিল না। ঘটনাবশত কেহ সুলতানের নামে অভিযোগ করিলে তিনি সামান্য লোকের মত আদালতে উপস্থিত হইয়া অবনত মস্তকে বিচারকের আদেশ মানিতেন।

সুলতান সালাহুদ্দীন প্রীতির ভিত্তিতে স্বীয় আধিপত্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি কঠোর দণ্ড তুলিয়া দিয়াও প্রজাপুঞ্জকে সুশৃঙ্খল রাখিয়াছিলেন। প্রজাগণ রাজাদেশ শিরোধার্য করিয়া চলিত। রাজপুরুষগণও তাঁহার হিতার্থে স্বীয় জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাঁহার কাজ সুন্দররূপে সম্পন্ন করিয়া চরিতার্থতা লাভ করিতেন। সুলতান সালাহুদ্দীনের রাজনীতি কিরূপ উচ্চ আদর্শে গঠিত ছিল, তাহা তদীয় কুমার জাহিরকে প্রাদেশিক শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিবার কালের কথাগুলি পাঠ করিলেই হৃদয়ঙ্গম হইবে।—"বৎস, তোমাকে সর্ব গুণাধার মহান আল্লাহ্‌র হস্তে সমর্পণ করিতেছি, তাহার আদেশ পালন করিও, কেননা কেবল তাহাতেই শান্তি লাভ ঘটে। রক্তপাত করিও না। রক্তপাতে উন্নতির আশা নাই। কারণ, রক্ত পতিত হইলে তাহার প্রতিশোধ না লইয়া নিবৃত্তি হয় না। প্রজাপুঞ্জের হৃদয় আকর্ষণ করিতে সর্বদা যত্নশীল থাকিও, তাহাদের উন্নতি বিধানের যত্ন করিও। প্রকৃতিপুঞ্জের সুখ ও সচ্ছন্দতার জন্যই বিশ্ববিধাতার আদেশে আমি তোমাকে এই দায়িত্বপূর্ণ কার্যে নিযুক্ত করিয়া পাঠাইতেছি। আমীর উমরাহগণকে অমায়িক আচরণে বাধ্য রাখিয়া চলিও। সহৃদয়তার সহিত সদ্ব্যবহার করিয়াই আমি জনমণ্ডলীর হৃদয় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়া এইরূপ শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছি।"

সুলতানের হৃদয় কুসুম সদৃশ কোমল ছিল। তিনি কাহাকেও কখন মর্মপীড়া প্রদান করেন নাই, কিম্বা কর্কশ বা ইতর ভাষা প্রয়োগ করিয়া জিহ্বা কলুষিত করেন নাই। তৎকালে লোকে ভৃত্যদিগকে যখন তখন প্রহার করিত, কিন্তু কখনও ভৃত্যকে পীড়ন করিয়া তিনি হস্ত কলঙ্কিত করেন নাই।

সুলতান সালাহুদ্দীন ধর্মগত প্রাণ নরপতি ছিলেন। ধর্মের নামে তিনি উন্মত্ত হইতেন, ধর্মই তাঁহার হৃদয়ের সর্বস্ব ছিল। সুলতান সালাহুদ্দীনের প্রবল ধর্মোৎসাহই তদীয় চরিত্রের বিশেষত্ব। তাঁহার ধর্মবিশ্বাস ও মহানুভবতা কঠোর বৈরাগ্যের নামান্তর বলা যাইতে পারে।

৫—

তিনি ইসলামের রক্ষক হইলেও ধর্মাচরণে কখনই শিথিলতা প্রদর্শন করেন নাই। ইসলামের যাহা যাহা করণীয়, তিনি তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিয়াছেন।

ক্রুসেড যুদ্ধের সময় সুলতান উপবাস ভঙ্গ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধ অবসানে তাহার প্রত্যবায়ে উপবাস করিতে থাকেন। ক্রুসেড যুদ্ধে দীর্ঘকালব্যাপী অনিয়মিত কঠিন শ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, উপবাসে নষ্টস্বাস্থ্য আরও ভগ্ন হইতে থাকে। চিকিৎসকগণ তখন উপবাস পরিত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। কিন্তু ধর্মপ্রাণ সুলতান চিকিৎসকগণের মত উপেক্ষা করিয়া স্বাস্থ্য হইতে ধর্মকেই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিলেন। সুলতান প্রাত্যহিক ও জুম'আর নামাযে অত্যন্ত তৎপর ছিলেন। আপদে বিপদে, রোগে শোকে কখনই তিনি প্রার্থনায় বিরত হইতেন না।

এক যুদ্ধক্ষেত্র ব্যতীত নর-রক্তপাতের নামে সুলতান শিহরিয়া উঠিতেন। কিন্তু তাঁহার কোমল প্রকৃতিতে একবার ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছিল। ইসলামের বিরুদ্ধাচরণের অভিযোগে সুলতান দার্শনিক সুহরাওয়ার্দীর প্রাণ দণ্ড করিয়াছিলেন। সুলতানের ধর্মবিশ্বাস অকৃত্রিম, সুদৃঢ় ও সরল ছিল।

সুলতান সালাহুদ্দীনের শেষ জীবন ক্রুসেড যুদ্ধই লক্ষ্যব্রত ছিল। এই ব্রতে সফলকাম হইতে তিনি অপরিসীম উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায় ও অনন্য সাধারণ আত্মত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রাতঃকাল অশ্বারোহণে শিবির হাতে বাহির হইয়া যুদ্ধ সম্বন্ধীয় সকল কাজ পরিদর্শন করিয়া দ্বিপ্রহরকালে প্রত্যাগমন করিতেন। পুনশ্চ অপরাহ্নে পরিদর্শনে বহির্গত হইয়া দিবাশেষে শিবিরে প্রত্যাবৃত্ত হইতেন। এইরূপ পরিদর্শন কালে আবশ্যক হইলে তিনি স্বয়ং ইষ্টকাদি বহন করিয়া শ্রমজীবীদের সাহায্য করিতে কুণ্ঠা বোধ করিতেন না। সন্ধ্যার পর অল্পক্ষণ বিশ্রাম করিয়াই গভীর রজনী জাগ্রত থাকিয়া আগামী দিবসের কার্য নির্ধারণ করিতেন। বস্তুত ক্রুসেড যুদ্ধোপলক্ষে সুলতান সালাহুদ্দীন আপন সুখ, স্বস্তি, স্বার্থ, স্বাস্থ্য সমস্তই বিসর্জন দিয়াছিলেন।

ইফাবা—৮৭-৮৮—প্র/৫১০৬—৩২৫০—১.২.১৩৯৫/১৫.৫.১৯৮৮